শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

(শ্রীম--কথিত)

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্‌, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা।

তৃতীয় ভাগ

Published by
A. K. GUPTA,
13-2, Goorooprosad Chowdury's Lane,
Calcutta.

অষ্টম সংস্করণ
জন্মাষ্টমী—ভাদ্র, ১৩৫৫

মূল্য ৩৷৹ তিন টাকা চার আনা মাত্র

Printed by K. M. Mandal.
Naba Gauranga Press.
3, 104, Amherst Street, Calcutta.

All rights reserved. Copyrighted.

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

সূচীপত্র

		বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম	খণ্ড	বিদ্যাসাগর ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	...	১
দ্বিতীয়	"	দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে	...	২২
তৃতীয়	"	দক্ষিণেশ্বরে মণি, বলরাম প্রভৃতি সঙ্গে	...	৩০
চতুর্থ	"	অধর, ৺যদু মল্লিক, ও ৺খেলাত ঘোষের বাটীতে	...	৩৮
পঞ্চম	"	দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে	...	৪৯
ষষ্ঠ	"	দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, হাজরা, মণি প্রভৃতি সঙ্গে	...	৫৮
সপ্তম	"	ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে	...	৬৬
অষ্টম	"	দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র ত্রৈলোক্য প্রভৃতি সঙ্গে	..	৭৫
নবম	"	দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে	...	৮৩
দশম	"	দক্ষিণেশ্বরে অধর, বিজয়, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে	...	৯০
একাদশ	"	প্রহ্লাদচরিত্রাভিনয় দর্শনে বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে		৯২
দ্বাদশ	"	দক্ষিণেশ্বরে বাবুরাম, ছোট নরেন, মাষ্টার, পল্টু, তারক প্রভৃতি সঙ্গে ('সত্তবাম যুগে যুগে')	...	১৩৬
ত্রয়োদশ	"	অন্তরঙ্গ সঙ্গে বলরাম মন্দিরে ও দেবেন্দ্রের বাটীতে	...	১৫০
চতুর্দ্দশ	"	বলরাম মন্দিরে গিরীশ, মাষ্টার, প্রভৃতি সঙ্গে	...	১৬১
পঞ্চদশ	"	বলরাম মন্দিরে নরেন্দ্র, ভবনাথ, গিরীশ, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে		১৮৯
ষোড়শ	"	ভক্তসঙ্গে ভক্তমন্দিরে, রামের বাটিতে	...	২০৪
সপ্তদশ	"	দক্ষিণেশ্বরে দ্বিজ, পণ্ডিতজী মাষ্টার, কাপ্তেন, ত্রৈলোক্য, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে	...	২১১
অষ্টাদশ	"	কলিকাতায় শ্রীনন্দ বসু প্রভৃতির বাটীতে	...	২৩৫
ঊনবিংশ	"	শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ভক্তসঙ্গে	...	২৪৭
বিংশ	"	শ্যামপুকুরবাটীতে সুরেন্দ্র, মণি, ডাক্তার সরকার গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে	...	২৫৫
একবিংশ	"	শ্যামপুকুরবাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে		২৬৮
দ্বাবিংশ	"	শ্যামপুকুরে ৺কালীপূজা দিবসে ভক্তসঙ্গে	...	২৮২
ত্রয়োবিংশ	"	কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে	...	২৯১
চতুর্বিংশ	"	কাশীপুরে নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি সঙ্গে ('এর ভিতর থেকে যা কিছু')	...	২৯৮
পঞ্চবিংশ	"	কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে (বুদ্ধদেবতত্ত্ব	..	৩০৭
ষড়বিংশ	"	কাশীপুর বাগানে শশী, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে	...	৩১২
পরিশিষ্ট	"	বরাহনগর মঠ, নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ	...	৩২০

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

(শ্রীম)

জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন—১৮৮২, ফেব্রুয়ারী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে—১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগষ্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫ ভাগ ও **Gospel of Sri Ramkrishna** এর লেখক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন, ১৩৩৯, ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ফলহারিনী আমাবস্যা তিথি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত।)

—:•:—

তৃতীয় ভাগ—প্রথম খণ্ড।

কলিকাতায় শ্রীঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন।

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের বাড়ী।

আজ শনিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। বেলা ৪টা বাজিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ী করিয়া বাদুড়-বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাষ্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ী যাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি, হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটী বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিং নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন। মাষ্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাষ্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন।

বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম 'পরমহংস'? তিনি কি গেরুয়া কাপড় প'রে থাকেন? মাষ্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ; লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্ণিশকরা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়ীতে একটী ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তাপোষ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে; সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহিক চিহ্ন নাই;—তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশি তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবার বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল; যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ী রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাষ্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই; তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটী রামমোহন রায়ের বাটী। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, এখন ও সব কথা ভাল লাগ্‌ছে না। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটী দ্বিতল, ইংরাজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। বাড়ীর পশ্চিম ধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটী দ্বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, মাঝে মাঝে পুষ্প বৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটী কামরা, তাহার পূর্ব্বদিকে হল ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটী কামরা আছে—এই কয়টী কামরা বহুমূল্য পুস্তকপরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধান

বইগুলি সাজান আছে। হলঘরের পূর্ব্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাহারা দেখা শুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দ্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং; অনেকগুলি চিঠিপত্র; বাঁধান হিসাব পত্রের খাতা; দু'চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্য পুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।

টেবিলের উপর যে পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে—তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়ত লিখিয়াছে—আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হ'বে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার্ চলিয়া গিয়াছেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই; বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরীব লিখিয়াছে আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্ত্তি হইয়াছি কিন্তু আমার বহি কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না—আমাকে একটী চাকরী করিয়া দিতে হ'বে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত, কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্দ্ধারিত, আপনি সেইদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুল গাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জামার বোতাম খোলা রয়েছে,—এতে কিছু দোষ হবে না?" গায়ে একটী লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটী কাঁধে

কেন। পায়ে বার্ণিশ করা চটী জুতা। মাষ্টার বলিলেন, আপনি ওর জন্য ভাব্‌বেন না. আপনার কিছুতে দোষ হইবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই। বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসাগর।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটীতে (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের কামরাটীতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে: প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তর পার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটী চারকোণা লম্বা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্ব্বধারে একখানি পেছন দিকে হেলান দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ও পশ্চিম পার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু-একটী বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্ব্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের উপর; পশ্চাতে বেঞ্চিখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২।৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬।১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটীজুতা, গায়ে একটী হাত কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মত কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়;—দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধান। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্ব্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ—তাই গলায় উপবীত।

বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম. বিদ্যানুরাগ। একদিন মাষ্টারের কাছে এই বল্‌তে বল্‌তে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কৈ তা হোলো! সংসারে প'ড়ে কিছুই সময় পেলাম না!' দ্বিতীয়, দয়া সর্ব্বজীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন; শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না—ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের (প্রিন্সিপ্যালের) প্রধান অধ্যক্ষের কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ, লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড় ভাতের কাপড় বগলে ক'রে এসে উপস্থিত। পঞ্চম, মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিতেছিলেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আসো তা হ'লে আমার ভারি মন খারাপ হবে,—তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী; নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া উপস্থিত! বলিলেন—মা, এসেছি।

[শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের পূজা ও সম্ভাষণ।]

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন কিয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব সংবরণ জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাবো; দেখিতে দেখিতে বাড়ীর ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন। একটী ১৭।১৮ বছরের

ছেলে সেই থেকে বসিয়া আছে—বিদ্যাসাগরের কাছে পড়াশুনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট; ঋষির অন্তর্দৃষ্টি; ছেলের অন্তরের ভাব সব বুঝিয়াছেন। একটু সরিয়া বসিলেন ও ভাবে বলিতেছেন 'মা! এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি? তোমার অবিদ্যার সংসার! এ অবিদ্যার ছেলে!'

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এ কথা কি ঠাকুর বলিছেন?

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া এক জনকে জল আনিতে বলিলেন; ও মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিছু খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি? তিনি বলিলেন, আজ্ঞা আনুন না। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এগুলি বর্দ্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা ও ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাষ্টারকে দিতে আসিলে পর বিদ্যাসাগর বলিলেন ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্চে না। ঠাকুর একটি ভক্ত ছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, এ ছেলেটি বেশ সৎ; আর অন্তঃসার, যেমন ফল্গুনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়।

মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক ঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখ্‌ছি। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান্ (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য)। তুমি ক্ষীরসমুদ্র! (সকলের হাস্য)। বিদ্যাসাগর—তা বলতে পারেন বটে।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

[বিদ্যাসাগরের সাত্ত্বিক কর্ম্ম। 'তুমি ও সিদ্ধপুরুষ']

"তোমার কর্ম্ম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, সে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বটে—কিন্তু এ রজো গুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছো; এও ভাল। নিষ্কাম ক'রতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি ত আছই।"

বিদ্যাসাগর—মহাশয়, কেমন ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আলু পটল সিদ্ধ হ'লে ত নরম হয়, তা তুমি ত খুব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকোচা পড়া! না এ দিক, না ও দিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যা'রা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য্য।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বিচার।

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন নিজের শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন ও স্বর্ণপদকাদি

(medal) বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন ! ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় গুণে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে ? তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার তো বোধ হয়,—ওরা যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই !' হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত করিতেন ; গলায় উপবীত ধারণ করিতেন ; বাঙ্গলায় যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে "শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্‌" ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন।

মাষ্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, 'তাঁকে তো জানবার যো নাই ! এখন কর্ত্তব্য কি ? আমার মতে কর্ত্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয় পৃথিবী স্বর্গ হ'য়ে পড়্‌বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।'

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন, বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড়্‌দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।

[Problem of Evil ; ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। জীবেরই সম্বন্ধে দুঃখাদি।]

"এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে ; জ্ঞান ভক্তি আছে আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে ; সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে ; সৎ অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়্‌ছে ; আর কেউ বা জাল কর্‌ছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

"সূর্য্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্চে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্চে।

"যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে ম'রে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

['ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় ; অব্যপদেশ্যম্']

"The Unknown and Unknowable."

"ব্রহ্ম যে কি 'মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র; ষড়দর্শন; সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হ'য়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এটো হয়েছে। কিন্তু একটী জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটী ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুখে বল্‌তে পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি)—বা! এটী তো বেশ কথা! আজ একটী নূতন কথা শিখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক বাপের দুটী ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটীকে, বাপ আচার্য্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো; এসে বাপকে প্রণাম কর্‌লে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাপ! তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি। বড় ছেলেটী বেদ থেকে নানা শ্লোক ব'লে ব'লে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগলো। বাপ চুপ ক'রে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সে হেঁটমুখে চুপ ক'রে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হ'য়ে ছোট ছেলেকে বল্‌লেন, বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না।

মানুষে মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগলো; যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে

সব পাহাড়টা লয়ে যাবো। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

"যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও পিঁপড়ে,—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক।

[ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। নির্ব্বিকল্প সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান।]

"তবে বেদে পুরাণে যা ব'লেছে—সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা ক'রে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দ স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন ক'রেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এই সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।

"সমাধিস্থ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়, মানুষ চুপ হ'য়ে যায়, মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না।

"লুণের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপ্‌তে গিছ্‌লো। (সকলের হাস্য)। কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খবর দিবেক?"

একজন প্রশ্ন করলেন, "সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে তিনি কি আর কথা কন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরাদির প্রতি)—শঙ্করাচার্য্য লোক শিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্ কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হ'য়ে যায়। তেমনি

সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে; আবার কথা কয়।

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ ক'রলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখন কখনও গুণ গুণ করে।

"পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হ'য়ে গেলে আর শব্দ হয় না (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালা ঢালি হয় তা হ'লে আবার শব্দ হয়।" (হাস্য)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ এই তিনের সমন্বয়।]

Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non-Dualism and Dualism.

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছিল। বিষয় বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাটতো! সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা ক'রত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁয়া, এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখতো; তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ ক'রতো।

"কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 'সোহহং বলা ভাল না। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল। ভক্তি পথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' ক'রে, বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করে. তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিষে তৈয়ারী,—সেই ইট, চুণ, সুরকিতেই, সিড়িও তৈয়ারী। 'নেতি' 'নেতি ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

"ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হ'য়ে দর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনিই আমি তিনিই জীব জগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।

"জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য; ভক্তিপথও সত্য; সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। **তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।**

"বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়; সুমেরুবৎ। এই জগৎসংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হ'য়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।

"বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য্য। (সহাস্যে) যে বাবুর ঘর দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেলো সে বাবু কিসের বাবু। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য্য না থাকতো তা হ'লে কে মানতো (সকলের হাস্য)।

[বিভুরূপে এক; কিন্তু শক্তিবিশেষ।]

"দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিষ—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড়, ছোট; ভাল মন্দ; কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি।"

বিদ্যাসাগর—তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিভুরূপে সর্ব্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্য্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি সিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য)। তোমার দয়া তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে; তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ কথা মানো কি না? [বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

[শুধু পাণ্ডিত্য, পুঁথিগত বিদ্যা অসার ; ভক্তিই সার।]

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কি আছে, একজন জিজ্ঞাসা ক'রলে, সাধু খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় 'ওঁ রামঃ' লেখা রয়েছে—আর কিছুই নাই।

"গীতার" অর্থ কি? দশবার বল্‌লে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা', দশবার বল্‌তে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা,—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক্‌, সংসারীই হোক্‌, মন থেকে আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।

"চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ ক'রছিলেন—দেখলেন একজন গীতা প'ড়ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে! চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তুমি এ সব বুঝতে পারছো? সে বল্লে, ঠাকুর! আমি শ্লোক এ সব কিছু বুঝতে পারছি না; তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটী বল্লে, আমি দেখছি অর্জ্জুনের রথ; আর তার সাম্‌নে ঠাকুর আর অর্জ্জুন কথা কচ্ছেন। তাই দেখে আমি কাঁদ্‌ছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভক্তিযোগের রহস্য। The Secret of Dualism.

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে, 'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পর দিন ফেঁকড়ি বেরিয়েছে। (সকলের হাস্য)।

"জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে; তবুও তোমার বুক দুড়দুড় ক'রছে। জীবের আমি ল'য়েই ত যত যন্ত্রণা। গরু 'হাম্বা' (আমি) 'হাম্বা' (আমি) করে, তাই ত এত যন্ত্রণা। লাঙলে যোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কশাইয়ে কাটে; চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়;—তখন খুব পেটে (হাস্য)।

"তবুও নিস্তার নাই। শেষে নাড়ী-ভুড়ী থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে 'তুঁহু', 'তুঁহু', (অর্থাৎ 'তুমি,' 'তুমি,')। যখন 'তুমি', 'তুমি', বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর আমি দাস, তুমি প্রভু; আমি ছেলে, তুমি মা।

"রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় কি ভাবে দেখো? হনুমান বল্লে, রাম। যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু, আমি দাস; আর রাম। যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

"সেব্য সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' ত যাবার নয়। তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে।

[বিদ্যাসাগরকে শিক্ষা—'আমি ও আমার অজ্ঞান।]

"আমি ও আমার, এই দু'টী অজ্ঞান। 'আমার বাড়ী' 'আমার টাকা' 'আমার বিদ্যা' আমার এই সব ঐশ্বর্য্য' এই যে ভাব, এটী অজ্ঞান থেকে হয়।

'হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর এ সব তোমার জিনিষ—বাড়ী, পরিবার, ছেলে-পুলে, লোকজন, বন্ধু বান্ধব, এ সব তোমার জিনিষ'—এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়।

"মৃত্যুকে সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী—কলকাতায় কর্ম্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা' বলে 'এ বাগানটী আমাদের' 'এ পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য)।

"ভগবান্ দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দিব—তখন একবার হাসেন; এই ব'লে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কি না বলে আমি বাঁচাব। কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্ত্তা, ঈশ্বর যে কর্ত্তা, এ কথা ভুলে গেছে। তার পর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা, ভাগ করে, আর বলে 'এ দিক্‌টা আমার ও দিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু ওরা বল্‌ছে, এ জায়গা আমার' আর 'তোমার'।

[উপায় বিশ্বাস ও ভক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে কি বিচার ক'রে জানা যায়? তাঁর দাস হ'য়ে, তাঁর শরণাগত হ'য়ে, তাঁকে ডাক।

(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—আচ্ছা, তোমার কি ভাব?

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন ব'ল্‌ব।" (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার ক'রে জানা যায় না।

"কথায় বলে হনুমানের 'রাম' নামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে সাগর লঙ্ঘন করলে। কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হ'ল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে. তা হ'লে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বাসের মাহাত্ম্য গাহিতেছেন—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী। (১ম ভাগ)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য

The End of Life.

"বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়!"

এ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান ধরিলেন :—

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে॥
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে॥
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥

ঠাকুর সমাধিমন্দিরে

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ। দেহ উন্নত ও স্থির। নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য

হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদগ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কহিতেছেন।—"ভাব ভক্তি, এর মানে—তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাক্‌ছে।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ্ না রে মন ঠারে ঠোরে॥"

রামপ্রসাদ মনকে বল্‌ছে—'ঠারে ঠোরে' বুঝ্‌তে। এই বুঝ্‌তে বল্‌ছে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাক্‌ছি। যিনিই নির্গুন, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় ব'লে বোধ হয়, তখন তাঁকে "ব্রহ্ম" বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্‌ছেন তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি, অগ্নি বল্লেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়; দাহিকা শক্তি বল্লেই অগ্নি বুঝা যায়; একটীকে মানলেই আর একটীকে মানা হয়ে যায়।

"তাঁকেই 'মা' ব'লে ডাকা হ'চ্ছে। মা বড় ভালবাসার জিনিষ কি না। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পার্‌লেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস; আর একটা গান শোন।

[উপায়—আগে বিশ্বাস,—তার পর ভক্তি]

গান—ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধা হ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়॥

"চিত্ত তদ্গত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা। 'সুধা হ্রদ,' কি না অমৃতের হ্রদ। ওতে ডুব্‌লে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। তা নয়। এ যে সুধার হ্রদ। অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে অমৃত বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না—অমর হয়।

[নিষ্কাম কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ ও 'জগতের উপকার']
Sri Ramkrishna and the European ideal of work.

"পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তা'হলে আর এ সব কর্ম্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

"তুমি যে সব কর্ম্ম করছো, এ সব সৎকর্ম্ম। যদি 'আমি কর্ত্তা, এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে ক'রতে পারো. তা'হলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রতে ক'রতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রতে ক'রতে ঈশ্বর লাভ হয়।

কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম্ম কমায়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম্ম কর্ত্তে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য)। তুমি যে সব কর্ম্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম ক'রতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ ক'রতে পারবে। জগতের উপকার মানুষে করে না; তিনিই ক'রছেন; যিনি চন্দ্র সূর্য্য করেছেন, যিনি মা বাপের স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম ক'রবে সে নিজেরই মঙ্গল ক'রবে।

[নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য—ঈশ্বর দর্শন]

"অন্তরে সোণা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বৌর ছেলে হলে ছেলেটীকেই নিয়ে থাকে; ঐটীকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

"আরো এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাট কাটতে গিছিল;—ব্রহ্মচারী বল্লে,

এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাব্‌লে তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্য্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোণার খনি। তারপর কেবল হীরা, মানিক। এই সব লয়ে একবারে আণ্ডিল হ'য়ে গেল।

"নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা, কচ্ছি।" (সকলে নিঃশব্দ)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু

সকলে অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে; নয়টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি, সহাস্যে)—এ যা বল্লুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম (সকলের হাস্য), বা বাড়ীর কোথায় কি দামী জিনিষ আছে।

কথাবার্ত্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন! ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একবার বাগান দেখ্‌তে যাবেন; রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর—যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে ? ছি ! ছি !

বিদ্যাসাগর—সে কি ! এমন কথা বল্লেন ? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা জেলেডিঙ্গি (সকলের হাস্য)। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ ; কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন ; চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—হাঁ, এটী বর্ষাকাল বটে। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)—নবানুরাগের বর্ষা ; নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন ; ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণ সঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন ? মূল মন্ত্র করে জপিতেছেন ; জপিতে জপিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। **অহেতুক কৃপাসিন্ধু !** বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজন সঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন—হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী ; এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্যদিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ফটকের কাছে যাই পৌঁছিলেন, সকলে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে বাঙ্গালীর পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩৬।৩৭ ; মাথায় শিখদিগের ন্যায় শুভ্র পাগড়ী, পরণে কাপড়, মোজা, জামা ; চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন, পুরুষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন মাত্র মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ

হইয়া রহিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইলে ঠাকুর বলিলেন, "বলরাম! তুমি? এত রাত্রে?

বলরাম (সহাস্যে)—আমি অনেকক্ষণ এসেছি; এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভিতরে কেন যাও নাই?

বলরাম—আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্ত্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা। এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন।

বিদ্যাসাগর (মাষ্টারের প্রতি, মৃদুস্বরে)—ভাড়া কি দেব?

মাষ্টার—আজ্ঞা না, ও হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

গাড়ী উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া নিল। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে যাইবে। এখনও সকলে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন; আর বল্‌ছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য!

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পতিবার, শ্রাবণ, শুক্লাদশমী তিথি; ২৪শে আগষ্ট ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ।

আজকাল ঠাকুরের কাছে হাজরা মহাশয় রামলাল, রাখাল প্রভৃতি থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র;—কালীবাড়ীতে পূজা করেন। মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন উত্তরপূর্ব্বের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজরার নিকট দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। তিনি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন। মাষ্টারকে বলিতেছেন—"আর ছ' একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখার প্রয়োজন। চাল চিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ্ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে, তারপর খড়ি, তার পর রং—পরে পরে কর্‌তে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ ক'রছে;—কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোণা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন; —জান্‌তে পার্‌লে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।

ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন,—আবার কখনও বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন।

[সাধনা—কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়তুফান কাটাইবার জন্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তরে কি আছে জান্‌বার জন্য একটু সাধনা চাই।

মাষ্টার—সাধন কি বরাবর কর্‌তে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না,—প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তার পর আর বেশী পরিশ্রম কর্‌তে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধর্‌তে হয়;—সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হ'ল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে;—তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত ক'রে তামাক সাজতে বসে। কামিনী কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব—যোগভ্রষ্ট—যোগাবস্থা—'নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্'—যোগের ব্যাঘাত]

"কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে;—হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে,—আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জান?"

মাষ্টার—আজ্ঞে না,—দেখি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও দেশে আছে। বাঁশ নুয়িয়ে রাখে, তাতে বড়শী লাগান দড়ি বাঁধা থাকে। বড়্‌শীতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উচু দিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে যায়।

"নিক্তি, এক দিকে ভার পড়লে, নীচের কাটা উপরের কাটার সঙ্গে এক হয় না। নীচের কাটাটি মন—উপরের কাটাটি ঈশ্বর। নীচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম **যোগ**।

"মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না। সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্ব্বদা চঞ্চল ক'রছে।' ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তা হ'লে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।

"কামিনীকাঞ্চনই **যোগের ব্যাঘাত**। বস্তু বিচার কর্‌বে। মেয়ে মানুষের শরীরে কি আছে—রক্ত, মাংস, চর্ব্বী, নাড়ীভুঁড়ী, কৃমি, মুত, বিষ্ঠা, এই সব। সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন?

"আমি রাজসিক ভাবের আরোপ ক'র্‌তাম—ত্যাগ কর্‌বার জন্য। সাধ হয়েছিল সাঁচ্চা জরীর পোষাক পর্‌বো; আঙ্‌টি আঙ্গুলে দেব; নল দিয়ে গুড়গুড়ীতে তামাক খাব। সাঁচ্চা জরীর পোষাক পর্‌লাম,—এরা (মথুর বাবু) আনিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে মনকে বল্‌লাম,—মন এর নাম সাঁচ্চা জরীর পোষাক। তখন সেগুল'কে খুলে ফেলে দিলাম। আর ভাল লাগ্‌ল না। বল্‌লাম মন, এরি নাম শাল,—এরই নাম আঙ্‌টী! এরই নাম নল দিয়ে গুড়গুড়ীতে তামাক খাওয়া। সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।"

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঘরের দক্ষিণপূর্ব্বের বারাণ্ডায় ঘরের দ্বারের কাছে, ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—যোগীর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্ব্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে

তা দিচ্চে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি আনাতে পার?

মণি—যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুশিষ্য সংবাদ—গুহ্যকথা

সন্ধ্যা হইল। ফরাস ৺কালীমন্দিরে ও ৺রাধাকান্তের মন্দিরে ও অন্যান্য ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে। এক পার্শ্বে একটী পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ৺কালীবাড়ীতে আরতি হইতেছে। শুক্লা দশমী তিথি। চতুর্দ্দিকে চাঁদের আলো।

আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বসিয়া মণির সহিত একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।

['কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন']

শ্রীরামকৃষ্ণ—**নিষ্কাম কর্ম্ম করবে**। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে কর্ম্ম করে সে ভাল কাজ,—নিষ্কাম কর্ম্ম করবার চেষ্টা করে।

মণি—আজ্ঞা হাঁ। আচ্ছা, যেখানে কর্ম্ম সেখানে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়? রাম আর কাম কি এক সঙ্গে হয়? হিন্দিতে একটা কথা সেদিন পড়লাম।

"যাহাঁ **রাম** তাঁহা নাহি কাম, যাহাঁ কাম তাঁহা নাহি **রাম**।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম্ম সকলেই করে;—তাঁর নাম গুণ করা এও কর্ম্ম,—সোঽহংবাদীদের 'আমিই সেই' এই চিন্তাও কর্ম্ম—নিশ্বাস ফেলা, এও কর্ম্ম। কর্ম্মত্যাগ করবার যো নাই। তাই কর্ম্ম করবে,—কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।

মণি—আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশী হয় এ চেষ্টা কি করতে পারি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়**। বেশী উপায়ের

চেষ্টা করবে কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য! টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই।

মণি—আজ্ঞা. **পরিবারদের উপর কর্ত্তব্য** কত দিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই; পাখীর ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোকর মারে।

মণি—**কর্ম্ম কত দিন** করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ফল লাভ হলে আর ফুল থাকে না। **ঈশ্বর লাভ হলে কর্ম্ম আর করতে হয় না** মনও লাগে না।

"মাতাল বেশী মদ খেয়ে হুঁস রাখ্‌তে পারে না—দু' আনা খেলে কাজ কর্ম্ম চল্‌তে পারে! ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম্ম কমিয়ে দিবেন! ভয় নাই। গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হ'লে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম্ম করতে দেয় না। ছেলেটি হ'লে ঐটিকেই নিয়ে নাড়া চাড়া করে।

"যে কটা কর্ম্ম আছে. সে কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী, বাড়ীর রাঁধা বাড়া আর আর কাজকর্ম্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না;—তখন ডাকা ডাকি করলেও আর আসবে না।"

[ঈশ্বর লাভ ও ঈশ্বর দর্শন কি? উপায় কি?]

মণি—আজ্ঞা, ঈশ্বরলাভ এর মানে কি? আর ঈশ্বর-দর্শন কাকে বলে? আর কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈষ্ণবেরা বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক্ থাক্ আছে;—**প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ**। যিনি সবে পথে উঠ্‌ছেন তাকে প্রবর্ত্তক বলে। যে সাধন ভজন করছে—পূজা, জপ, ধ্যান, নামগুণ কীর্ত্তন করছে,—সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে,—অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে

একজন হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে খুঁজছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বল্‌ছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বল্‌ছে এ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, 'ইহ' এই বাবু;—অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্তু বিশেষ রূপে জানা হয় নাই।

"আর এক থাক আছে, তাকে বলে **সিদ্ধের সিদ্ধ**। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তা হ'লে আর এক রকম অবস্থা—যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম ভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে,—যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।

"কিন্তু তাঁকে লাভ কর্‌তে হ'লে একটা ভাব আশ্রয় কর্‌তে হয়। **শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, বা মধুর।**

"শান্ত,—ঋষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ কর্‌বার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা;—সে জানে আমার পতি কন্দর্প।

"দাস্য—যেমন হনুমানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহ তুল্য। স্ত্রীরও দাস্য ভাব থাকে,—স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে;—যশোদারও ছিল।

"সখ্য—বন্ধুর ভাব; এস, এস কাছে এসে বস; শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়ছে!

"বাৎসল্য—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে,—স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভ'রে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন।

"মধুর—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।"

মণি—ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি **প্রেমের শরীর** হয়,—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে

তাঁকে দ্যাখে,—সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়।

এই কথা শুনিয়া মণি হো, হো, করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিরক্ত না হইয়া আবার বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।

[মণি আবার গম্ভীর হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না।** খুব ভালবাসা হ'লে তবেই ত চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হ'লে তবেই চারিদিক্ হল্‌দে দেখা যায়।

"তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হ'লে বলে, 'আমিই কালী'।

"গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, 'আমিই কৃষ্ণ'।

"তাঁকে রাতদিন চিন্তা ক'র্‌লে তাঁ'কে চারিদিকে দেখা যায়,—যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।"

[ঈশ্বর দর্শন কি মস্তিষ্কের ভুল? 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি']

মণি ভাবিতেছেন যে সে শিখা ত সত্যকার শিখা নয়।

ঠাকুর অন্তর্য্যামী, বলিতেছেন,—চৈতন্যকে চিন্তা ক'রলে অচৈতন্য হয় না। শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বরকে একশ'বার ভাবলে বেহেড্ হয়ে যায়। আমি তাকে বল্‌লাম, চৈতন্যকে চিন্তা ক'রলে কি অচৈতন্য হয়?

মণি—আজ্ঞা বুঝেছি। এ তো অনিত্য কোনও বিষয় চিন্তা করা নয়, যিনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ তাঁতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন্য হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া)—এইটি তাঁর কৃপা,—তাঁর কৃপা না হ'লে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। "আত্মার সাক্ষাৎকার না হ'লে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

"তাঁর কৃপা হ'লে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধ'রে গেলেও বরং ছেলে পড়্‌তে পারে, কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে—আর ভয় নাই

তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন আর দেখা দেন আর কষ্ট নাই। তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হ'য়ে, ডাক্‌তে ডাকতে—সাধনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচ্চে দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিল, এসে দেখা দেয়।"

মণি ভাবিতেছেন তিনি দৌড়াদৌড়ি কেন করান্।—ঠাকুর অমনি বলিতেছেন, "তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম **মহামায়া**। তাই সেই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হ'তে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন ক'র্‌তে পার্‌লে তবেই ঈশ্বর দর্শন হ'তে পারে।

[আদ্যাশক্তি মহামায়া ও শক্তিসাধনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন কর্‌তে হয়। তিনিই **মহামায়া**। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। তিনি অজ্ঞান ক'রে রেখে দিয়েছেন সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে প'ড়ে থাক্‌লে বাহিরের জিনিষ কেবল দেখা যায়।—সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জান্‌তে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে—চণ্ডীতে—মধুকৈটভ* বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব কর্‌ছেন।

"**শক্তিই জগতের মূলাধার**। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,—অবিদ্যা—মুগ্ধ করে। **অবিদ্যা**—যা থেকে কামিনী কাঞ্চন—মুগ্ধ করে। **বিদ্যা**—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম—ঈশ্বরের পথে ল'য়ে যায়।

"সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন কর্‌তে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি।

"তাঁকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্য নানা ভাবে পূজা।—দাসী ভাব, বীর ভাব, সন্তান ভাব। বীরভাব—অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা।

"শক্তি সাধনা—সব ভারি উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয়।

---

* ত্বং স্বাহা ত্বংস্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।
সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ চণ্ডী, মধুকৈটভ বধ।

"আমি মার দাসী ভাবে, সখী ভাবে দুই বৎসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তান ভাব,—স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন মনে করি।

"মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে; বাঙ্গালা দেশে যাঁতি থাকে; অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন ক'র্‌বে। এটি বীরভাব। আমি বীর ভাবে পূজা করি নাই। আমার সন্তান ভাব।

"কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই,—বর বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।"

[দর্শনের পর ঐশ্বর্য্য ভুল হয়—নানা জ্ঞান, অপরা বিদ্যা—
Religion and Science, সাত্ত্বিক ও রাজসিক জ্ঞান]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য্য, ভুল হয়ে যায়; তাঁকে দেখলে তার ঐশ্বর্য্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হ'য়ে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। নরেন্দ্রকে দেখলে 'তোর নাম কি, তোর বাড়ী কোথা' এ সব জিজ্ঞাসা দরকার হয় না। জিজ্ঞাসা করবার অবসর কই? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্লে, 'ভাই, আমি বার তিথি নক্ষত্র এ সব কিছুই জানি না, আমি এক রাম চিন্তা করি'।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ৺বিজয়াদিবসে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। বেলা ৯টা হইবে;—ছোট খাটটীতে বিশ্রাম করিতেছেন, মেজেতে মণি বসিয়া আছেন; তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ বিজয়া; রবিবার, ২২শে অক্টোবর ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ; আশ্বিন শুক্লা দশমী তিথি। আজকাল রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ

মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার ভাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও হাজরা মহাশয় বাস করিতেছেন। রাম, মনমোহন, সুরেশ, মাষ্টার, বলরাম ইহারাও প্রায় প্রতি সপ্তাহে—ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। বাবুরাম সবে দু' একবার দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার পূজার ছুটী হয়েছে?

মণি—আজ্ঞা হাঁ। আমি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়ীতে প্রত্যহ গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল কি গো।

মণি—দুর্গা পূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি।

মণি—**কেশব সেনের** বাড়ীতে রোজ সকালে উপাসনা হয়, দশটা এগারটা পর্য্যন্ত। সেই উপাসনার সময়ে তিনি দুর্গা পূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বল্লেন, যদি মাকে পাওয়া যায়—যদি মা দুর্গাকে কেউ হৃদয়মন্দিরে আন্‌তে পারে—তা হলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্ত্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি, এ সব আপনি হয়ে যায়,—মা যদি আসেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ]

শ্রীযুক্ত ঠাকুর সকল বিবরণ শুনিলেন ও মাঝে মাঝে কেশবের উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিতেছেন,—**তুমি এখানে ওখানে যেওনা—এইখানেই আসবে।**

"যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আস্‌বে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা আমার অন্তরঙ্গ। এরা সামান্য নয়। তুমি এদের একদিন খাইও। নরেন্দ্রকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?

মণি—আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ নরেন্দ্রের কত গুণ—গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায়;—আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না;—ছেলাবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন। [ঠাকুর মণির সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

[সাকার না নিরাকার—চিণ্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যান—মাতৃধ্যান]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার আজকাল ঈশ্বর চিন্তা কিরূপ হচ্ছে? তোমার সাকার ভাল লাগে,—না নিরাকার?

মণি—আজ্ঞা সাকারে এখন মন যায় না। আবার নিরাকারে কিন্তু মন স্থির কর্‌তে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ্‌লে? নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। প্রথম প্রথম সাকার ত বেশ।

মণি—মাটীর এই সব মূর্ত্তি চিন্তা করা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? **চিণ্ময়ী মূর্ত্তি**।

মণি—আজ্ঞা; তা হলেও ত হাত পা ভাব্‌তে হবে?—কিন্তু এও ভাবছি যে প্রথমাবস্থায় রূপ চিন্তা না করলে মন স্থির হবে না—আপনি বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তিনি নানারূপ ধর্ত্তে পারেন। নিজের মার রূপ কি ধ্যান কর্ত্তে পারা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ **হাঁ তিনি (মা) গুরু,—আর ব্রহ্মময়ী স্বরূপা**। [মণি চুপ করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

মণি—আজ্ঞা, নিরাকারে কি রকম দেখা যায়?—ও কি বর্ণনা করা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু চিন্তা করিয়া)—ও কিরূপ জান?—

এই কথা বলিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তৎপরে সাকার নিরাকার দর্শন কিরূপ অনুভূতি হয়, একটি কথা বলিয়া দিলেন। আবার ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান এটী ঠিক্ বুঝতে সাধন চাই। ঘরের ভিতরের রত্ন যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তা হ'লে পরিশ্রম ক'রে চাবি এনে দরজার তালা খুল্‌তে হয়। তারপর রত্ন বার করে আন্‌তে হয়। তা না হ'লে তালা দেওয়া ঘর—দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি, 'ঐ আমি দরজা খুললুম্, সিন্দুকের তালা ভাঙ্গলুম—ঐ রত্ন বার করলুম।" শুধু দাঁড়িয়ে ভাব্‌লে ত হয় না। সাধন করা চাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বর—সকলই পন্থা—শ্রীবৃন্দাবন দর্শন

[জ্ঞানীর মতে অসংখ্য অবতার। কুটীচক। তীর্থ কেন ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব কর্‌ছেন, তুমি **পূর্ণ ব্রহ্ম**; কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বল্লেন, আমি পূর্ণ ব্রহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা যায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তুমি কি দেখছ ? অর্জ্জুন বল্লে, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি;—তাতে থোলো থোলো কালো জামের মত ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বল্লেন, আরো কাছে এসে দেখ দেখি, ও থোলো থোলো কালো ফল নয়;—থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে আমার মত। অর্থাৎ সেই **পূর্ণ ব্রহ্মরূপ** বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।

"কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক্ ছিল। কৃষ্ণের কথায় কবীর দাস বলত,—ওঁকে কি ভ'জব ?—গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন। (সহাস্যে) **আমি সাকার বাদীর কাছে সাকার, আবার, নিরাকার বাদীর কাছে নিরাকার।**

মণি (সহাস্যে)—যাঁর কথা হচ্ছে তিনি (ঈশ্বর) ও যেমন অনন্ত, **আপনি ও তেমনি অনন্ত।—আপনার অন্ত পাওয়া যায় না।**

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি বুঝে ফেলেছ!--কি জান—সব ধর্ম্ম একবার ক'রে নিতে হয়। সব পথ দিয়ে চলে আস্‌তে হয়। খেলার ঘুঁটী সব ঘর না পার হ'লে কি চিকে উঠে ?—ঘুঁটী যখন চিকে উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না।

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যোগী দুই প্রকার,—বহুদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে—যার মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাকে বহুদক বলে। যে যোগী সব ঘুরে মন স্থির করেছে,—যার শান্তি হয়ে গেছে—সে এক যায়গায় আসন করে ব'সে—আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ।

তার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায় সে কেবল **উদ্দীপনের জন্য।**

"আমায় সব ধর্ম্ম একবার ক'রে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আস্‌তে হয়েছে। **দেখলাম সেই এক ঈশ্বর,** তাঁর কাছেই সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

"তীর্থে গেলাম তা এক একবার ভারি কষ্ট হ'ত। কাশীতে সেজ বাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখী তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে!—টাকা, জমি এই সব কথা। কথা শুনে আমি কাঁদাতে লাগলাম। বল্‌লাম, মা কোথায় আন্‌লি! দক্ষিণেশ্বরে যে আমি বেশ ছিলাম। পইরাগে দেখ্‌লাম,—সেই পুকুর, সেই দূর্ব্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুল পাতা! কেবল তফাৎ পশ্চিমে লোকের ভুষির মত বাহ্যে। (ঠাকুর ও মণির হাস্য।)

"তবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। মথুরবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম। মথুরবাবুর বাড়ীর মেয়েরাও ছিল,—হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হ'ত,—আমি বিহ্বল হ'য়ে যেতাম!—হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটির মতন নাওয়াত।

"**যমুনার** তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হ'তে গরু সব ফিরে আস্‌ত। দেখ্‌বামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ল, উন্মত্তের ন্যায় আমি দৌড়তে লাগলাম,—'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই' এই বল্‌তে বল্‌তে।

"পাল্কী ক'রে শ্যামকুণ্ড **রাধাকুণ্ডের** পথে যাচ্ছি, গোবর্দ্ধন দেখ্‌তে নাম্‌লাম; গোবর্দ্ধন দেখ্‌বামাত্রই একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্দ্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লুম।—আর বাহ্যশূন্য হ'য়ে গেলাম। তখন ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পথে সেই মাঠ, আর গাছ পালা পাখী হরিণ—এই সব দেখে বিহ্বল হ'য়ে গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগ্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল, কৃষ্ণরে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। পাল্কীর ভিতরে বসে, কিন্তু একবার একটী কথা কহিবার শক্তি নাই,—চুপ করে বসে! হৃদে পাল্কীর পিছনে আস্‌ছিল। বেয়ারাদের বলে দিছ্‌লো 'খুব হুঁসিয়ার'!

"গঙ্গামায়ী বড় যত্ন ক'র্‌ত। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে, ব'ল্‌তো—ইনি সাক্ষাৎ রাধা দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় 'দুলালী' বলে ডাক্‌তো! তাকে পেলে আমার খাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া, সব ভুল হ'য়ে যেত। হৃদে এক এক দিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত;—সেও খাবার জিনিষ ত'য়ের করে খাওয়াত।

"গঙ্গামায়ীর ভাব হ'ত। তার ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা হ'ত। ভাবেতে এক দিন হৃদের কাঁধে চড়েছিল।

"গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিক ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব;—গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হ'বে, আমার বিছানা ওদিকে হ'বে। সব ঠিক ঠাক। হৃদে তখন বল্লে, তোমার এত পেটের অসুখ—কে দেখ্‌বে। গঙ্গামায়ী বল্লে, কেন, আমি দেখবো, সেবা ক'রবো। হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক হাত ধরে টানে—এমন সময়ে মাকে মনে পড়্‌ল!—মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালী-বাড়ীর ন'বতে। আর থাকা হ'ল না। তখন বল্‌লাম,—না, আমায় যেতে হবে!

"বৃন্দাবনের বেশ ভাবটী। নূতন যাত্রী গেলে ব্রজ বালকেরা বল্‌তে থাকে, "হরি বোলো, গাঁঠ্‌রী খোলো।"

বেলা এগারটার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নে একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটাইতেছেন,—কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রণব ধ্বনি বা 'হা চৈতন্য!' এই নাম, উচ্চারণ করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যার আরতি হইল। আজ বিজয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ কালী ঘরে আসিয়াছেন; মাকে প্রণামের পর ভক্তেরা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রামলাল মা কালীর আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'ও রামনেলো! কই রে!'

মা কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসাদ স্পর্শ করিবেন—সেইজন্য রামলালকে ডাকিতেছেন। আর আর ভক্তদের সকলকে একটু একটু দিতে বলিতেছেন।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বলরামাদি সঙ্গে—বলরামকে শিক্ষা

[লক্ষণ—সত্য কথা—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়—কামিনীকাঞ্চনই মায়া']

মঙ্গলবার অপরাহ্ন, ২৪শে অক্টোবর। বেলা ৩টা ৪টা হইবে। ঠাকুর খাবারের তাকের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। বলরাম ও মাষ্টার কলিকাতা হইতে এক গাড়ীতে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম করিয়া বসিলে ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—তাকের উপরে থাবার নিতে গিছিলাম, থাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিক্‌টিকী পড়েছে,—আর অম্‌নি ছেড়ে দিইছি। (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো, ও সব মানতে হয়। এই দেখ না, রাখালের অসুখ; আমারো হাত পা কামড়াচ্ছে। হ'ল কি জান? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্য)! হাঁ গো, লক্ষণ দেখ্‌তে হয়। সেদিন নরেন্দ্র এক কানা ছেলে এনেছিল, তার বন্ধু; চক্ষুটা সব কানা নয়; যা হ'ক আমি ভাবলুম এ আবার কি ঘটালে!

"আর একজন আসে, আমি তার জিনিষ খেতে পারি না। সে আফিসে কর্ম্ম করে, তার ২০৲ টাকা মাহিনা আর ২০৲ টাকা কি মিথ্যা (bill) লিখিয়ে পায়। মিথ্যা কথা কয় ব'লে, সে এলে বড় কথা কই না। হয়'ত দু'চার দিন আফিস গেল না, এই খানে পড়ে রইল। কি জানো, মতলব যে যদি কারুকে বলে কয়ে দেয় তাহ'লে অন্য যায়গায় কর্ম্ম কাজ হয়।"

বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণব বংশ। বলরামের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন;—পরম বৈষ্ণব। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্ব্বদাই হরি নামের মালা, জপ করিতেছেন। ইহাদের উড়িষ্যায় অনেক জমিদারী আছে। আর কোঠারে, শ্রীবৃন্দাবনে, ও অন্যান্য অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা আছে ও অথিতিশালা আছে। বলরাম নূতন আসিতেছেন ঠাকুর গল্পচ্ছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে দিন অমুক এসেছিল ; শুনেছি নাকি ঐ কালো মাগ্‌টার গোলাম!—ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না?—কামিনীকাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে সেদিন ও কথাটা বল্লে যে—আমার বাবার কাছে একজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুঁকড়ো রেঁধে খাওয়ালেন। (বলরামের হাস্য)। 'আমার অবস্থা' এখন মাছের ঝোল আর প্রসাদ হ'লে একটু খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না,—তবে আঙ্গুলে করে একটু চাখি, পাছে মা রাগ করেন (সকলের হাস্য)।

[পূর্ব্বকথা—বর্দ্ধমান পথে দেশযাত্রা—নকুড় আচার্য্যের—গান শ্রবণ]

"আচ্ছা, আমার একি অবস্থা বল দেখি। ওদেশে যাচ্ছি বর্দ্ধমান থেকে নেমে; আমি গরুর গাড়ীতে বসে,—এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ীর সঙ্গে কো'থেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বল্লে, এরা ডাকাত!—আমি তখন ঈশ্বরের নাম কর্‌তে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি কখনও কালী কালী,—কখনও হনুমান হনুমান, সব রকমই বল্‌ছি এ কি রকম বল দেখি!"

ঠাকুর এই কথা কি বলিতেছেন যে এক ঈশ্বর তার অসংখ্য নাম, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করিয়া মরে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)—**কামিনীকাঞ্চনই মায়া।** ওর ভিতর অনেকদিন থাক্‌লে হুঁস চলে যায়,—মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভার বয়;—বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

(মাষ্টারের প্রতি)—ওতে লজ্জা ক'রতে নাই। 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।'

"এদেশে বেশ কীর্ত্তন গান হয়,—খোল নিয়ে কীর্ত্তন। নকুড় আচার্য্যের গান চমৎকার! তোমাদের বৃন্দাবনে সেবা আছে?"

বলরাম—আজ্ঞে হাঁ। একটী কুঞ্জ আছে,—শ্যামসুন্দরের সেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বৃন্দাবনে গি'ছলাম। নিধুবন বেশ স্থানটী।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা রাজপথে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছেন। সঙ্গে রামলাল ও দু একটী ভক্ত। ফটক হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন চারিটী ফজলি আম হাতে করিয়া মণি পদব্রজে আসিতেছেন। মণিকে দেখিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন। মণি গাড়ীর উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

শনিবার ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ; আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ; বেলা চারিটা। ঠাকুর অধরের বাড়ী যাইবেন; তৎপরে শ্রীযুত যদু মল্লিকের বাটী; সর্ব্বশেষে ৺খেলাৎ ঘোষের বাটী যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যে)—তুমিও এস না,—আমরা অধরের বাড়ী যাচ্ছি। মণি যে আজ্ঞা বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

মণি ইংরাজী পড়িয়াছিলেন, তাই সংস্কার মানিতেন না; কিন্তু কয়েক দিন হইল ঠাকুরের নিকটে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে অধরের সংস্কার ছিল তাই তিনি অত তাঁহাকে ভক্তি করেন। বাটীতে ফিরিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে সংস্কার সম্বন্ধে এখনও তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। তাই ঐ কথা বলিবার জন্যই আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা; অধরকে তোমার কিরূপ মনে হয়।

মণি—আজ্ঞে, তাঁর খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি করে।

মণি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন; এইবার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের কথা উত্থাপন করিতেছেন।

[কিছু বুঝা যায় না—অতি গুহ্যকথা]

মণি—আমার "পূর্ব্বজন্ম" ও "সংস্কার" এ সব তাতে তেমন বিশ্বাস নাই; এতে কি আমার ভক্তির কিছু হানি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সৃষ্টিতে সবই হ'তে পারে এই বিশ্বাস থাকলেই হ'ল; আমি যা ভাবছি—তাই সত্য; আর সকলের মত মিথ্যা, এরূপ ভাব আসতে দিও না। তারপর তিনিই বুঝিয়ে দিবেন।

"তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ও সব বুঝতে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে। তাই ওসব চিন্তা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি; হনুমান বলেছিল,—'আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, কেবল এক **রাম** চিন্তা করি।'

"তাঁর কাণ্ড কি কিছু বুঝা যায় গা! কাছে তিনি—অথচ বোঝবার যো নাই; বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না।"

মণি—আজ্ঞে হাঁ! আপনি ভীষ্মদেবের কথা যেমন বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ, কি বলেছিলাম বল দেখি।

মণি—**ভীষ্মদেব** শরশয্যায় কাঁদ্‌ছিলেন; পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন, ভাই, একি আশ্চর্য্য! পিতামহ এত জ্ঞানী. অথচ মৃত্যু ভেবে কাঁদ্‌ছেন! শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না, কেন কাঁদ্‌ছেন। ভীষ্মদেব ব'ললেন, এই ভেবে কাঁদ্‌ছি যে ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝতে পারলাম না। হে কৃষ্ণ, তুমি এই পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছো, পদে পদে রক্ষা ক'রছ, তবু এদের বিপদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন—কিছু জানতে দেন না। **কামিনী কাঞ্চন মায়া**। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার) দেখালেন; হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামার পুকুরের) একটী পুকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জলপান ক'র্‌লে। জলটী স্ফটিকের মত। দেখালে যে সেই **সচ্চিদানন্দ** মায়ারূপ পানাতে ঢাকা;—যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।

"শুন,—তোমায় অতি **গুহ্য কথা** ব'লছি! ঝাউতলার দিকে বাহ্যে

ক'রতে ক'রতে দেখলাম—চোর কুঠরীর দরজার মত একটা সামনে ; কুঠরীর ভিতর কি আছে দেখতে পাচ্চি না। আমি নরুণ দিয়ে ছেঁদা ক'রতে লাগলাম কিন্তু পারলুম না ; ছেঁদা করি কিন্তু আবার পুরে আসে! তার পর একবার এতখানি ছেঁদা হ'ল।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এইবার আবার কথা কহিতেছেন—"এ সব বড় উঁচু কথা—ঐ দেখ আমার মুখ কে যেন চেপে ধ'রছে। যোনিতে বাস স্বচক্ষে দেখলাম!—কুকুর কুকুরীর মৈথুন সময়ে দেখেছিলাম।

"তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক একবার দেখি ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিল্ বিল্ ক'রছে!"

গাড়ী শোভাবাজারের চৌমাথায় দরমাহাটার নিকট উপস্থিত হইল। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

"এক একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে,—সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে।

"কিন্তু এত ত দেখা হ'চ্চে,—আমার কিন্তু অভিমান হয় না।"

মণি (সহাস্যে)—আপনার আবার অভিমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়!

মণি—গ্রীস দেশে একটী লোক ছিলেন, তাঁহার নাম সক্রেটীস্। দৈববাণী হয়েছিল যে সকল লোকের মধ্যে তিনি জ্ঞানী। সে ব্যক্তি অবাক হয়ে গেল। তখন নির্জ্জনে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বুঝতে পারলে। তখন সে বন্ধুদের বল্লে আমিই কেবল বুঝেছি, যে আমি কিছুই জানি না ; কিন্তু অন্যান্য সকল লোকে বল্‌চে, 'আমাদের বেশ জ্ঞান হয়েছে।' কিন্তু বস্তুতঃ সকলেই অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি এক একবার ভাবি যে আমি কি জানি যে এত লোকে আসে! বৈষ্ণব চরণ খুব পণ্ডিত ছিল। সে বল্‌তো, তুমি যে সব কথা বল সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন আসি জানো? তোমার মুখে সেইগুলি শুনতে আসি।

মণি—সব কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে। নবদ্বীপ গোস্বামীও সে দিন

পেনেটীতে সেই কথা বল্‌ছিলেন। আপনি বল্লেন, যে 'গীতা গীতা' বল্‌তে বল্‌তে 'ত্যাগী ত্যাগী' হয়ে যায়। বস্তুতঃ 'ত্যাগী' হয়; কিন্তু নবদ্বীপ গোস্বামী বল্‌লেন 'তাগী' মানেও যা 'ত্যাগী' মানেও তা; তগ্‌ ধাতু একটা আছে তাই থেকে 'তাগী' হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সঙ্গে কি আর কারু মেলে? কোনো পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে?

মণি—**আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন**;—যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, রামলালাদিকে)—ওরে বলে কিরে!

ঠাকুরের হাস্য আর থামে না। অবশেষে বলিতেছেন—মাইরি বলছি আমার যদি একটুও অভিমান হয়।

মণি—বিদ্যাতে একটা উপকার হয়, এইটী বোধ হয় যে আমি কিছু জানি না—আর আমি কিছুই নই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক্ ঠিক্। আমি কিছুই নই—আমি কিছুই নই!—আচ্ছা তোমার ইংরাজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে?

মণি—ওদের নিয়ম অনুসারে নূতন আবিষ্ক্রিয়া (Discovery) হ'তে পারে; ইউরেনাস (Uranus) গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে দূরবীন দিয়ে সন্ধান করে দেখ্‌লে যে নূতন একটী গ্রহ (Neptune) জ্বল জ্বল করছে। আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হয় বটে।

গাড়ী চলিতেছে,—প্রায় অধরের বাড়ীর নিকট আসিল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন—

সত্যতে থাকবে, তা হলেই ঈশ্বর লাভ হবে।

মণি—আর একটী কথা আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন; হে ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ কোরো না!—আমি তোমায় চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ; **ঐটী আন্তরিক বল্‌তে হবে।**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত অধরসেনের বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ী আসিয়াছেন। রামলাল, মাষ্টার, অধর আর অন্য অন্য ভক্ত তাঁহার কাছে অধরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। পাড়ার দু চারিটী লোক ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। রাখালের পিতা কলিকাতায় আছেন,—রাখাল সেইখানেই আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)—কৈ রাখালকে খবর দাও নাই ?

অধর—আজ্ঞে হাঁ, তাঁকে খবর দিয়াছি।

রাখালের জন্য ঠাকুরকে ব্যস্ত দেখিয়া অধর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাখালকে আনিতে একটী লোক সঙ্গে নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন জন্য অধর ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পূর্ব্বে কিছু ঠিক ছিল না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন।

অধর—আপনি অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম,—এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া, সহাস্যে)—বল কি গো !

সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর যোড়হস্তে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে বুঝি মূলমন্ত্র জপ করিলেন। তৎপরে মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, **গোবিন্দ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ, হরিবোল ! হরিবোল !** নাম করিতেছেন আর যেন মধু বর্ষণ হইতেছে ! ভক্তেরা অবাক হইয়া সেই নাম সুধা পান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল এইবার গান গাহিতেছেন—

ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্য বিনোদিনী।
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণত্রয় বিভাগিনী গুণভেদ মহামন্ত্রে।

আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মহলার, বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনী।
বিশুদ্ধ হিল্লোলসুরে, কর্ণাকট আজ্ঞাপুরে,
তান লয় মান সুরে, তিন গ্রাম সঞ্চারিণী।
মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধকর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী।

রামলাল আবার গাইলেন—

ভবদারা ভয়হারা নাম শুনেছি তোমার,
তাইতে এবার দিয়েছি ভার তারো তারো না তারো মা।
তুমি মা ব্রহ্মাণ্ডধারী, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিকে,
কে জানে তোমারে তুমি কালী কি রাধিকে;
ঘটে ঘটে তুমি ঘটে আছ গো জননী, মূলাধার কমলে থাক মা কুল কুণ্ডলিনী।
তদূর্দ্ধেতে আছে মাগো নামে স্বাধিষ্ঠান, চতুর্দ্দল পদ্মে তথায় আছ অধিষ্ঠান।
চতুর্দ্দলে থাক তুমি কুলকুণ্ডলিনী, ষড়দল বজ্রাসনে বস মা আপনি।
তদূর্দ্ধেতে নাভিস্থান মা মণিপুর কয়, নীলবর্ণের দশদল পদ্ম যে তথায়,
সুষুম্নার পথ দিয়ে এসো গো জননী, কমলে কমলে থাক কমলে কামিনী।
তদূর্দ্ধেতে আছে মাগো সুধা সরোবর, রক্তবর্ণের দাদ্বশদল পদ্ম মনোহর,
পাদপদ্ম দিয়ে যদি এ পদ্ম প্রকাশ (মা) হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ।
তদূর্দ্ধেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল, ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল।
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজে আকাশ, সেই পদ্ম রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।
তদূর্দ্ধে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদল পদ্ম, সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ।
মন যে মানে না আমার মন ভাল নয়, দ্বিদলে বসিয়া রঙ্গ দেখয়ে সদায়।
তদূর্দ্ধে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর, সহস্রদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর।
তথায় পরম শিব আছেন আপনি, সেই শিবের কাছে সব শিবে মা আপনি।
তুমি আদ্যাশক্তি মা জিতেন্দ্রীয় নারী, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্র কুমারী।
হর শক্তি হর শক্তি সুদনের এবার, যেন না আসিতে হয় মা ভব পারাবার।
তুমি আদ্যাশক্তি মাগো তুমি পঞ্চতত্ত্ব, কে জানে তোমারে তুমি তুমিই তত্ত্বাতীত।
ওমা ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি সে সাকার, পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার।

[নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন—ষড়চক্র ভেদ—নাদভেদ ও সমাধি]

শ্রীযুক্ত রামলাল যখন গাহিতেছেন—

"তদূর্দ্ধেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল, ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল,
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ, সেই পদ্ম রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।"—

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন ;—

"এই শুন, এরই নাম নিরাকার **সচ্চিদানন্দ দর্শন**। বিশুদ্ধচক্র ভেদ হলে '**সকলি আকাশ**'।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই মায়া জীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌঁছান যায়। নাদ ভেদ হলে তবে **সমাধি** হয়। ওঁকার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয় আর সমাধি হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যদুমল্লিকের বাড়ী সিংহবাহিনী সম্মুখে—"সমাধি-মন্দিরে"

অধরের বাটীতে অধর ঠাকুরকে ফল মূল মিষ্টান্নাদি দিয়া সেবা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আজ যদু মল্লিকের বাড়ী যাইতে হইবে।

ঠাকুর ৺যদুমল্লিকের বাটী আসিয়াছেন। আজ আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ ; রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। যে ঘরে ৺সিংহবাহিনীর নিত্যসেবা হইতেছে ঠাকুর সেই ঘরে ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মা সচন্দন পুষ্প ও পুষ্প মালা দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন। সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট। প্রতিমার সম্মুখে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে এক জনকে ঠাকুর টাকা দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন। কেন না ঠাকুরের কাছে আসিলে কিছু প্রণামী দিতে হয়।

ঠাকুর সিংহবাহিনীর সম্মুখে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে ভক্তগণ হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিতেছেন।

কি আশ্চর্য্য দর্শন করিতে করিতে **একেবারে সমাধিস্থ।** প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। নয়ন পলকশূন্য!

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন, **মা আসি গো!**

কিন্তু চলিতে পারিতেছেন না;—সেই এক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন রামলালকে বলিতেছেন,—'তুমি ঐটী গাও,—তবে আমি ভাল হব'। রামলাল গাহিতেছেন,—**ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।**

গান সমাপ্ত হইল

এইবার ঠাকুর বৈঠকখানার দিকে আসিতেছেন— ভক্তসঙ্গে। আসবার সময় মাঝে একবার বলিতেছেন,—**মা আমার হৃদয়ে থাক মা।**

শ্রীযুক্ত যদুমল্লিক স্বজনসঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া। ঠাকুর ভাবেই আছেন, আসিয়া গাহিতেছেন,—শ্রীকথামৃত, প্রথম ভাগ।

আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না।

গান সমাপ্ত হইলে আবার ভাবোন্মত্ত হইয়া যদুকে বলিতেছেন, "কি বাবু, কি গাইব? 'মা আমি কি আটাসে ছেলে'—এই গানটী কি গাইব? এই বলিয়া ঠাকুর গাহিতেছেন,—

মা আমি কি আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ শিব ধরেন যা হৃদ্‌কমলে।
আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সই রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল চালে॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে॥

ভাব একটু উপশম হইলে বলিতেছেন, "আমি মার প্রসাদ খাব।"

৺সিংহবাহিনীর প্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত যদুমল্লিক বসিয়া আছেন। কাছে কেদারায় কতকগুলি বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি মোসাহেবও আছেন।

যদুমল্লিকের দিকে সম্মুখ করিয়া ঠাকুর চেয়ারে বসিয়াছেন ও সহাস্যে কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের সঙ্গী ভক্ত কেউ কেউ পাশের ঘরে; মাষ্টার ও দুই একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—অচ্ছা, তুমি ভাঁড় রাখ কেন ?

যদু (সহাস্যে)—ভাঁড় হলেই বা; তুমি উদ্ধার করবে না !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গঙ্গা মদের কুপোকে পারে না !

[সত্য কথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ—'পুরুষের এক কথা']

যদু ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, বাটীতে চণ্ডীর গান দিবেন। অনেকদিন হইয়া গেল চণ্ডীর গান কিন্তু হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৈ গো, চণ্ডীর গান ?

যদু—নানান্ কাজ ছিল তাই এত দিন হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি ! পুরুষ মানুষের এক কথা।

"পুরুষ কি বাত, হাতী কি দাঁত"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন, পুরুষের এক কথা, কি বল ?

যদু—(সহাস্যে)—তা বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি হিসাবী লোক। অনেক হিসাব করে কাজ কর,—বামুনের গড্ডী, খাবে কম, নাদবে বেশী, আর হুড় হুড় করে দুধ দেবে ! (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে যদুকে বলিতেছেন,—বুঝেছি, তুমি রামজীবনপুরের শীলের মত;—আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। তোমার—ঈশ্বরেতেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে।

ঠাকুর দু'একটি ভক্ত সঙ্গে যদুর বাটীতে ক্ষীর প্রসাদ—ফলমূল মিষ্টান্নাদি—খাইলেন। এইবার ৺খেলাত ঘোষের বাড়ী যাইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৺খেলাৎঘোষের বাটীতে শুভাগমন—বৈষ্ণবকে শিক্ষা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৺খেলাৎ ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন। রাত্রি ১০টা হইবে। বাটী ও বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গন চাঁদের আলোতে আলোকময় হইয়াছে। বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। সঙ্গে রামলাল, মাষ্টার, আর দু' একটি ভক্ত। বৃহৎ চকমিলান বৈঠকখানা বাড়ী; দ্বিতলায় উঠিয়া বারাণ্ডা দিয়া একবার দক্ষিণে অনেকটা গিয়া, তারপর পূর্ব্বদিকে আবার উত্তরাস্য হইয়া অনেকটা আসিয়া, অন্তঃপুরের দিকে যাইতে হয়।

ঐ দিকে আসিতে বোধ হইল যেন বাটিতে কেহ নাই; কেবল কতকগুলি বড় বড় ঘর ও সম্মুখে দীর্ঘ বারাণ্ডা পড়িয়া আছে।

ঠাকুরকে উত্তর-পূর্ব্বের একটি ঘরে বসান হইল; এখনও ভাবস্থ। বাটীর যে ভক্তটি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন তিনি আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বৈষ্ণব, অঙ্গে তিলকাদি ছাপ ও হাতে হরি নামের ঝুলি। লোকটী প্রাচীন। তিনি খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে গিয়া দর্শন করিতেন। কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা শাক্ত বা জ্ঞানীদিগের বড নিন্দা করিয়া থাকেন। ঠাকুর এবার কথা কহিতেছেন।

[ঠাকুরের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়। The Religion of Love.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভক্ত ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—আমার ধর্ম্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম্ম ভুল,—এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে God, কেউ বলে আল্লা; কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে;—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে water, আর এক ঘাটের লোক বলছে পাণি;—হিন্দু বলছে জল,

খ্রীষ্টান বল্‌ছে water, মুসলমান বল্‌ছে পাণি ;—কিন্তু বস্তু এক। **মত—পথ**। এক একটী ধর্ম্মের মত এক একটী পথ,—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়।

"বেদ পুরাণ তন্ত্রে, প্রতিপাদ্য একই **সচ্চিদানন্দ**। বেদে সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি)। তন্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব)। **সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব**।

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

বৈষ্ণবভক্ত—মহাশয়, ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন ?

[বৈষ্ণবকে শিক্ষা জীবন্মুক্ত কে ?—উত্তমভক্ত কে ?—ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ বোধ যদি থাকে তা হলে ত জীবন্মুক্ত। কিন্তু সকলের এটি বিশ্বাস নাই, কেবল মুখে বলে। ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছায় এ সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে ;—বিশ্বাস করে না।

"**বিষয়ীর ঈশ্বর** কেমন জান? খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া কর্‌তে কর্‌তে বলে, আমার ঈশ্বর আছেন।

"**সব্বাই কি তাঁকে ধ'রতে পারে?** তিনি ভাল লোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন—বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশী প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। সূর্য্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশী প্রকাশ ; আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেশী প্রকাশ।

"আবার ভক্তদের ভিতর থাক্ থাক্ আছে, উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত। গীতাতে এ সব আছে।" বৈষ্ণব—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর আছেন,—ঐ আকাশের ভিতর, অনেক দূরে। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে—প্রাণরূপে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছু দেখি ঈশ্বরের এক একটি রূপ। তিনিই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হ'য়েছেন,—তিনি ছাড়া আর কিছু নাই।

বৈষ্ণবভক্ত—এরূপ অবস্থা কি কারু হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে, দর্শন না কল্লে এরূপ অবস্থা হয় না কিন্তু দর্শন করেছে কি না তার লক্ষণ আছে। কখনও সে উন্মাদবৎ—হাসে কাঁদে নাচে গায়। কখনও বা বালকবৎ—পাঁচ বৎসরের বালকের অবস্থা! সরল, উদার, অহঙ্কার নাই, কোন জিনিষে আসক্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়; সদা আনন্দময়। কখনও পিশাচবৎ—শুচি অশুচি ভেদবুদ্ধি থাকে না, আচার অনাচার এক হয়ে যায়! কখনও বা জড়বৎ; কি যেন দেখেছে! তাই কোনরূপ কর্ম্ম করতে পারে না,—কোনরূপ চেষ্টা করতে পারে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা সমস্ত ইঙ্গিত করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভক্তের প্রতি)—'তুমি আর তোমার'—এইটী জ্ঞান। 'আমি আর আমার'—এইটী অজ্ঞান।

"হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা" এইটী জ্ঞান।—হে ঈশ্বর, তোমার সমস্ত'—দেহ, মন, গৃহ, পরিবার, জীব, জগৎ—এ সব তোমার, আমার কিছু নয়;—এইটীর নাম জ্ঞান।

"যে অজ্ঞান সেই বলে ঈশ্বর 'সেথায় সেথায়',—অনেক দূরে! যে জ্ঞানী, সে জানে ঈশ্বর 'হেথায় হেথায়'—অতি নিকটে, হৃদয়মধ্যে, অন্তর্য্যামী-রূপে আবার নিজে এক একটী রূপ ধরে রয়েছেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

[মণিমোহনকে শিক্ষা—ব্রহ্মদর্শনের লক্ষণ—ধ্যানযোগ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বসিয়া মশারির ভিতর ধ্যান করিতেছেন। রাত ৭টা ৮টা হইবে! মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন—ও তাঁহার একটী বন্ধু হরি বাবু। আজ সোমবার, ২০শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি।

আজ কাল এখানে হাজরা থাকেন; রাখাল প্রায়ই থাকেন,—কখন কখন অধরের বাড়ী গিয়া থাকেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, অধর, বলরাম, রাম, মনমোহন, মাষ্টার প্রভৃতি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসিয়া থাকেন।

হৃদয়, ঠাকুরের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। দেশে তাঁহার অসুখ শুনিয়া ঠাকুর বড়ই চিন্তিত। তাই একজন ভক্ত শ্রীযুক্ত রাম চাটুর্য্যের হাতে আজ দশটি টাকা দিয়াছেন হৃদয়কে পাঠাইতে। দিবার সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ভক্তটি একটি চুমকী ঘটী আনিয়াছেন;—ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, এখানকার জন্য একটী চুমকী ঘটি আনবে; ভক্তেরা জল খাবে।

মাষ্টারের বন্ধু হরিবাবুর প্রায় এগার বৎসর হইল পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। আর বিবাহ করেন নাই। মা, বাপ, ভাই ভগ্নী সকলি আছেন। তাঁদের উপর স্নেহ মমতা খুব করেন ও তাঁহাদের সেবা করেন। বয়ঃক্রম ২৮-২৯। ভক্তেরা আসিয়া বসিলেই ঠাকুর মশারি হইতে বাহির হইলেন। মাষ্টার প্রভৃতি সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের মশারি তুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন ও কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—মশারির ভিতর ধ্যান ক'র্‌ছিলাম। ভাবলাম, কেবল একটা রূপ কল্পনা বইত না; তাই ভাল লাগ্‌ল না। তিনি দপ্‌ ক'রে দেখিয়ে দেন ত হয়। আবার মনে ক'র্‌লাম, কেবা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ। আপনি বলেছেন যে তিনিই জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন;—যে ধ্যান কর্‌ছে সেও তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর তিনি না করালে ত আর হবে না। তিনি ধ্যান করালে তবেই ধ্যান হবে। তুমি কি বল?

মাষ্টার—আজ্ঞে, আপনার ভিতর 'আমি' নাই তাই এইরূপ হচ্ছে। যেখানে 'আমি' নাই সেখানে এরূপই অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু 'আমি দাস, সেবক, এটুকু থাকা ভাল। যেখানে 'আমি সব কাজ করছি' বোধ, সেখানে 'আমি দাস, তুমি প্রভু' এ ভাব খুব ভাল। সবই করা যাচ্ছে, সেব্য সেবক ভাবে থাকাই ভাল।

মণিমোহন পরব্রহ্ম কি ভাই সর্ব্বদা চিন্তা করেন। ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন অগ্নির

কোন রং নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ শক্তিরই গুণ। আগুনে যদি সাদা রং ফেলে দাও সাদা দেখাবে। যদি লাল রং ফেলে দাও লাল দেখাবে। যদি কাল রং ফেলে দাও তবে আগুণ কাল দেখাবে। ব্রহ্ম,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি ক'রে ক'রে যা বাকী থাকে আর যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম। একটি মেয়ের স্বামী এসেছে, অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না,—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা ক'রছে, ঐটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে ঐটি কি তোর বর?—সে আবার বলছে—না। আবার এক জনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর?—সে আবার বলছে—না! শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ঐটি তোর বর? তখন সে হাঁও বল্লে না, নাও বল্লে না;—কেবল একটু ফিক্ করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝ্লে যে ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্ম-জ্ঞান সেখানে চুপ।

[সৎসঙ্গ—গৃহীর কর্ত্তব্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আচ্ছা, আমি বকি কেন?

মণি—আপনি যেমন বলেছেন, পাকা ঘিয়ে যদি আবার কাঁচা লুচি পড়ে তবে আবার ছ্যাঁক্ কল্ কল্ করে। ভক্তদের চৈতন্য হবার জন্য আপনি কথা ক'ন।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত হাজরা মহাশয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সতের কি স্বভাব জান? সে কাহাকেও কষ্ট দেয় না—ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণে গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব—হয়ত বল্লে—আমি আলাদা বসবো! ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি থাক্লে বেতালে পা পড়ে না—কারুকে মিথ্যা কষ্ট দেয় না।

"আর অসতের সঙ্গ ভাল না। তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাক্তে হয়। গা বাঁচিয়ে চল্তে হয়। (মণির প্রতি) তুমি কি বল?"

মণি—আজ্ঞে, অসৎ সঙ্গে মনটা অনেক নেমে যায়। তবে আপনি বলেছেন, বীরের কথা আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি রূপ ?

মণি—কম আগুনে একটু কাঠ ঠেলে দিলে নিবে যায়। আগুন যখন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে তখন কলা গাছটাও ফেলে দিলে কিছু হয় না। কলা গাছ পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যায় !

ঠাকুর মাষ্টারের বন্ধু হরিবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মাষ্টার—ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এঁর অনেকদিন পত্নী বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি কর গা ?

মাষ্টার—এক রকম কিছুই করেন না। তবে বাড়ীর ভাই, ভগিনী, বাপ, মা—এদের খুব সেবা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে কি ? তুমি যে 'কুমড়োকাটা বড় ঠাকুর' হ'লে। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নয়। এক এক জন বাড়ীতে পুরুষ থাকে,—মেয়ে ছেলেদের নিয়ে রাত দিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে ব'সে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খায়; নিষ্কর্ম্মা হয়ে ব'সে থাকে। তবে বাড়ীর ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বড় ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দু-খানা করে দিবেন; তখন সে কুমড়োটা দু খানা করে দেয়; এই পর্য্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমড়োকাটা বড় ঠাকুর'।

"তুমি এও কর—ও ও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ কর। আর যখন একলা থাকবে তখন পড়বে ভক্তি শাস্ত্র,—শ্রীমদ্ভাগবৎ বা চৈতন্যচরিতামৃত,—এই সমস্ত পড়বে।"

রাত প্রায় দশটা হয়। এখনও ৺কালীঘর বন্ধ হয় নাই। মাষ্টার বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া রাম চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে প্রথমে ৺রাধাকান্তের মন্দিরে, পরে মা কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিলেন। চাঁদ উঠিয়াছে, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া,—প্রাঙ্গণ, মন্দিরশীর্ষ, অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন ঠাকুর খাইতে বসিতেছেন। দক্ষিণাস্যে বসিলেন। খাদ্যের মধ্যে একটু সুজির পায়েস আর দুই একখানি লুচি। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ও তাঁহার বন্ধু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আজই কলিকাতায় ফিরিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[গুরুশিষ্যসংবাদ—গুহ্যকথা]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরে ছোট খাট্‌টীতে বসিয়া মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। আজ শুক্রবার, ৭ই সেপ্‌টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ; ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী তিথি। রাত আন্দাজ ৭॥ সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে দিন কল্‌কাতায় গেলাম। গাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম, জীব সব নিম্নদৃষ্টি;—সবাইয়ের পেটের চিন্তা!—সব পেটের জন্য দৌড়চ্ছে! সকলেরই মন কামিনীকাঞ্চনে। তবে দুই একটী দেখলাম ঊর্দ্ধদৃষ্টি,—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

মণি—আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দেছে। ইংরাজদের অনুকরণ করতে গিয়ে লোকদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে। তাই অভাব বেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি মত?

মণি—ওরা নিরাকারবাদী!

[পূর্ব্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় অভেদ দর্শন। ইংরাজ, হিন্দু, অন্ত্যজজাতি ('depressed classes'), পশু, কীট, বিষ্ঠা, মূত্র, সর্ব্বভূতে এক চৈতন্য দর্শন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমাদের এখানেও ঐ মত আছে।

কিয়ৎকাল দুই জনেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর এইবার নিজের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি একদিন দেখলাম এক চৈতন্য অভেদ। প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ জীব জন্তু রয়েছে;—তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ,

মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দফরাস, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শান্‌কি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই শানকির ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল ; আমি একটু আস্বাদ ক'রলাম!

"আর এক দিন দেখালে বিষ্ঠা, মূত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন সব রকম খাবার জিনিষ,—সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটী আগুনের শিখার মত আস্বাদ করলে। যেন জিহ্বা লক্ লক্ ক'রতে ক'রতে সব জিনিষ একবার আস্বাদ করলে! বিষ্ঠা মূত্র সব আস্বাদ করলে! দেখালে যে **সব এক,—অভেদ**।"

[**পূর্ব্বকথা**—পার্ষদগণ দর্শন – ঠাকুর কি অবতার?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আবার একবার দেখালে যে এখানকার সব ভক্ত আছে—পার্ষদ—আপনার লোক। যাই আরতির শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তো অমনি কুঠীর ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করে ব'লতাম, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়!'——তোদের দেখবার জন্য আমার প্রাণ যায়'!

"আচ্ছা, আমার এই সব দর্শন বিষয়ে তোমার কিরূপ বোধ হয়?"

মণি—আপনি তাঁর বিলাসের স্থান!—এই বুঝেছি, আপনি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, জীবদের যেন তিনি কলে ফেলে তৈয়ার করেছেন, কিন্তু আপনাকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, হাজরা বলে, দর্শনের পর ষড়ৈশ্বর্য্য হয়।

মণি—যারা শুদ্ধা ভক্তি চায় তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দেখতে চায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বোধ হয় হাজরা আর জন্মে দরিদ্র ছিল তাই অত ঐশ্বর্য্য দেখতে চায়। হাজরা এখন আবার বলেছে, রাঁধুনি বামুনের সঙ্গে আমি কি কথা কই! আবার বলে, আমি খাজাঞ্চীকে বলে ঐ সব জিনিষ দেওয়াবো (মণির উচ্চহাস্য)!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও ঐসব কথা বলতে থাকে আর আমি চুপ করে থাকি;

[মানুষ-অবতার ভক্তের সহজে ধারণা হয়—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।]

মণি—আপনি ত অনেকবার বলে দিয়েছেন, যে শুদ্ধ ভক্ত সে ঐশ্বর্য্য দেখতে চায় না। যে শুদ্ধ ভক্ত সে ঈশ্বরকে গোপালভাবে দেখতে চায়।—প্রথমে

ঈশ্বর চুম্বুক পাথর হন আর ভক্ত ছুঁচ হন ;—শেষে ভক্তই চুম্বক পাথর হন আর ঈশ্বর ছুঁচ হন—অর্থাৎ ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্য। সে সূর্য্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়,—চক্ষু ঝল্‌সে যায় না,—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—তিনি ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন।

দুই জনে আবার চুপ করিয়া আছেন।

মণি—এ সব দর্শন ভাবি, কেন সত্য হবে না—যদি এ সব অসত্য হয় এ সংসার আরও অসত্য,—কেন না যন্ত্র মন একই। ও সব দর্শন শুদ্ধ মনে হচ্চে আর সংসারের বস্তু এই মনে দেখা হচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এবার দেখছি তোমার খুব অনিত্য বোধ হয়েছে। আচ্ছা, হাজরা কেমন বল।

মণি—ও এক রকমের লোক! (ঠাকুরের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আমার সঙ্গে আর কারু মেলে?

মণি—আজ্ঞে না। শ্রীরামকৃষ্ণ—কোন পরমহংসের সঙ্গে?

মণি—আজ্ঞে না। আপনার তুলনা নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—অচীনে গাছ শুনেছ?

মণি—আজ্ঞে না। শ্রীরামকৃষ্ণ—সে এক রকম গাছ আছে,—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।

মণি—আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার যো নাই।—আপনাকে যে যত বুঝবে সে ততই উন্নত হবে।

মণি চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর 'সূর্য্যোদয়ে সূর্য্য' আর 'অচীনে গাছ' এই সব কথা যা বললেন এরই নাম কি অবতার? এরই নাম কি নরলীলা? ঠাকুর কি অবতার? তাই পার্ষদদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কুঠীর ছাদে দাঁড়িয়ে ডাক্‌তেন,—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়?

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রতন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[শ্রীরামকৃষ্ণের এক চিন্তা ও এক কথা, ঈশ্বর—'না চাতুরী—চাতুরী']

শ্রীরামকৃষ্ণ ৺কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে ছোট খাট্‌টীতে বসিয়া আছেন; সহাস্যবদন। ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার আহার হইয়া গিয়াছে। বেলা ১টা ২টা হইবে।

আজ রবিবার। ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ভাদ্র শুক্লা সপ্তমী। ঘরের মেজেতে রাখাল, মাষ্টার, রতন বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল, শ্রীযুক্ত রাম-চাটুয্যে, শ্রীযুক্ত হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও বসিতেছেন। রতন শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাকুরকে ভক্তি করেন, ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। রতন বলিতেছেন, যদু মল্লিকের কলিকাতার বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা হবে।

রতন—আপনার যেতে হবে। তাঁরা ব'লে পাঠিয়েছেন, অমুক দিনে যাত্রা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ আমার য'াবার ইচ্ছা আছে। আহা! নীলকণ্ঠের কি ভক্তির সহিত গান!

একজন ভক্ত—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়। (রতনের প্রতি)—মনে কচ্ছি রাত্রে র'য়ে যাব!

রতন—তা বেশ ত।

রাম চাটুর্য্যে প্রভৃতি অনেকে খড়ম চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রতন—যদু বাবুর বাড়ীর ঠাকুরের সোণার খড়ম চুরি হয়েছে। তার জন্য বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়ে গেছে; থালা চালা হবে; সব্বাই বসে থাকবে, যে নিয়েছে তার দিকে থালা চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি রকম থালা চলে?—আপনি চলে?

রতন—না। হাত চাপা থাকে ।

ভক্ত—কি একটা হাতের কৌশল আছে—হাতের চাতুরী আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী। **"সা চাতুরী চাতুরী"** ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ভাব

কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুরের পূর্ব্ব পরিচিত। ইঁহারা তন্ত্রমতে সাধন করেন। পঞ্চমকার সাধন। ঠাকুর অন্তর্য্যামী তাহাদের সমস্ত ভাব বুঝিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন ধর্ম্মের নাম করিয়া পাপচারণ করেন; তাহাও শুনিয়াছেন। সে ব্যক্তি একজন বড় মানুষের ভ্রাতার বিধবার সহিত অবৈধ প্রণয় করিয়াছে, ও ধর্ম্মের নাম করিয়া তাহার সহিত পঞ্চমকার সাধন করে, ইহাও শুনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ভাব। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা বলিয়া জানেন—বেশ্যা পর্য্যন্ত!—আর ভগবতীর একএকটী রূপ বলিয়া জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—অচলানন্দ কোথায়? কালীকিঙ্কর সেদিন এসেছিল—আর একজন কি সিঙ্গি;—(মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)—অচলানন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তান ভাব।

আগন্তুক বাবুরা চুপ করিয়া আছেন; মুখে কোন কথা নাই।

[পূর্ব্বকথা—অচলানন্দের তান্ত্রিক সাধনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাক্‌তো। খুব কারণ ক'র্‌তো। আমার সন্তান ভাব শুনে শেষে জিদ্—জিদ্ ক'রে বল্‌তে লাগলো;—স্ত্রীলোক লয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মান্‌বে না? শিবের কলম মান্‌বে না? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে—বীরভাবেরও সাধন আছে'।

"আমি বললাম,—কে জানে বাপু আমার ও সব কিছুই ভাল লাগে না ;—আমার সন্তানভাব।

[পিতার কর্ত্তব্য—সিদ্ধাই ও পঞ্চমকারের নিন্দা]

'অচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিত না। আমায় বল্‌তো, 'ছেলে ঈশ্বর দেখবেন ;—এ সব ঈশ্বরেচ্ছা'। আমি শুনে চুপ ক'রে থাক্‌তাম। বলি ছেলেদের দ্যাখে কে? ছেলেপুলে পরিবার ত্যাগ ক'রেছি বলে, টাকা রোজগারের একটা ছুতা না করা হয়। লোকে ভাব্‌বে ইনি সব ত্যাগ ক'রেছেন ;—আর অনেক টাকা এসে পড়্‌বে।

"মোকদ্দমা জিতেবো, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেবো,—এই জন্য সাধন? এ ভারি হীন বুদ্ধির কথা!

টাকায় খাওয়া দাওয়া হয়; একটা থাকবার জায়গা হয়; ঠাকুরের সেবা হয়; সাধু ভক্তের সেবা হয়; সম্মুখে কেউ গরীব পড়্‌ল তার উপকার হয়। এই সব টাকার সদ্ব্যহার। ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য টাকা নয়। দেহের সুখের জন্য টাকা নয়। লোকমান্যর জন্য টাকা নয়।

"সিদ্ধাইয়ের জন্য লোক পঞ্চমকার তন্ত্রমতে সাধন করে। কিন্তু কি হীন-বুদ্ধি! কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, ভাই! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটা সিদ্ধি থাক্‌লে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে—কিন্তু আমায় পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না ;—মায়া থেকে আবার অহঙ্কার। কি হীন বুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোবা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হলো?—না মোকদ্দমা জেতা!

[দীর্ঘায়ু হবার জন্য হঠযোগ কি প্রয়োজন?]

"শরীর, টাকা, এ সব অনিত্য। এর জন্য,—এত কেন? দেখ না হঠ-যোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে এই দিকেই নজর! ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই! নেতি, ধৌতি,—কেবল পেট সাফ ক'র্‌ছেন! নল দিয়ে দুধ গ্রহণ ক'রছেন!

"একজন স্যাক্‌রা, তার তালুতে জীব উল্টে গিছলো; তখন তার জড় সমাধির মত হ'য়ে গেল।—আর নড়ে চড়ে না। অনেক দিন ঐ ভাবে ছিল; সকলে এসে পূজা ক'র্‌ত। কয়েক বৎসর পরে তার জিভ হঠাৎ সোজা হয়ে

গেল। তখন আগেকার মত চৈতন্য হ'ল; আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগ্‌ল! (সকলের হাস্য)।

"ও সব শরীরের কার্য্য. ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। শালগ্রামের ভাই (তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল)—বিরাশী রকম আসন জানত;—আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বোল্‌ত! কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনীকাঞ্চনে মন। দাওয়ান মদন ভট্টের কত হাজার টাকার একখানা নোট পড়ে ছিল। টাকার লোভে সে টপ্‌ করে খেয়ে ফেলেছে—গিলে ফেলেছে—পরে কোনও রূপে বার করবে। কিন্তু নোট আদায় হ'ল। শেষে তিন বৎসর মেয়াদ। আমি সরল বুদ্ধিতে ভাবতুম বুঝি বেশী এগিয়ে পড়েছে,—মাইরি বল্‌ছি!

[পূর্ব্বকথা—মহেন্দ্র পালের টাকা ফিরানো—ভগবতী তেলী, কর্ত্তাভজা, মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধনের নিন্দা]

"এখানে সিঁথির মহিন্দোর পাল পাঁচটী টাকা দিয়ে গিছ্‌লো—রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বল্‌লে আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, কেন দিয়েছে? রামলাল বল্লে, এখানের জন্য দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল যে দুধের দেনা রয়েছে না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একেবারে বুকের ভিতর বিল্লী আঁচড়াতে লাগল! তখন রামলালকে গিয়ে বললাম, কাকে দিয়েছে? তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে? রামলাল বল্লে, না আপনার জন্য দিয়েছে। তখন বল্লাম, না; এক্ষণি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়; তা না হলে আমার শান্তি হবে না।

"রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে আসে তবে হয়।

"ও দেশে ভগি তেলী, কর্ত্তাভজার দলের। ঐ মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন। একটী পুরুষ না হ'লে মেয়ে মানুষের সাধন ভজন হ'বে না। সেই পুরুষটীকে বলে 'রাগকৃষ্ণ'। তিনবার জিজ্ঞাসা করে; কৃষ্ণ পেয়েছিস? সে মেয়েমানুষটা তিনবার বলে, পেয়েছি।

"ভগি (ভগবতী) শূদ্র, তেলি। সকলে গিয়ে তার পায়ের ধূলো নিয়ে

নমস্কার ক'র্‌ত ; তখন জমীদারের বড় রাগ হলো। আমি তাকে দেখেছি। জমীদার একটা দুষ্ট লোক পাঠিয়ে দেয় তার পাল্লায় পড়ে তার আবার পেটে ছেলে হয়।

"একদিন একজন বড় মানুষ এসেছিল। আমায় বলে, মহাশয় এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে? আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললাম বাপু, সে আমি নই,—তোমার ভুল হয়েছে। সে অচলানন্দ।

"যার ঠিক্ ঠিক্ ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহ সুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য, আবার তপ জপ কি। এ সব অনিত্য, দিন দুই তিনের জন্য।"

আগন্তুক বাবুরা এইবার গাত্রোত্থান করিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, তবে আমরা আসি। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন ও মাষ্টারকে বলিতেছেন, "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" (সকলের হাস্য)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের উপর শ্রদ্ধার মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যে)—আচ্ছা, নরেন্দ্র কেমন।

মণি—আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, তার যেমন বিদ্যে তেমনি বুদ্ধি। আবার গাইতে বাজাতে। এদিকে জিতেন্দ্রিয় বলেছে বিয়ে ক'রবে না।

মণি—আপনি বলেছেন, যে পাপ পাপ মনে করে সেই পাপী হয়ে যায়। আর উঠতে পারে না। আমি ঈশ্বরের ছেলে,—এ বিশ্বাস থাক্‌লে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয়।

[পূর্ব্বকথা—কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস—হলধারীর পিতার বিশ্বাস]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বিশ্বাস!

"কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বোল্‌ত, একবার তাঁর নাম ক'রেছি আমার

আবার পাপ কি? আমি শুদ্ধ নির্ম্মল হয়ে গেছি। হলধারী ব'লেছিল, 'অজামিল আবার নারায়নের তপস্যায় গিছিল; তপস্যা না ক'রলে কি তাঁর কৃপা পাওয়া যায়। শুধু একবার নারায়ণ বল্লে কি হবে।" ঐ কথা শুনে কৃষ্ণকিশোরের যে রাগ! এই বাগানে ফুল তুলতে এসেছিল, হলধারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে না।

"হলধারীর বাপ ভারি ভক্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যখন মন্ত্র উচ্চারণ কোরত,—'রক্তবর্ণম্ চতুর্মুখম্' এই সব ধ্যান যখন কোরতো,—তখন চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়তো।

"একদিন এঁড়েদার ঘাটে একটী সাধু এসেছে। আমরা দেখতে যাব কথা হল। হলধারী বল্লে. সেই পঞ্চভূতের খোলটা দেখ্‌তে গিয়ে কি হবে? তার পরে সেই কথা কৃষ্ণকিশোর শুনে বলেছিল, কি! সাধুকে দর্শন করে কি হবে, এই কথা বল্লে!—যে কৃষ্ণ নাম করে, বা রাম নাম করে তার চিন্ময় দেহ হয়। আর সে সব চিন্ময় দেখে;—'চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম'। বলেছিল, একবার কৃষ্ণনাম কি একবার রাম নাম করলে শতবার সন্ধ্যার ফল পাওয়া যায়; তার একটি ছেলে যখন মারা গেল, প্রাণ যাবার সময় রামনাম বলেছিল। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, ও রাম বলেছে ওর আর ভাবনা কি! তবে মাঝে মাঝে এক একবার কাঁদতো। পুত্রশোক।

বৃন্দাবনে জলতৃষ্ণা পেয়েছে, মুচিকে বল্লে, তুই বল শিব। সে শিবনাম করে জল তুলে দিল—অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস!

"বিশ্বাস নাই অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করছে,—তাতে কিছুই হয় না। কি বল?"

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। যত রাজ্যের কথা। বিধবা পিসি ব'লছে—মা, দুর্গা পূজা আমি না হলে হয় না—শ্রীটি গড়া পর্য্যন্ত! বাটিতে বিয়ে থাওয়া হ'লে সব আমায় কর্ত্তে হবে মা,—তবে হবে। ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্য্যন্ত।

মণি—আজ্ঞে, এদেরি বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ছাদের উপর ঠাকুর ঘর ; নারায়ণ পূজা হচ্ছে। পূজার নৈবেদ্য, চন্দন ঘসা—এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটি নাই। কি রাঁধতে হবে,—আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না,—কাল অমুক ব্যঞ্জনটী বেশ হয়েছিল ! ও ছেলেটি আমার খুড়তুত ভাই হয় ;—হাঁরে তোর সে কর্ম্মটি আছে ?—আর আমি কেমন আছি !—আমার হরি নাই ! এই সব কথা। "দেখ দেখি ঠাকুর ঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্ত্তা।"

মণি—আজ্ঞে, বেশীর ভাগই এইরূপ। আপনি যেমন বলেন, ঈশ্বরে যার অনুরাগ তার অধিক দিন কি পূজা করতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিন্ময় রূপ কি ? ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিজ্ঞান ! ঈশ্বরই বস্তু !

ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন—

মণি—আজ্ঞে, তিনিই সব যদি হয়েছেন, এরূপ নানা ভাব কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিভুরূপে তিনি সর্ব্বভূতে আছেন, কিন্তু শক্তি বিশেষ। কোনখানে বিদ্যাশক্তি, কোনখানে অবিদ্যা শক্তি, কোনখানে বেশী শক্তি কোনও খানে কম শক্তি ; দেখ না মানুষের ভিতর ঠগ্, জুয়াচোর আছে, আবার বাঘের মত ভয়ানক লোকও আছে। আমি বলি, ঠগ্ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ।

মণি (সহাস্যে)—আজ্ঞা, তাদের দূর থেকে নমস্কার ক'রতে হয়। বাঘ নারায়ণকে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন ক'রলে খেয়ে ফেলবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি আর তাঁর শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি—বই আর কিছুই নাই। নারদ রামচন্দ্রকে স্তব ক'রতে ক'রতে বল্‌লে, হে রাম তুমিই শিব, সীতা ভগবতী ; তুমি ব্রহ্মা, সীতা ব্রহ্মাণী ; তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী ; তুমিই নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী ; পুরুষ বাচক যা কিছু আছে সব তুমি, স্ত্রী বাচক সব সীতা।

মণি—আর চিন্ময়রূপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু চিন্তা করিতেছেন। আস্তে আস্তে বলিতেছেন কি রকম জ্ঞান—যেমন জলের—এ সব সাধন করলে জানা যায়।

"**তুমি রূপে বিশ্বাস করো।** ব্রহ্মজ্ঞান হলে তবে অভেদ।—ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা শক্তি ভাবতে হয়, আর দাহিকা শক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। দুগ্ধ আর দুগ্ধের ধবলত্ব। জল আর তার হিম শক্তি।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শত পুত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বল্লেন, ভাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটী আহরণ করে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তার পর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।

মণি—অজ্ঞান জ্ঞান দুই ফেলে দিতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তাই **বিজ্ঞানের প্রয়োজন।**

"দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সুখ বোধ আছে, তার দুঃখ বোধ আছে! যার পুণ্য বোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে; যার শুচি বোধ আছে, তার অশুচি বোধ আছে, তার তুমি বোধও আছে।

"বিজ্ঞান—কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম **জ্ঞান।** সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম **বিজ্ঞান।** ঈশ্বর আছেন এইটী বোধে বোধ, তার নাম **জ্ঞান,** তাঁর সঙ্গে আলাপ তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হইয়াছেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।

এক মতে দর্শন হয় না—কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে। কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না—আর ফিরে খবর দেয় না।"

মণি—যেমন আপনি বলেন, মনুমেণ্টের উপরে উঠলে আর নীচের খবর থাকে না,—গাড়ী, ঘোড়া, মেম, সাহেব; বাড়ী, ঘর, দ্বার, দোকান, আফিস ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আজকাল কালীঘরে যাই না, কিছু অপরাধ হবে কি? নরেন্দ্র বোল্‌তো ইনি এখনও কালীঘরে যান!

মণি—আজ্ঞা, আপনার নূতন নূতন অবস্থা—আপনার আবার অপরাধ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা হৃদয়ের জন্য সেনকে ওরা বলেছিল, হৃদয়ের বড় অসুখ. আপনি তার জন্য দুই খান কাপড়, দুটি জামা আনবেন, আমরা তাকে দেশে (শিওড়ে) পাঠিয়ে দিব'। সেন এনেছিল দুটি টাকা! এ কি বল দেখি,—এত টাকা। কিন্তু এই দেওয়া! বল না!—

মণি—আজ্ঞা, যারা ঈশ্বরকে জানবার জন্য বেড়াচ্ছে, তারা এরূপ করতে পারে না; যাদের জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

সপ্তম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় নিমন্ত্রণ

[শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে শুভাগমন]

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে মঙ্গলারতির মধুর শব্দ শুনা যাইতেছে। সেই সঙ্গে প্রভাতীরাগে রসুনচৌকি বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি পটে চিত্রিত ছিল, এক এক করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারাণ্ডায় গিয়া ভাগীরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ ওখানে আছেন। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এখানে এখন আছেন। বাবুরাম গত রাত্রে আসিয়াছেন। মণি ঠাকুরের কাছে আজ চৌদ্দ দিন আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি; ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ সকাল সকাল ঠাকুর স্নানাদি করিয়া কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে ডাকিয়া বলিলেন, ঈশানের ওখানে আজ যেতে বলে গেছে। বাবুরাম যাবে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। মণি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শীতকাল। বেলা ৮টা, নহবতের কাছে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াল; ঠাকুরকে লইয়া যাইবে। চতুর্দ্দিকে ফুল গাছ, সম্মুখে ভাগীরথী; দিক সকল প্রসন্ন; শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন ও মার নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, মণি। তাঁহারা ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কাণঢাকা টুপি ও মসলার থলে সঙ্গে লইয়াছেন, কেন না শীতকাল, সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন; সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন।

বেলা ৯টা। গাড়ী কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে মেছুয়া বাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি ঈশানের বাড়ী জানিতেন। চৌমাথায় গাড়ীর মোড় ফিরাইয়া ঈশানের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতে বলিলেন।

ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাস্যবদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া নীচের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন।

পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের পুত্র শ্রীশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শ্রীশ এম্ এ, বি, এল পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন। Entrance ও F. A. পরীক্ষায় Universityর ফাষ্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি বিনয়, লোকে দেখিলে বোধ করে ইনি কিছুই জানেন না। হাত যোড় করিয়া শ্রীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মণি ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, এমন শান্ত প্রকৃতির লোক দেখি নাই।

[কর্ম্ম বন্ধনের মহৌষধ ও পাপকর্ম্ম—কর্ম্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীশের প্রতি)—তুমি কি কর গা ?

শ্রীশ—আজ্ঞা, আমি আলিপুরে বেরুচ্ছি। ওকালতি করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—এমন লোকের ওকালতি ? (শ্রীশের প্রতি)—আচ্ছা তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে ?

সংসারে অনাসক্ত হ'য়ে থাকা, কেমন ?

শ্রীশ—কিন্তু কাজের গতিকে সংসারে অন্যায় কত কর্‌তে হয়। কেউ পাপ কর্ম্ম ক'র্‌ছে, কেউ পুণ্যকর্ম্ম। এ সব কি আগেকার কর্ম্মের ফল, তাই কর্‌তে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম্ম কত দিন। যত দিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হ'লে সব যায়। তখন পাপপুণ্যের পার হয়ে যায়।

"ফল দেখা দিলে ফুল যায়। ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য।

"সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যত দিন ঈশ্বরের নাম ক'রতে রোমাঞ্চ আর চক্ষে জল না আসে। এ সকল অবস্থা ঈশ্বর লাভের লক্ষণ, ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি লাভের লক্ষণ।

"তাঁকে জানলে পাপ পুণ্যের পার হয়

"প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি,
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।

"তাঁর দিকে যত এগুবে, ততই তিনি কর্ম্ম কমিয়ে দিবেন। গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি ক্রমে ক্রমে কাজ কমিয়ে দেন। যখন দশ মাস হয়, তখন একবারে কাজ কমিয়ে দেন। সন্তান লাভ হলে সেইটিকে নিয়েই নাড়া-চাড়া সেইটিকে নিয়েই আনন্দ!"

শ্রীশ—সংসারে থাকতে থাকতে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।

[গৃহস্থ সংসারীকে শিক্ষা—অভ্যাসযোগ ও নির্জ্জনে সাধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? অভ্যাস যোগ? ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে ব্যাচে। তারা কত দিক সামলে কাজ করে, শোনো। ঢেঁকির পাট প'ড়ছে, হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের এসেছে; ঢেঁকি এদিকে প'ড়ছে, আবার খদ্দেদের সঙ্গে কথাও চলছে। খদ্দেরকে ব'লছে, তা'হলে তুমি যে ক'পয়সা ধার আছে, সে ক'পয়সা দিয়ে যেও; আর জিনিষ লয়ে যেও। দেখো,—ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি প'ড়ছে ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে ক'রছে। এরই নাম অভ্যাসযোগ। কিন্তু তার পনর আনায় মন ঢেঁকির পাটের উপর রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনা ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে, তাদের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্ব্বনাশ;—কালের হাতে প'ড়তে হবে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম্ম কর।

"জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে ত জ্ঞান লাভ ক'রতে হবে। সংসার রূপ জলে মন-রূপ দুধ রাখলে মিশে যাবে, তাই মন-রূপ দুধকে দই পেতে নির্জ্জনে মন্থন ক'রে—মাখন তুলে—সংসার-রূপ জলে রাখতে হয়।

তা হলেই হলো, সাধনের দরকার। প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনে থাকা বড় দরকার। অশ্বথ গাছ যখন চারা থাকে, তখন বেড়া দিতে হয়, তা না হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গুড়ি মোটা হলে বেড়া খুলে দেওয়া যায়। এমন কি হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হয় না।

"তাই প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যেতে হয়। সাধনের দরকার। ভাত খাবে; বসে বসে ব'লছো, কাঠে অগ্নি আছে, ঐ আগুনে ভাত রাঁধা হয়; তা বল্‌লে কি ভাত তৈয়ের হয়? আর একখানা কাঠ এনে কাঠে কাঠে ঘস্‌তে হয়; তবে আগুণ বেরোয়।

"সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আনন্দ হয়। খেলে না, কিছুই ক'র্‌লে না, বসে বসে ব'লছো, 'সিদ্ধি সিদ্ধি'! তাহলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয়?"

[ঈশ্বর লাভ—জীবনের উদ্দেশ্য—পরা ও অপরা বিদ্যা—'দুধ খাওয়া]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে। শুধু পণ্ডিত, বিবেক বৈরাগ্য নাই—তার কামিনী-কাঞ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

"যে বিদ্যা লাভ কর্‌লে তাঁহাকে জানা যায়, সে-ই বিদ্যা—আর সব মিছে। আচ্ছা, তোমার ঈশ্বর বিষয়ে কি ধারণা?"

শ্রীশ—আজ্ঞা, এইটুকু বোধ হয়েছে—একজন জ্ঞানময় পুরুষ আছেন; তাঁর সৃষ্টি দেখলে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই একটা কথা বলছি,—শীতপ্রধান দেশে মাছ ও অন্যান্য জলজন্তু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁর কৌশল। যত ঠাণ্ডা পড়ে তত জলের আয়োতনের সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, বরফ হবার একটু আগে থেকে জল হাল্‌কা হয় ও জলের আয়তন বৃদ্ধি হয়! পুকুরের জলে অনায়াসে খুব শীতে মাছ থাকতে পারে। জলের উপরিভাগে সমস্ত বরফ হয়ে গেছে, কিন্তু নীচে যেমন জল তেমনি জল। যদি খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, সে হাওয়া বরফের উপর লাগে। নীচের জল গরম থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি আছেন, জগৎ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে

শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর এক। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ বা দুধ খেয়েছে। দেখলে তবে ত আনন্দ হবে, খেলে তবে ত বল হবে,—লোক হৃষ্টপুষ্ট হবে! ভগবনেকে দর্শন করলে তবে ত শান্তি হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবে ত আনন্দ হবে, শক্তি বাড়বে!

(মুমুক্ষুত্ব বা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা সময় সাপেক্ষ)

শ্রীশ—তাঁকে ডাকবার অবসর পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তা বটে: সময় না হলে কিছু হয় না। একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে ব'লেছিল, মা, আমার যখন হাগা পাবে, আমাকে তুলিও। মা বল্লেন, বাবা হাগাতেই তোমাকে তুলাবে, আমায় তুলতে হবে না।

"যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হ'তো। একদিন সরাখানি ভেঙ্গে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ ক'র্‌ছিল। তখন শাশুড়ী বল্লেন, 'নাচ কোঁদ বৌমা আমার হাতের আট্‌কেল (আন্দাজ) আছে।"

[আম্মোক্তারী বা বকমলা দাও]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীশের প্রতি)—কি করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ ক'র্‌বে না।

"সাধনার প্রয়োজন বটে; কিন্তু দু রকম সাধক আছে; এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে এত জপ্‌ ক'র্‌তে হবে, এত ধ্যান ক'র্‌তে হবে, এত তপস্যা ক'র্‌তে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা ক'রে ভগবানকে ধ'রতে যায়। "বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে,

রেখে দিচ্ছে; মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না,—এত জপ ক'রবো, এত ধ্যান ক'রবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না। এসে দেখা দেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা হইয়াছে, গৃহস্বামী অন্নব্যঞ্জন করাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। তাই বড় ব্যস্ত। তিনি ভিতর বাড়ীতে গিয়াছেন, খাবার উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বেলা হইয়াছে, তাই ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি ঘরের ভিতর একটু পাদচারণ করিতেছেন। কিন্তু সহাস্য বদন। কেশব কীর্ত্তনিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বর কর্ত্তা—অথচ কর্ম্মের জন্য জীবের দায়িত্ব—responsibility]

কেশব—তা তিনিই 'করণ' 'কারণ'। দুর্য্যোধন বলেছিলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, তিনিই সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই কর্ত্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ।

"আবার এও ঠিক যে কর্ম্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা ক'রবে; তিনিই বলে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটী পেতে হবে।

"যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ ক'রেছে, যে ঈশ্বর দর্শন ক'রেছে সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না! যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা, রে, গা, মা'ই এসে পড়ে।"

অন্ন প্রস্তুত। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ভিতর বাড়ীতে গেলেন ও আসন

গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ী ব্যঞ্জনাদী অনেক রকম হইয়াছিল, নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্নাদি আয়োজন হইয়াছিল।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। আহারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ উঠানের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। কাছে শ্রীশ ও মাষ্টার বসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীশের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কি ভাব? সোঽহং না সেব্য সেবক?

[গৃহস্থের জ্ঞানযোগ না ভক্তিযোগ?]

"সংসারীর পক্ষে সেব্য সেবক ভাব খুব ভাল। সব করা যাচ্চে, সে অবস্থায় 'আমিই সেই' এ ভাব কেমন করে আসে। যে বলে আমিই সেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ; তার নিজের দেহ মনও স্বপ্নবৎ, তার আমি পর্য্যন্ত স্বপ্নবৎ, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তাই সেকব-ভাব, দাস-ভাব খুব ভাল।

"হনুমানের দাস-ভাব ছিল। রামকে হনুমান বলেছিলেন, 'রাম' কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু আমি দাস; আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।

"তত্ত্বজ্ঞানের সময় সোঽহং হতে পারে, কিন্তু সে দূরের কথা।"

শ্রীশ—আজ্ঞে হাঁ, দাস-ভাবে মানুষ নিশ্চিন্ত! প্রভুর উপর সকলই নির্ভর। কুকুর ভারি প্রভুভক্ত, তাই প্রভুর উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত।

[যিনি সাকার তিনিই নিরাকার—নাম মাহাত্ম্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে? কি জান যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি সাকাররূপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি মহাসমুদ্র! কূল কিনারা নাই, সেই জলের কোন কোন স্থানে বরফ হয়েছে; বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য্য উঠলে বরফ গলে যায়,—যেমন জল তেমনি জল, সেইরূপ ঠিক জ্ঞানপথ—বিচার পথ—দিয়ে গেলে

সাকাররূপ আর দেখা যায় না; আবার সব নিরাকার! জ্ঞানসূর্য্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল।

"কিন্তু দেখ যারই নিরাকার, তারই সাকার।"

সন্ধ্যা হয় হয়' ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়াছেন; এইবার দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণে যে রক আছে, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া ঠাকুর ঈশানের সহিত কথা কহিতেছেন। সেইখানে একজন বলিতেছেন, যে ভগবানের নাম নিলেই যে সকল সময়ে ফল হবে, এমন ত দেখা যায় না।

ঈশান বলিলেন, সে কি! অশ্বত্থের বীজ অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু উহারই ভিতর বড় বড় গাছ আছে! দেরীতে সে গাছ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ হাঁ, দেরীতে ফল হয়।

[ঈশান নির্লিপ্ত সংসারী—পরমহংস অবস্থা]

ঈশানের বাড়ী, ঈশানের শ্বশুর ৺ক্ষেত্রনাথ চাটুয্যের বাড়ীর পূর্ব্বগায়ে। দুই বাড়ীর মধ্যে আনাগোনার পথ আছে। চাটুর্য্যে মহাশয়ের বাড়ীর ফটকে ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঈশান সবান্ধবে ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর ঈশানকে বলিতেছেন, "তুমি যে সংসারে আছ, ঠিক পাঁকাল মাছের মত! পুকুরের পাঁকে সে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না।

"এই মায়ার সংসারে বিদ্যা অবিদ্যা দুইই আছে। পরমহংস কাকে বলি? যিনি হাঁসের মত দুধে জলে এক সঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন? পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মসমন্বয়—ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভক্ত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুর আসিয়াছেন। এখান হইতে তবে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন।

রামের বৈঠকখানা ঘরটি আলো করিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত মোহেন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গোস্বামীর বাড়ী ঐ পাড়াতেই। ঠাকুর তাঁহাকে ভালবাসেন। তিনি রামের বাড়ীতে এলেই গোস্বামী আসিয়া প্রায়ই দেখা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈষ্ণব শাক্ত সকলেরই পৌঁছিবার স্থান এক; তবে পথ আলাদা। ঠিক ঠিক বৈষ্ণবেরা শক্তির নিন্দা করে না।

গোস্বামী (সহাস্যে)—হরপার্ব্বতী আমাদের বাপ মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—Thank you; 'বাপ মা'।

গোস্বামী—তা ছাড়া কারুকে নিন্দা করা, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের নিন্দা করায়, অপরাধ হয়। বৈষ্ণবাপরাধ। সব অপরাধের মাফ আছে, বৈষ্ণবাপরাধের মাফ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অপরাধ সকলের হয় না। **ঈশ্বরকোটির অপরাধ** হয় না। যেমন চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতারের।

"ছেলে যদি বাপকে ধরে আলের উপর দিয়ে চলে, তা হলে বরং খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে সে ছেলে কখনও পড়ে না।

"শোনো, আমি মার কাছে শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম, এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। মা, এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

গোস্বামী—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মতকে নমস্কার ক'রবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠা ভক্তি।

সবাই প্রণাম ক'রবে ব'ট; কিন্তু একটির উপরে প্রাণ ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।

"রাম রূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগ্‌তো না।

"গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা, দ্বারকার পাগড়ীবাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইলে না।

"পত্নী, দেওর, ভাসুর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল আসনাদির দ্বারা সেবা করে; কিন্তু পতীকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাহাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।"

রাম ঠাকুরকে কিছু মিষ্টান্নাদি দিয়া পূজা করিলেন।

ঠাকুর এইবার দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন। মণির কাছ থেকে গায়ের বনাত ও টুপি লইয়া পরিলেন। বনাতের কাণঢাকা টুপি। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন। রামাদি ভক্তেরা তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছেন। মণিও গাড়ীতে উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবেন।

অষ্টম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে ছোট খাট্‌টিতে বসিয়া গান শুনিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্য সান্যাল গান করিতেছেন।

আজ রবিবার, ২০শে ফাল্গুন; শুক্লা পঞ্চমী তিথি; ১২৯০ সাল; ২রা মার্চ্চ, ১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ। মেজেতে ভক্তেরা বসিয়া আছেন ও গান শুনিতেছেন;— নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র (মিত্র), মাষ্টার, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের পিতা বড় আদালতে উকিল ছিলেন; তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে পরিবারবর্গ বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। এমন কি মাঝে মাঝে খাইবার কিছু থাকে না। নরেন্দ্র এই সকল ভাবনায় অতি কষ্টে আছেন।

ঠাকুরের শরীর, হাত ভাঙ্গা অবধি, এখনও ভাল হয় নাই। হাতে অনেক দিন বার (bar) দিয়া রাখা হইয়াছিল।

ত্রৈলোক্য মা'র গান গাইতেছেন। গানে বলিতেছেন, মা তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বুকে ক'রে রাখ।

গান—তোর কোলে লুকায়ে থাকি (মা)।

চেয়ে চেয়ে মুখপানে মা মা মা বলে ডাকি।
ডুবে চিদানন্দরসে, মহাযোগ নিদ্রাবশে,
দেখি রূপ অনিমেষে, নয়নে নয়নে রাখি।
দেখে শুনে ভয় ক'রে, প্রাণ কেঁদে ওঠে ডরে,
রাখ আমায় বুকে ধরে, স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি (মা)।

ঠাকুর শুনিতে শুনিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। আর বলিতেছেন, আহা! কি ভাব!

ত্রৈলোক্য আবার গাহিতেছেন—

(লোফা)

লজ্জা নিবারণ হরি আমার।
(দেখো দেখো হে—যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়)।
ভকতের মান, ওহে ভগবান্, তুমি বিনা কে রাখিবে আর।
তুমি প্রাণপতি প্রাণাধার, আমি চিরক্রীত দাস তোমার। (দেখো)

(বড় দশকশী)

তুয়া পদ সার করি, জাতি কুল পরিহরি, লাজ ভয়ে দিনু জলাঞ্জলি
(এখন কোথা বা যাই হে, পথের পথিক হ'য়ে);
আব হাম তোর লাগি, হইনু কলঙ্কভাগী,
গঞ্জে লোকে কত মন্দ বলি (কত নিন্দা করে হে)

(তোমায় ভালবাসি বলে) (ঘরে পরে গঞ্জনা হে) ;
সরম ভরম মোর, অবহিস কল তোর, রাখ বা না রাখ তব দায়
(দাসের মানে তোমারি মান হরি) ;
তুমি হে হৃদয় স্বামী, তব মানে মানী আমি, কর নাথ যেঁউ তুহে ভায় ।

ছোট দশকশী

ঘরের বাহির করি, মজাইলে যদি হরি, দেও তবে শ্রীচরণে স্থান ;
(চির দিনের মত) অনুদিন প্রেমমধু, পিয়াও পরাণ বঁধু, প্রেমদাসে কর পরিত্রাণ ।

ঠাকুর আবার প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মেজেতে আসিয়া বসিলেন ! আর রামপ্রসাদের ভাবে গাহিতেছেন—

'যশ অপযশ কুরস স্বরস সকল রস তোমারি ।
(ওমা) রসে থেকে রসভঙ্গ কেন রসেশ্বরি ॥

ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, আহা ! তোমার কি গান ! তোমার গান ঠিক্ ঠিক্ । যে সমুদ্রে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের জল এনে দেখায় ।

ত্রৈলোক্য আবার গান গাইতেছেন—

(হরি) আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে,
মানুষ'ত সাক্ষীগোপাল মিছে আমার আমার বলে ।
ছায়াবাজীর পুতুল যেমন, জীবের জীবন তেমন,
দেবতা হ'তে পারে, যদি তোমার পথে চলে ।
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মারথে তুমি রথী,
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে ।
সর্ব্বমূলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয়স্বামী,
অসাধুকে সাধু কর, তুমি নিজ পুণ্যবলে ।

[The Absolute identical with the phenomenal world.
নিত্যলীলা যোগ—পূর্ণজ্ঞান বা বিজ্ঞান]

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—হরিই সেব্য, হরিই সেবক,—এই ভাবটী পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি করে, হরিই সত্য আর সব মিথ্যা, বলে বোধ হয়। তারপরে সেই ছাখে যে হরিই এই সব হ'য়েছেন,—ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হ'য়েছেন ; অনুলোম হ'য়ে তার পর বিলোম। এইটি পুরাণের মত। যেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ আর খোলা আছে। খোলা বীজ ফেলে দিলে শাঁসটুকু পাওয়া যায় ; কিন্তু বেলটি কত ওজনে ছিল জানতে গেলে, খোলা বীজ বাদ দিলে চল্‌বে না। তাই জীব জগৎকে ছেড়ে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পৌঁছাতে হয় ; তারপর সচ্চিদানন্দকে লাভ করে ছাখে যে তিনিই এই সব জীব জগৎ হ'য়েছেন। শাঁস যে বস্তুর, বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হ'য়েছে ;—যেমন ঘোলেরি মাখন, মাখনেরি ঘোল।

"তবে কেউ বল্‌তে পারে সচ্চিদানন্দ এত শক্ত হ'ল কেমন করে—এই জগৎ টিপ্‌লে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই যে, শোণিত শুক্র এত তরল জিনিষ,—কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব—মানুষ তৈয়ারী হচ্ছে! তাঁহ'তে সবই হতে পারে। একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছে তারপর নেমে এসে এই সব ছাখা।

[সংসার ঈশ্বর ছাড়া নয়—যোগী ও ভক্তের প্রভেদ]

"তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নয়। গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হ'লো। তিনি বল্লেন, সংসার যদি স্বপ্নবৎ তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হ'লো। তিনি রামকে বুঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ বল্লেন, রাম তুমি সংসার ত্যাগ ক'রবে কেন ব'ল্‌ছো? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে সংসার ঈশ্বর

ছাড়া। যদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পার ঈশ্বর থেকে সংসার হয় নাই তা হ'লে তুমি ত্যাগ ক'র্‌তে পার। রাম তখন চুপ ক'রে রইলেন;—কোন উত্তর দিতে পার্‌লেন না।

"সব তত্ত্ব শেষে আকাশতত্ত্বে লয় হয়। আবার সৃষ্টির সময় আকাশতত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহঙ্কার, এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। অনুলোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার জীব জগৎকেও লয়।

"যোগীর পথ কিন্তু আলাদা। সে পরমাত্মাতে পৌঁছে আর ফেরে না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।

"একটুর ভিতরে যে ঈশ্বরকে ছাখে তার নাম **খণ্ডজ্ঞানী**—সে মনে করে যে তার ওদিকে আর তিনি নাই!

"**ভক্ত তিন শ্রেণীর**। অধম ভক্ত বলে 'ঐ ঈশ্বর', অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে, যে তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে তিনি সব হয়েছেন,—যা কিছু দেখ্‌ছি সবই তাঁর এক একটা রূপ। নরেন্দ্র আগে ঠাট্টা ক'র্‌তো আর ব'লতো. 'তিনিই সব হয়েছেন,—তা হ'লে ঈশ্বর ঘটি, ঈশ্বর বাটি।' (সকলের হাস্য)

[ঈশ্বর দর্শনে সংশয় যায়, কর্ম্মত্যাগ হয়—বিরাট শিব]

"তাঁকে কিন্তু দর্শন কর্‌লে সব সংশয় চলে যায়। শুনা এক, ছাখা এক। শুনলে ষোল আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হলে আর বিশ্বাসের কিছু বাকী থাকে না।

"ঈশ্বর দর্শন ক'রলে কর্ম্ম ত্যাগ হয়। আমার ঐ রকমে পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা ক'রতাম্। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়,—কোশা-কুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জন্তু,—সব চিন্ময়।—তখন

উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পুষ্প বর্ষণ ক'রতে লাগলাম!—যা দেখি তাই পূজা করি।

"একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে **এই বিরাট মূর্ত্তিই শিব**। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হ'লো। ফুল তুল্‌ছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া।"

[কাব্যরস ও ঈশ্বর দর্শনের প্রভেদ। 'ন কবিতাং বা জগদীশ]

ত্রৈলোক্য—আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সুন্দর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, ঠিক দপ্‌ ক'রে দেখিয়ে দিলে।—হিসেব ক'রে নয়। দেখিয়ে দিলে যেন এক একটি ফুল গাছ এক একটি তোড়া,—সেই বিরাট মূর্ত্তির উপর শোভা ক'রছে। সেই দিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে হেলে দুলে বেড়াচ্চেন,—যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিস ভাস্‌ছে,—বালিসটা এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্চে; কিন্তু ঢেউ লেগে একবার উঁচু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে।

[ঠাকুরের শরীর ধারণ কেন—ঠাকুরের সাধ]

"শরীরটা দুদিনের জন্য;—তিনিই সত্য, শরীর এই আছে, এই নাই। অনেক দিন হলো যখন পেটের ব্যামোতে বড় ভুগ্‌ছি, হৃদে বল্‌লে, একবার বল না,—যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হলো। বললুম, মা সুসাইটিতে (Asiatic Society) মানুষের হাড় (skeleton) দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের আকৃতি; মা! এ রকম ক'রে শরীর একটু শক্ত করে দাও, তা হলে তোমার নাম গুণকীর্ত্তন ক'রবো।

"বাঁচবার ইচ্ছা কেন? রাবণ বধের পর রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় প্রবেশ ক'রলেন, রাবণের বাটিতে গিয়ে দেখেন রাবণের মা নিকষা পালিয়ে যাচ্চে।

লক্ষ্মণ আশ্চর্য্য হয়ে ব'ললেন, রাম। নিকষার সবংশ নাশ হ'লো, তবু প্রাণের উপর এত টান। নিকষাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বললেন, তোমার ভয় নাই; তুমি কেন পালাচ্ছিলে? নিকষা ব'ললে, রাম। আমি সে জন্য পালাই নাই;—বেঁচে ছিলাম বলে তোমার এত লীলা দেখতে পেলাম,—যদি আরও বাঁচি তো আরও কত লীলা দেখতে পাব। তাই বাঁচবার সাধ।

"বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না।

(সহাস্যে) আমার একটী আধটী ছিল। বলেছিলাম, মা কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগীর সঙ্গ দাও; আর বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করবো, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাঁট্‌তে পারি,—এখানে ওখানে যেতে পারি। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু!"

ত্রৈলোক্য (সহাস্যে)—সাধ কি মিটেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটু বাকী আছে। (সকলের হাস্য)।

"শরীটা দুদিনের জন্য। হাত যখন ভেঙ্গে গেল, মাকে বললুম, মা বড় লাগছে! তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ী আর তার ইঞ্জিনিয়ার। গাড়ীর একটা আধটা ইস্ক্রু আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার যেরূপ চালাচ্চে গাড়ী সেইরূপ চলছে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই।

"তবে দেহের যত্ন করি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ ক'রবো; তাঁর নাম গুণ গাইবো; তাঁর জ্ঞানী ভক্ত দেখে দেখে বেড়াবো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রাদি সঙ্গে—নরেন্দ্রের সুখ দুঃখ—দেহের সুখ দুঃখ

নরেন্দ্র মেজের উপর সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও ভক্তদের প্রতি)—দেহের দুঃখ আছেই। দেখ না, নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে, বাড়ীতে বড় কষ্ট; কোন উপায় হচ্চে না। তিনি কখনও সুখে রাখেন কখনও দুঃখে।

ত্রৈলোক্য—আজ্ঞে, ঈশ্বরের (নরেন্দ্রের উপর) দয়া হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কখন হবে! কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ী কেউ অভুক্ত থাকে না বটে ;—কিন্তু কারু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকতে হয়। হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শম্ভুমল্লিকের ইংরাজী মত, সে বল্লে, তোমায় কেন দিতে যাব? তুমি খেটে লেতে পার, তুমি যাহ'ক কিছু রোজগার ক'রছো। তবে খুব গরীব হয় সে এক কথা, কি কাণা, খোঁড়া, পঙ্গু, এদের দিলে কাজ হয়। তখন হৃদে বল্লে, মহাশয়! আপনি উটী ব'লবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমায় কাণা খোঁড়া অতি দারিদ্দীর, এসব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।

[নরেন্দ্র ও নাস্তিকমত—ঈশ্বরের কার্য্য ও ভীষ্মদেব]

ঈশ্বর নরেন্দ্রকে কেন এখনও দয়া করছেন না ঠাকুর যেন অভিমান ক'রে এই কথা ব'লছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে এক একবার সস্নেহ দৃষ্টি করিতেছেন।

নরেন্দ্র—আমি নাস্তিক মত পড়্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুটো আছে, অস্তি আর নাস্তি, অস্তিটাই নাও না কেন?

সুরেন্দ্র—ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেখবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আইনে (শাস্ত্রে) আছে, পূর্ব্বজন্মে যারা দান টান করে তাদেরই ধন হয়! তবে কি জান? এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাযের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না!

"ঈশ্বরের কার্য্য কিছু বুঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে; পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন ভীষ্মদেব কাঁদছেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, কি আশ্চর্য্য! পিতামহ অষ্টবসুর একজন বসু; এঁর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদছেন! কৃষ্ণ ব'ললেন, ভীষ্ম সে জন্য কাঁদছেন না; ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বলিলেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের

কার্য্য কিছু বুঝতে পারলাম না! আমি এই জন্য কাঁদছি যে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন, কিন্তু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য্য কিছুই বোঝবার যো নাই।

[শুদ্ধ আত্মা একমাত্র অটল—সুমেরুবৎ]

"আমায় তিনি দেখিয়েছেন, **পরমাত্মা**, যাঁকে বেদে **শুদ্ধ আত্মা** বলে, তিনিই কেবল একমাত্র অটল সুমেরুবৎ নির্লিপ্ত, আর সুখ দুঃখের অতীত। তাঁর মায়ার কার্য্যে অনেক গোলমাল; এটীর পর ওটি, এটী থেকে উটী হবে, ও সব বলবার যো নাই।"

সুরেন্দ্র (সহাস্যে)—পূর্ব্ব জন্মে দান টান করলে তবে ধন হয়, তা হলে ত আমাদের দান টান করা উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। (ত্রৈলোক্যের প্রতি) জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। ও যে করে না সেটা নিন্দার কথা। এক এক জন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ) হয়;—টাকা যে কে ভোগ ক'রবে তার ঠিক নাই!

"সে দিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ী করে আসে। গাড়ীতে ভাঙ্গা লণ্ঠন,—ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া;—মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতাল ফেরৎ দ্বারবান্;—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম। (সকলের হাস্য)।"

সুরেন্দ্র—জয়গোপাল বাবু ব্রাহ্মসমাজের। এখন বুঝি কেশব বাবুর ব্রাহ্ম সমাজে সেরূপ লোক নাই। বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ ও আর আর বাবুরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ক'রেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখত না;—ভাগ দিতে হবে বলে। (সকলের হাস্য)।

"কেশবের শিষ্য একজনকে সে দিন দেখলাম। কেশবের বাড়ীতে থিয়েটার হচ্ছিল। দেখলাম সে ছেলে কোলে করে নাচছে! আবার শুনলাম লেকচার দেয়। নিজেকে কে শিক্ষা দেয় তার ঠিক নাই!"

ত্রৈলোক্য গাহিতেছেন,—

চিদানন্দ সিন্ধুতীরে প্রেমানন্দের লহরী। [প্রথম ভাগ

গান সমাপ্ত হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, ঐ গানটা গাওত গা,—আমায় দে মা পাগল করে। [দ্বিতীয় ভাগ

নবম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে

[কালীব্রহ্ম—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে তাঁর সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে মেজেতে বসিয়া আছেন,—কাছে পণ্ডিত শশধর। মেজেতে মাদুর পাতা—তাহার উপর ঠাকুর, পণ্ডিত শশধর, এবং কয়েকটী ভক্ত বসিয়াছেন। কতকগুলি ভক্ত মাটির উপরেই আসিয়া আছেন। সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, হরীশ, লাটু, হাজরা, মণিমল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। ঠাকুর পণ্ডিত পদ্মলোচনের কথা কহিতেছেন। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। বেলা অপরাহ্ণ—প্রায় ৪টা।

আজ সোমবার, ৩০শে জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ছয়দিন হইল শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিবসে পণ্ডিত শশধরের সহিত ঠাকুরের কলিকাতায় দেখা ও আলাপ হইয়াছিল। আজ আবার পণ্ডিত আসিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। কলিকাতায় তাঁহাদেরই বাড়ীতে পণ্ডিত শশধর আছেন।

পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইতেছেন—যাঁহারই নিত্য তাঁহারই লীলা—তিনি **অখণ্ড সচ্চিদানন্দ** তিনিই লীলার জন্য নানা রূপ ধরিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বেহুঁস হইতেছেন।

ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতকে বলিতেছেন "বাপু **ব্রহ্ম অটল, অচল সুমেরুবৎ**। কিন্তু 'অচল' যার আছে তার 'চল'ও আছে।

ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়াছেন। সেই গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত কণ্ঠে গান গাহিতেছেন। গানের পর গান গাহিতেছেন!

কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দর্শন। [২য় ভাগ

গান—মা কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পূরিয়ে॥
যে চরণে শরণ ল'য়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে॥

গান—মা কি শুধুই শিবের সতী।
যাঁরে কালের কাল করে প্রণতি॥
ন্যাংটাবেশে শত্রু নাশে মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই জেনো ডাকাতি।
সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি॥

গান—আমি সুরাপান করি না, সুধা খাই জয় কালী ব'লে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান শুড়ীতে চোয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে।

গান—শ্যামাধন কি সবাই পায়, অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙা পায়॥

ঠাকুরের ভাবাবস্থা একটু কম পড়িয়াছে। তাঁহার গান থামিল। একটু চুপ করিয়া আছেন। ছোট খাটটীতে গিয়া বসিয়াছেন।

পণ্ডিত গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি অতি বিনীতভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন,—"আবার গান হবে কি?"

ঠাকুর একটু পরেই আবার গান গাহিতেছেন—

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়িতেছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোত্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।

[দ্বিতীয় ভাগ, ৩৭ পৃষ্ঠা

গান—এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেচি॥
যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা ক'রেছি॥

গান—অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশিরশিখায় বেঁধেছি।
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি॥

"দুর্গানাম কিনে এনেছি" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—

গান—কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপন ক'রেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি॥
দেহের মধ্যে ছ'জন, কুজন, তাদের ঘরে দূর ক'রেছি।
রামপ্রসাদ ব'লে দুর্গা বলে যাত্রা ক'রে বসে আছি।

গান—আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাক' কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি (ওরে) খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥ [দ্বিতীয় ভাগ

ঠাকুর গান গাহিয়া বলিতেছেন—মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়—

গান—আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।
আমার ভক্তি যেবা পায়, সে যে সেবা পায়,
তারে কেবা পায় সে যে ত্রিলোকজয়ী॥
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপগোপী ভিন্ন অন্যে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্য মিথ্যা—তপস্যা চাই—বিজ্ঞানী

পণ্ডিত বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও জ্ঞান চর্চ্চা করেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন ও গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধনা না ক'র্‌লে তপস্যা না ক'র্‌লে—ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

'ষড়দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে।'

"তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ ক'র্‌তে হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নাই। তখন সে প্রদীপ ল'য়ে খুঁজতে লাগল। দু তিন জন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাইবে। সেইটুকু পড়ে ল'য়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তখন আর চিঠির কি দরকার। এখন ।৫ সের সন্দেশ আর ১ খানা কাপড় কিনে পাঠাইলেই হবে।

[The Art of Teaching—পঠন, শ্রবণ ও দর্শনের তারতম্য]

"পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,—শুনার চেয়ে দেখা ভাল। গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুন্‌লে ধারণা বেশী হয়,—আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা ক'র্‌তে

হয় না। হনুমান বলেছিল, 'ভাই, আমি তিথি নক্ষত্র অত সব জানি না;— আমি কেবল রাম চিন্তা করি।'

"শুনার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চলে যায়। শাস্ত্রে অনেক কথা ত আছে; ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হ'লে—তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হ'লে—চিত্তশুদ্ধি না হ'লে—সবই বৃথা। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল;—কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না! এক ফোঁটাই পড়, তাও না।

[বিচার কত দিন—ঈশ্বরদর্শন পর্য্যন্ত—বিজ্ঞানী কে?]

"শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কত দিন? যত দিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। ভ্রমর গুণগুণ করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে ব'সে মধুপান ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে আর শব্দ নাই।

"তবে একটী আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চল্‌তে পারে। সে কথা কেবল ঈশ্বরেরই আনন্দের কথা;—যেমন মাতালের 'জয় কালী' বলা। আর ভ্রমর ফুলে বসে মধুপান করার পর আধ আধ স্বরে গুণগুণ করে।

[বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর বুঝি নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে বলিতেছেন]

'জ্ঞানী 'নেতি নেতি বিচার করে। এই বিচার ক'র্‌তে ক'রতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম।

"জ্ঞানীর স্বভাব কিরূপ?—জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।

"আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগুলি সাধু দেখলাম। তারা কেউ কেউ সেলাই ক'রছিল। (সকলের হাস্য)। আমরা যাওয়াতে সে সব ফেল্‌লে। তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা ক'রবে এখন তুমি কেমন আছ।—ক্যায়সা হ্যায়—বাড়ীর সব কেমন আছে।

'কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। তার এলানো স্বভাব—হয় ত কাপড়খানা আল্‌গা—কি বগলের ভিতর—ছেলেদের মত।

"ঈশ্বর আছেন এইটী জেনেছে এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুণ আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী! কিন্তু কাঠ জেলে রাঁধা খাওয়া, হেউ ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী।

"কিন্তু বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ খুলে যায়,—কাম ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে।"

পণ্ডিত—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।"

[পূর্ব্বকথা—কৃষ্ণকিশোরের বাড়ী গমন—ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ; একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার যত লোহা লক্কড়, পেরেক ইস্ক্রু উপড়ে যেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড় ছিল, তাই সব লোহা আলগা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল।

আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ী যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, তুমি পান খাও কেন? আমি বললাম, খুসী পান খাব—আর্শীতে মুখ দেখব,—হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব! কৃষ্ণকিশোরের পরিবার তাকে বক্‌তে লাগলো—বললে তুমি কারে কি বল?—রামকৃষ্ণকে কি ব'লছ?

"এ অবস্থা হলে কাম ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়। শরীরের কিছু হয় না অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে সব—কিন্তু ভিতর ফাঁক আর নির্ম্মল।"

ভক্ত—ঈশ্বর দর্শনের পরও শরীর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কারু কারু কিছু কর্ম্মের জন্য থাকে,—লোকশিক্ষার জন্য। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় আর মুক্তি হয়—কিন্তু চক্ষু অন্ধ যায় না। তবে পাপের জন্য যে কয় জন্ম কর্ম্মভোগ ক'র্‌তে হয় সে কয় জন্ম আর হয় না। যে পাক দিয়েছে সেই পাকটাই কেবল ঘুরে যাবে। বাকিগুলো আর হবে না। কামক্রোধাদি সব দগ্ধ হয়ে যায়,—তবে শরীরটা থাকে কিছু কর্ম্মের জন্য।

পণ্ডিত—ওকেই সংস্কার বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজ্ঞানী সর্ব্বদা ঈশ্বর দর্শন করে,—তাই ত এরূপ এলোনো

ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হতে লীলাতে থাকে,—কখনও লীলা হতে নিত্যতে যায়।

পণ্ডিত—এটি বুঝলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নেতি নেতি বিচার করে সেই নিত্য অখণ্ডসচ্চিদানন্দে পৌঁছয়। তারা এই বিচার করে—তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পৌঁছে আবার দেখে—তিনি এই সব হ'য়েছেন,—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

"দুধকে দই পেতে মন্থন ক'রে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন তোলা হ'লে দেখে যে ঘোলেরই মাখন মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।"

পণ্ডিত (ভূধরের প্রতি, সহাস্যে)—বুঝলে ? এ বুঝা বড় শক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাখন হয়েছে ত ঘোলও হয়েছে। মাখনকে ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোলকেও ভাবতে হয়,—কেন না ঘোল না থাক্‌লে মাখন হয় না। তাই নিত্যকে মান্‌তে গেলেই লীলাকেও মান্‌তে হয়। অনুলোম ও বিলোম। সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা। সাকার চিন্ময়রূপ, নিরাকার অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ।

"তিনিই সব হয়েছেন,—তাই বিজ্ঞানীর 'এই সংসার মজার কুটি।' জ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' রামপ্রসাদ ধোঁকার টাটি ব'লেছিল। তাই একজন জবাব দিয়েছিল,—

গান—এই সংসার মজার কুটী, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে বদ্যি নাহিক বুদ্ধি, বুঝিস্ কেবল মোটামুটি ॥
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের ছিল ক্রটি।
সে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি ॥

(সকলের হাস্য)। বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ ক'রেছে। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে আর খেয়ে আনন্দলাভ ক'রেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হ'য়েছে।"

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও পণ্ডিতকে তামাক খাইতে বলিলেন। পণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্ব্বের লম্বা বারান্দায় তামাক খাইতে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান—ঠাকুর ও বেদোক্ত ঋষিগণ

পণ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া আবার ভক্তদের সঙ্গে মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন। ১৮৪০, ৩০শে জুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—তোমাকে এইটে বলি। আনন্দ তিনপ্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সর্ব্বদাই নিয়ে আছে—কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ—তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বরের নাম গুণগান ক'রে যে আনন্দ তার নাম ভজনানন্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ তার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হ'য়ে যেতো।

"চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হ'তো—অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্য-দশা। অন্তর্দ্দশায় ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হ'তেন,—জড়সমাধির অবস্থা হ'তো। অর্দ্ধবাহ্যে একটু বাহিরের হুঁস থাকতো। বাহ্যদশায় নামগুণ কীর্ত্তন ক'রতেন।"

হাজরা (পণ্ডিতের প্রতি)—এইতে সব সন্দেহ ঘুচান হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—**সমাধি** কাকে বলে?—যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়,—'আমি' থাকে না। ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতনসমাধি বলে। এতে সেব্যসেবকের 'আমি' থাকে—রসরসিকের 'আমি'—আস্বাদ্য আস্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য,—ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরূপ,—ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য,—ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি।

পণ্ডিত—তিনি যদি সব 'আমি' লয় করেন তা হ'লে কি হবে? চিনি যদি করে লন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমার মনের কথা খুলে বল। 'মা কৌশল্যা একবার প্রকাশ করে বল!' (সকলের হাস্য) তবে কি নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার শাস্ত্রে নাই?

পণ্ডিত—আজ্ঞে হাঁ, শাস্ত্রে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তারা জ্ঞানী হ'য়েও 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছিল। তুমি ভাগবৎ পড় নাই?

পণ্ডিত—কতক পড়েছি;—সম্পূর্ণ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রার্থনা কর। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের কথা শুনেন না? তিনি কল্পতরু। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে।

পণ্ডিত—আমি তত এ সব চিন্তা করি নাই। এখন সব বুঝ্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন। সেই 'আমি'—'ভক্তের আমি, 'বিদ্যার আমি'। তা হ'তে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়। মুসল সব ঘ'সে একটু তাতেই আবার উলুবনে প'ড়ে কুলনাশন—যদুবংশ ধ্বংশ হ'লো। বিজ্ঞানী তাই এই ভক্তের আমি 'বিদ্যার আমি', রাখে—আস্বাদনের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য।

[**'ঋষিরা ভয়তরাসে'**—A new light on the Vedanta.]

"ঋষিরা ভয়তরাসে। তাদের ভাব কি জান? আমি যো সো ক'রে যাচ্ছি আবার কে আসে? থাদি কাঠ আপনি যো সো ক'রে ভেসে যায়;—কিন্তু তার উপর একটী পাখী বস্‌লে ডুবে যায়। নারদাদি বাহাদুরি কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীব জন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। Steamboat (কলের জাহাজ)—আপনিও পার হয়ে যায় এবং অপরকে পার ক'রে নিয়ে যায়।

"নারদাদি আচার্য্য বিজ্ঞানী,—অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী। যেমন পাকা খেলোয়াড় ছকবাঁধা খেলা খেলতে পারে। কি চাও, ছয় না পাঁচ? ফি বারেই ঠিক পড়ছে!—এমনি খেলোয়াড়! সে আবার মাঝে মাঝে গোঁপে তা দেয়।

"শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। যেমন সতরঞ্চ খেলার কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো করে একবার ঘুঁটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই।

সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে,—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে,—ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে!

"তাঁকে, চিন্তা করে, অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ;—আবার মন লয় না না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।

"শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে,—কেবল বিচার কচ্চে 'এ নয় এ নয়;—এ সব স্বপ্নবৎ।' আমি দুহাত ছেড়ে দিয়েছি, তাই সব লই।

"একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়েছিল! ব্যান্ তখন সুতা কাট্‌ছিল,—নানা রকমের রেশমের সুতা। ব্যান তার ব্যান্‌কে দেখে আনন্দ করতে লাগ্‌লো;—আর বল্‌লে—'ব্যান তুমি এসেছ বলে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা বল্‌তে পারি না,—যাই তোমায় জন্য কিছু জলখাবার আনিগে।" ব্যান জলখাবার আনতে গেছে; এদিকে নানা রঙ্গের রেশমের সুতা দেখে এ ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতাড়া সুতা বগলে করে লুকিয়ে ফেল্‌লে। ব্যান জলখাবার নিয়ে এলো;—আর অতি উৎসাহের সহিত—জল খাওয়াতে লাগলো, কিন্তু সুতার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বুঝতে পার্‌লে যে একতাড়া সুতো ব্যান্ সরিয়েছেন। তখন সে সুতোটা আদায় করবায় একটা ফন্দী ঠাওরালে।

"সে ব'ল্‌ছে 'ব্যান্, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'লো। আজ ভারি আনন্দের দিন। আমার ভারি ইচ্ছে কচ্ছে যে দুজনে নৃত্য করি'। সে বল্‌লে—'ভাই, আমারও ভারি আনন্দ হয়েছে! তখন দুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগলো। ব্যান্ দেখলে. যে ইনি বাহু না তুলে নৃত্য ক'রছেন। তখন তিনি বল্‌লেন, 'এস ব্যান দুহাত তুলে আমরা নাচি;—আজ ভারি আনন্দের দিন।' কিন্তু তিনি এক হাতে বগল টিপে আর একটা হাত তুলে নাচতে লাগলেন! তখন ব্যান্ বল্‌লেন, ব্যান্, ওকি! এক হাত তুলে নাচা কি, এস দুহাত তুলে নাচি। এই দেখ আমি দুহাত তুলে নাচছি।' কিন্তু তিনি বগল টিপে হেঁসে হেঁসে এক হাত তুলেই নাচতে লাগলেন, আর বল্‌লেন 'যে যেমন জানে ব্যান্।'

"আমি বগলে হাত দিয়ে টিপিনা;—আমি দুহাত ছেড়ে দিয়েছি;—আমার ভয় নাই। তাই আমি নিত্যলীলা দুই লই।"

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে জ্ঞানীর লোকমান্য হবার কামনা, জ্ঞানীর মুক্তি কামনা, এই সব থাকে ব'লে, দুহাত তুলে নাচ্‌তে পারে না? নিত্যলীলা দুই নিতে পারে না? আর জ্ঞানীর ভয় আছে, পাছে বদ্ধ হই,—বিজ্ঞানীর ভয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশব সেনকে বল্‌লাম যে 'আমি' ত্যাগ না কর্‌লে হবে না। সে বললে, তা হলে মহাশয় দলটল থাকে না। তখন আমি বল্‌লাম, কাঁচা আমি, 'বজ্জাৎ আমি'—ত্যাগ ক'রতে বল্‌ছি; কিন্তু 'পাকা আমি' বালকের আমি'—'ঈশ্বরের দাস আমি'—'বিদ্যার আমি'—এতে দোষ নাই। 'সংসারীর আমি'—অবিদ্যার আমি' 'কাঁচা আমি' একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদানন্দ-সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ ক'র্‌ছে। কিন্তু 'ঈশ্বরের দাস আমি', 'বালকের আমি' 'বিদ্যার আমি' জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে,—শুধু মাঝখানে একটী রেখা, যেন দুভাগ জল। বস্তুতঃ এক জল,—দেখা যাচ্ছে।

'শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য।

[ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর 'ভক্তের আমি'—গোপীভাব]

"ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরেও অনেকের ভিতর তিনি 'বিদ্যার আমি'—'ভক্তের আমি' রেখে দেন। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য সেবকের ভাবে, ভক্তের ভাবে, থাকতেন। রামচন্দ্রকে বলেছিলেন 'রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন ভাবি, তুমি সেব্য আমি সেবক; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি 'তুমিই আমি আমিই তুমি'।

"যশোদা কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে শ্রীমতীর কাছে গেলেন। তাঁর কষ্ট দেখে শ্রীমতী তাঁকে স্বরূপে দেখা দিলেন,—আর বল্‌লেন 'কৃষ্ণ চিদাত্মা আমি চিৎশক্তি। মা তুমি আমার কাছে বর লও'। যশোদা বল্‌লেন, মা আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না;—কেবল এই বর দাও যেন ধ্যানে গোপালের রূপ সর্ব্বদা দর্শন হয়; আর কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ যেন সর্ব্বদা হয়; আর ভক্তদের যেন আমি

সেবা করতে পারি ;—আর তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন যেন আমি সর্ব্বদা ক'রতে পারি।

"গোপীদের ইচ্ছা হয়েছিল ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কৃষ্ণ তাদের যমুনায় ডুব দিতে বল্‌লেন। ডুব দেওয়াও যা অমনি বৈকুণ্ঠে সব্বাই উপস্থিত ;—ভগবানের সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ রূপ দর্শন হ'ল, কিন্তু ভাল লাগল না। তখন কৃষ্ণকে তারা ব'ল্‌লে. আমাদের গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা এই যেন থাকে আর আমরা কিছুই চাই না।"

"মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান দিবার উদ্যোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে আছি। তোমরা কি একটি রূপ কেবল দেখছ! গোপীরা ব'লে উঠলো, 'কৃষ্ণ, তবে কি আমাদের ত্যাগ করে যাবে তাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছ' ?

"গোপীদের ভাব কি জান ? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।

একজন ভক্ত—এই 'ভক্তের আমি' কি একেবারে যায় না ?

[Sri Ramkrishna and the Vedanta.]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সা রে গা মা পা ধা নি ;—কিন্তু 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না ;—আবার নিচের গামে নামতে হয়। আমি বলি 'মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না'। আগে সাকারবাদীরা খুব আস্‌তো। তারপর ইদানীং ব্রহ্ম জ্ঞানীরা আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তখন প্রায় ঐরূপ বেহুঁস হয়ে সমাধিস্থ হ'তাম,—আর হুঁস হলেই বলতাম. মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।

পণ্ডিত—আমরা বললে তিনি শুন্‌বেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ঈশ্বর কল্পতরু**। যে যা চাইবে, তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে।

"তবে একটী কথা আছে—তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে করে সাধনা করে তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজীকর খেলা

দেখাচ্ছে রাজার সাম্‌নে! আর মাঝে মাঝে ব'লছে, রাজা টাকা দেও কাপ্‌ড়া দেও। এমন সময়ে তার জিব্‌ তালুর মূলের কাছে উল্‌টে গেল। অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দ নাই। তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে। হাজার বৎসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। তারা তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে তার জিভ্‌ তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হল; আর সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'লাগ ভেল্‌কী লাগ! রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও!'

"আমি কাঁদতাম আর ব'ল্‌তাম্‌, **মা বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হ'ক!**

পণ্ডিত—তবে আপনারও (বিচারবুদ্ধি) ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, একবার ছিল।

পণ্ডিত—তবে বলে দিন, তা'হলে আমাদেরও যাবে। আপনার কেমন করে গেল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অমনি একরকম করে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য—তাহার উপায়

[ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান চায় না]

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ঈশ্বর কল্পতরু**। তাঁর কাছে থেকে চাইতে হয়। তখন যে যা চায় তাই পায়।

"ঈশ্বর কত কি করেছেন। তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান আমার দরকার কি। আর যদি জান্‌তে ইচ্ছা করে, আগে তাঁকে

লাভ করতে হয়, তারপর তিনি বলে দিবেন। যদুমল্লিকের কখানা বাড়ী, কত কোম্পানির কাগজ আছে এসব আমার কি দরকার? আমার দরকার যো সো করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা। তা পগার ডিঙ্গিয়েই হোক্।—প্রার্থনা করেই হোক্।—বা দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক।—আলাপের পর কত কি আছে একবার জিজ্ঞাসা করলে বাবুই বলে দেয়। আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আমলারাও মানে। (সকলের হাস্য)।

"কেউ কেউ ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান চায় না। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে আমার কি দরকার? এক বোতলেতেই হয়ে যায়। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান চাইবে কি, যেটুকু মদ্ খেয়েছে তাহাতেই মত্ত!

[জ্ঞানযোগে বড় কঠিন—অবতারাদি নিত্যসিদ্ধ]

"ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ পথ। জ্ঞানবিচারের পথ কঠিন পথ।

"কোন পথটী ভাল অতো বিচার করবার কি দরকার। বিজয়ের সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়েছিল, বিজয়কে বললাম্, একজন প্রার্থনা করতো, 'হে ঈশ্বর! তুমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও!'

"জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন। পার্ব্বতী গিরিরাজকে নানা ঈশ্বরীয় রূপে দেখা দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'পিতা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও সাধু সঙ্গ কর'।

'ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণে তাঁকে বলা যায়; যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী। গঙ্গার তটের উপর আছে এই কথা ব'লে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।

"নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সমস্ত ত্যাগ হ'লে,—মনের লয় হ'লে—তবে অনুভব বোধে বোধ হয়। আর অস্তিমাত্র জানা যায়।"

পণ্ডিত—অস্তীত্যোপলব্ধব্য ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় কর্‌তে হয়,—বীরভাব সখীভাব বা দাসীভাব. আর সন্তানভাব।

মণিমল্লিক—তবে আঁট হ'বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি সখীভাবে অনেকদিন ছিলাম। বলতাম, 'আমি আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী,—ওগো দাসীরা আমায় তোমারা দাসী কর, আমি গরব ক'রে চলে যাব, ব'লতে ব'লতে যে 'আমি ব্রহ্মময়ীর দাসী!

"কারু কারু সাধন না করেও ঈশ্বর লাভ হয়,—তাদের নিত্যসিদ্ধ বলে। যারা জপ-তপাদি সাধনা করে ঈশ্বর লাভ ক'রেছে তাদের বলে সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ,—যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।

"আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ,—যেমন গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে,—সেই সঙ্গে বাড়ী ঘর গাড়ী দাস দাসী সব হয়ে গেল।

"আর আছে স্বপ্নসিদ্ধ,—স্বপ্নে দর্শন হ'ল।"

সুরেন্দ্র (সহাস্যে)—আমরা এখন ঘুমুই,—পরে বাবু হয়ে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—তুমি ত বাবু আছই। 'ক'য়ে আকার দিলে 'কা' হয়;—আবার একটা আকার দেওয়া বৃথা;—দিলে সেই 'কা'ই হবে! (সকলের হাস্য)।

'নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক,—যেমন অরণি কাষ্ঠ, একটু ঘস্‌লেই আগুন;—আবার না ঘস্‌লেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে; আবার সাধন না করলেও পায়।

"তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন লাউ কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল।"

পণ্ডিত লাউ কুমড়োর ফল আগে হয় শুনিয়া হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর নিত্যসিদ্ধ হোমা পাখীর ন্যায়। তার মা উচ্চ আকাশে থাকে। প্রসবের পর ছানা পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে

ডানা উঠে ও চোখ ফুটে। কিন্তু মাটি গায়ে আঘাত না লাগতে লাগ্‌তে মা'র দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা, কোথায় মা! দেখ না প্রহ্লাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা!

ঠাকুর নিত্যসিদ্ধের কথায়, অরণি কাঠ ও হোমা পাখীর দৃষ্টান্তের দ্বারায় কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন?

ঠাকুর পণ্ডিতের বিনীত ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিতের স্বভাবের বিষয় ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এঁর স্বভাবটী বেশ। মাটীর দেওয়ালে পেরেক পুঁতলে কোন কষ্ট হয় না। পাথরে পেরেকের গোড়া ভেঙ্গে যায় তবু পাথরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে হাজার ঈশ্বর-কথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না,—যেমন কুমীর—গায়ে তরবারীর চোপ্‌ লাগে না!

[পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সাধনা ভাল—বিবেক]

পণ্ডিত— কুমীরের পেটে বর্ষা মার্‌লে হয়। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গুচ্ছির শাস্ত্র পড়্‌লে কি হ'বে?—ফ্যালাজফী (Philosophy)! (সকলের হাস্য)।

পণ্ডিত (সহাস্যে)—ফ্যালাজফী বটে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—লম্বা লম্বা কথা বল্‌লে কি হবে? বাণ শিক্ষা ক'রতে গেলে আগে কলগাছ তাগ্‌ কর্‌তে হয়,—তারপর শর গাছ,—তারপর সল্‌তে,—তারপর, উড়ে যাচ্ছে যে পাখী।

"তাই আগে সাকারে মনস্থির কর্‌তে হয়।

"আবার ত্রিগুণাতীত ভক্ত আছে;—নিত্যভক্ত যেমন নারদাদি। সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক,—নিত্য ঈশ্বর, নিত্য ভক্ত, নিত্য ধাম।

"যারা নেতি নেতি জ্ঞানবিচার ক'রছে, তারা অবতার মানে না। হাজরা

বেশ বলে,—ভক্তের জন্যই অবতার,—জ্ঞানীর জন্য অবতার নয়,—তারা ত সোঽহং হয়ে বসে আছে।”

ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলেই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার পণ্ডিত কথা কহিতেছেন।

পণ্ডিত—আজ্ঞে, কিসে নিষ্ঠুর ভাবটা যায়? হাস্য দেখ্‌লে মাংসপেশী (muscles) স্নায়ু (nerves) মনে পড়ে। শোক দেখলে কি রকম nervous system মনে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নারাণ শাস্ত্রী তাই ব’লতো, ‘শাস্ত্র পড়ার দোষ,—তর্ক বিচার এই সব এনে ফেলে।’

পণ্ডিত—আজ্ঞে, উপায় কি কিছু নাই?—একটু মার্দ্দব—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আছে;—**বিবেক**। একটা গানে আছে,—

“বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।”

“**বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ—এই উপায়।** বিবেক না হ’লে কথা কখন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যয়ী অনেক ব্যাখ্যার পর বল্লে, ‘ঈশ্বর নীরস’! একজন বলেছিল, আমাদের মামাদের এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে?

(সহাস্যে) “তুমি ছানাবড়া হ’য়ে আছ। এখন দু’পাঁচ দিন রসে পড়ে থাক্‌লে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল! দু’পাঁচ দিন।”

পণ্ডিত (ঈষৎ হাসিয়া)—ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না, না; আরসুলার রং হয়েছে।

হাজরা—বেশ ভাজা হয়েছে,—এখন রস খাবে বেশ।

[পূর্ব্বকথা—তোতাপুরীর উপদেশ—গীতার অর্থ—ব্যাকুল হও]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান,—শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে। ন্যাংটা আমায় শেখাতো—উপদেশ দিতো—গীতা

দশবার বল্লে যা হয় তাই গীতার সার।—অর্থাৎ 'গীতা' 'গীতা' দশবার ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়।

"উপায়—বিবেক, বৈরাগ্য, আর ঈশ্বরে অনুরাগ। কিরূপ অনুরাগ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল,—যেমন ব্যাকুল হয়ে 'বৎসের পিছে গাভী ধায়।'

পণ্ডিত—বেদে ঠিক অমনি আছে; গাভী যেমন বৎসের জন্য ডাকে, তোমাকে আমরা তেমনি ডাক্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদো। আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্ব্বত্যাগ কর্‌তে পারে,—তা হ'লে সাক্ষাৎকার হ'বে।

"সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয়—তা জ্ঞানপথেই থাকো, আর ভক্তিপথেই থাকো। দুর্ব্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হয়েছিল।

"সংসারীর জ্ঞান আর সর্ব্বত্যাগীর জ্ঞান—অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান —দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরটী আলো হয়;—নিজের দেহ ঘরকন্না ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। সর্ব্বত্যাগীর জ্ঞান, সূর্য্যের আলোর ন্যায়। সে আলোতে ঘরের ভিতর বা'র সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞানসূর্য্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, দুইই ছিল।

ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজের অবস্থা ব'লিতেছেন?

[জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ—কলিতে নারদীয় ভক্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব ভক্তি একটী পথ আছে; আর অভাবের একটী আছে। তুমি অভাবের কথা ব'ল্‌ছ। কিন্তু "সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই!" জনকের কাছে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের জন্য গেলেন। জনক ব'ললেন, 'আগে দক্ষিণা দিতে হ'বে;—তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর দক্ষিণা দেবে না—কেন না তখন গুরুশিষ্যে ভেদ থাকে না।'

"ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। কিন্তু একটী কথা

আছে। **কলিতে নারদীয় ভক্তি**—এই বিধান। এ পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাক্‌লে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার তা হয়েছে তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।

পণ্ডিত—আজ্ঞে, বলতে গেলে ত অনেক কথা দিয়ে বুঝাতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি নেজামুড়া বাদ দিয়ে ব'লবে হে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কালীব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি অভেদ—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

শ্রীযুক্ত মণিমল্লিকের সঙ্গে পণ্ডিত কথা কহিতেছেন। মণিমল্লিক ব্রাহ্ম-সমাজের লোক। পণ্ডিত ব্রাহ্মসমাজের দোষ গুণ লইয়া ঘোর তর্ক করিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া দেখিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "এই সত্ত্বের তমঃ—বীরের ভাব। এ সব চাই। **অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ করে থাকতে নাই**। মনে কর নষ্ট স্ত্রী পরমার্থ হানি ক'রতে আসছে; তখন এই বীরের ভাব ধরতে হয়। তখন বলবে. কি শ্যালি! আমার পরমার্থ হানি ক'রবি!—এক্ষণি তোর শরীর চিরে দিব।"

আবার হাসিয়া বলিতেছেন, "মণি মল্লিকের ব্রাহ্মসমাজের মত্‌ অনেক দিনের—ওর ভিতর তোমার মত্‌ ঢোকাতে পারবে না। পুরাণো সংস্কার কি এমনি যায়? একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল,—সর্ব্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম ক'রত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হোলো তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান করে দিল; আর বল্লে, তুই এখন মুসলমান হয়েছিস, বল আল্লা! কেবল আল্লা নাম জপ কর্। সে অনেক কষ্টে আল্লা, আল্লা বলতে লাগলো। কিন্তু এক একবার বলে ফেলতে লাগলো 'জগদম্বা'! তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, দোহাই সেখজী! আমায় মারবেন ন', আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা ক'রছি, কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার

বল্লেন, আমি সন্ধ্যা করি নাই। অমনি ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন,—ও দাঁড়াইয়া পড়িলেন—

গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
পূজা হোম জপ যজ্ঞ আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া আবার বলিতেছেন. কত দিন সন্ধ্যা ? যত দিন ওঁ ব'লতে মন লীন না হয়।

পণ্ডিত—তবে জল খাই ; তারপর সন্ধ্যা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তোমার স্রোতে বাধা দিব না। সময় না হলে ত্যাগ ভাল না। ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে ! কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি করতে নাই, ও রকম করে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয়।

সুরেন্দ্র বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার গাড়ীতে লইয়া যাইবেন।

সুরেন্দ্র—মহেন্দ্র বাবু যাবেন ?

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ ; সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন্ নাই। তিনি সেই অবস্থাতেই সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে, তার বেশী নিয়ো না। সুরেন্দ্র প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত সন্ধ্যা করিতে গেলেন। মাষ্টার ও বাবুরাম কলিকাতায় যাইবেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর এখনও ভাবস্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কথা বেরুচ্ছে না, একটু থাকো।

মাষ্টার বসিলেন, ঠাকুর কি আজ্ঞা করিবেন অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর বাবুরামকে সঙ্কেত করিয়া বসিতে বলিলেন। বাবুরাম বলিলেন, আরু

একটু বসুন; ঠাকুর বলিতেছেন, একটু বাতাস কর। বাবুরাম বাতাস করিতেছেন, মাষ্টারও করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে সস্নেহে)—এখন আর তত এস না কেন ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বিশেষ কারণ নাই, বাড়ীতে কাজ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাবুরাম কি ঘর, কাল টের পেয়েছি। তাই তো এখন ওকে রাখবার জন্য অত ব'লছি। পাখী সময় বুঝে ডিম ফুটোয়। কি জানো এরা শুদ্ধ আত্মা, এখনও কামিনী কাঞ্চনের ভিতর গিয়ে পড়ে নাই। কি বল ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। এখনও কোনও দাগ লাগে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নূতন হাঁড়ি, দুধ রাখলে খারাপ হবে না।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাবুরামের এখানে থাক্‌বার দরকার পড়েছে। অবস্থা আছে কিনা, তাতে ঐ সব লোকের থাকা প্রয়োজন। ও বলেছে, ক্রমে ক্রমে থাক্‌বো, না হলে হাঙ্গামা হবে, বাড়ীতে গোল ক'রবে! আমি বলছি, শনিবার রবিবার আসবে।

এদিকে পণ্ডিত সন্ধ্যা করিয়া আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে ভূধর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই।* পণ্ডিত এইবার জল খাইবেন।

ভূধরের বড় ভাই বলিতেছেন, "আমাদের কি হবে। একটু বলে দিন' আমাদের উপায় কি ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা মুমুক্ষু; ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মত থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ীর সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাত দিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ কর, কিন্তু মন সর্ব্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।

পণ্ডিত জল খাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, আসনে বসে খাও।

*ভূধরের বড়দাদা শেষ জীবন একাকী অতি পবিত্রভাবে কাশীধামে কাটাইয়া ছিলেন। ঠাকুরকে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন।

খাবার পর পণ্ডিতকে বলিতেছেন—'তুমি তো গীতা পড়েছ;—যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।'

পণ্ডিত—যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর শক্তি আছে।

পণ্ডিত—আচ্ছা, যে ব্রত নিয়েছি অধ্যবসায়ের সহিত করবো কি?

ঠা'কুর যেন উপরোধে পড়ে বলছেন, 'হাঁ হবে।' তার পরেই অন্য কথার দ্বারা ও কথা চাপা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শক্তি মানতে হয়। বিদ্যাসাগর বল্লে, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন? আমি বল্লাম, তবে একজন লোক এক'শ জনকে মারতে পারে কেন? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন—যদি শক্তি না থাকতো? আমি বল্‌লাম, তুমি মানো কি না? তখন বল্লে, 'হাঁ মানি।'

পণ্ডিত বিদায় লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গের বন্ধুরাও প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "আবার আসবেন; গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে—হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে—অন্য লোক দেখলে' মুখ লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে; অপরকে গুঁতোয়।' (সকলের হাস্য)।

পণ্ডিত চলিয়া গেলে, ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন—ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে একদিনেই।—দেখলে কেমন বিনয়ী—আর সব কথা লয়!

আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী তিথি। পশ্চিমের বারাণ্ডায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে। ঠাকুর সেখানে এখনও বসিয়া আছেন। মাষ্টার প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, 'যাবে?'

মাষ্টার—আজ্ঞে, তবে আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একদিন মনে করেছি, সব্বায়ের বাড়ী এক একবার করে যাবো, তোমার ওখানে একবার যাবো; কেমন?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ তো।

দশম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে—বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না—ঠাকুর 'মদগত-অন্তরাত্মা'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে আছেন। তিনি নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তগণ মেজের উপর বসিয়া আছেন। আজ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী, ২৫শে কার্ত্তিক; ইংরেজী ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

বেলা প্রায় দুই প্রহর। মাষ্টার আসিয়া, দেখিলেন ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন। পূজারী রাম চাটুজ্জেও আছেন। ক্রমে মহিমাচরণ, নারায়ণ, কিশোরী আসিলেন। একটু পরে আরও কয়েকটী ভক্ত আসিলেন।

শীতের প্রারম্ভে। ঠাকুরের জামার প্রয়োজন হইয়াছিল, মাষ্টারকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তিনি লংক্লথের জামা ছাড়া একটী জিনের জামা আনিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি বরং একটা নিয়ে যাও। তুমিই পর্‌বে। তাতে দোষ নাই। আচ্ছা, তোমায় কি রকম জামার কথা বলেছিলাম।

মাষ্টার—আজ্ঞা, আপনি সাদাসিদে জামার কথা বলেছিলেন, জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে জিনেরটাই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

(বিজয়াদির প্রতি)—দেখ, দ্বারিকবাবু বনাত দিছ্‌লো। আবার খোট্টারাও আন্‌লে। নিলাম না—ঠাকুর আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় বিজয় কথা কহিলেন।

বিজয়—আজ্ঞে তা বই কি! যা দরকার কাজেই নিতে হয়। এক জনের ত দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেবার সেই ঈশ্বর! শাশুড়ী বল্‌লে, আহা বউ মা সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হ'তো! বউ বল্‌লে, ওগো! আমার পা হরি টিপবেন, আমার কারুকে দরকার নাই। সে ভক্তি-ভাবে ঐ কথা বল্‌লে।

"একজন ফকির আকবর শার্‌ কাছে কিছু টাকা আন্‌তে গিছলো। বাদশা তখন নমাজ পড়ছে আর বল্‌ছে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলত দাও। ফকির তখন চলে আসবার উপক্রম ক'র্‌লে। কিন্তু আকবর শা তাঁকে বসতে ইসারা ক'র্‌লেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বল্লে, আপনিই ব'ল্‌ছিলেন, ধন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন খোদার কাছে চাইবো।

বিজয়—গয়াতে সাধু দেখেছিলাম; নিজের চেষ্টা নাই! একদিন ভক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হোলো। দেখি কোথা থেকে, মাথায় কোরে ময়দা ঘি এসে পড়লো। ফল টলও এলো।

[সঞ্চয় ও তিন শ্রেণীর সাধু]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি)—সাধুর তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যারা খাবার জন্য চেষ্টা করে না। মধ্যম ও অধম, যেমন দণ্ডী ফণ্ডী। মধ্যম, তারা "নমো নারায়ণ!" বলে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে। (সকলের হাস্য)।

"উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগর বৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। একটী ছোক্‌রা সাধু—বাল ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে গিছিল, একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে সাধু মনে কর্‌লে বুকে ফোড়া হয়েছে; তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ীর গিন্নিরা বুঝিয়ে দিলে যে ওর গর্ভে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দি:বন; তাই ঈশ্বর আগে থাক্‌তে

তার বন্দোবস্ত ক'রচেন। এই কথা শুনে ছোক্‌রা সাধুটি অবাক্‌। তখন সে বল্লে, তবে আমার ভিক্ষা করবার দরকার নেই; আমার জন্যও খাবার আছে।

ভক্তেরা কেহ কেহ মনে করিতেছেন, তবে আমাদেরও ত চেষ্টা না করলে হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার চেষ্টা করতেই হবে।

বিজয়—ভক্তমালে একটী বেশ গল্প আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি বল না। বিজয়—আপনিই বলুন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না তুমিই বল! আমার অত মনে নাই। প্রথম প্রথম শুন্‌তে হয়। তাই আগে আগে ওসব শুন্‌তাম।

[ঠাকুরের অবস্থা—এক রামচিন্তা—পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার এখন সে অবস্থা নয়। হনুমান বলেছিল, আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, এক রাম চিন্তা করি।

"চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় প্রাণ যায়, উঁচু হয়ে আকাশের জলপান করতে চায়। গঙ্গা যমুনা সাত সমুদ্র জলে পূর্ণ। সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না।

"রাম লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়াছেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন, একটি কাক ব্যাকুল হয়ে বার বার জল খেতে যায় কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন ভাই, এ কাক পরম ভক্ত। অহর্নিশি রাম নাম জপ করছে! এদিকে জলতৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু খেতে পারছে না। ভাব্‌ছে খেতে গেলে পাছে রাম নাম জপ ফাঁক যায়! হলধারীকে পূর্ণিমার দিন বল্‌লুম, দাদা! আজ কি অমাবস্যা? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁগো। শুন্‌ছিলাম, যখন অমাবস্যা পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস করবে কেন? হলধারী বললে, এ কলিকাল। একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা পূর্ণিমা

বোধ নাই। ঠাকুর এ কথা বলিতেছেন, এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সসম্ভ্রমে)—আসুন আসুন। বসুন।

(বিজয়াদি ভক্তের প্রতি)—এ অবস্থায় 'অমুক দিন' মনে থাকে না। সে দিন বেণীপালের বাগানে উৎসব;—দিন ভুল হয়ে গেল। 'অমুক দিন-সংক্রান্তি, ভাল করে হরিনাম করবো' এ সব আর ঠিক থাকে না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তবে অমুক আসবে বল্‌লে মনে থাকে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের মনপ্রাণ কোথায়—ঈশ্বরলাভ ও উদ্দীপন]

"ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা। রাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, হনুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছো; কিরূপ তাঁকে দেখে এলে আমাকে বলো। হনুমান্ ব'ল্‌লে, রাম, দেখলাম সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে। তার ভিতর মন প্রাণ নাই। সীতার মন প্রাণ যে তিনি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন! তাই শুধু শরীর পড়ে আছে। আর কাল (যম) আনাগোনা কর্‌ছে! কিন্তু কি ক'র্‌বে? শুধু শরীর; মন প্রাণ তাতে নাই।

"যাকে চিন্তা ক'র্‌বে তার সত্তা পাওয়া যায়। অহর্নিশি ঈশ্বর চিন্তা কর্‌লে ঈশ্বরের সত্তা লাভ হয়। লুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়ে তাই হয়ে গেল। বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য? ঈশ্বরলাভ। সাধুর পুঁথি এক জন খুলে দেখলে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল 'রাম' নাম লেখা আছে। আর কিছু নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। তখন একবার রাম নাম ক'র্‌লে কোটী সন্ধ্যার ফল হয়।

"মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম্ ধরে নৃত্য করে। শ্রীমতীরও সেইরূপ হোতো। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়্‌তো!

"চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুন্‌লেন, এ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন, কেননা হরিনাম কীর্ত্তনের সময় খোল বাজে।

"কার উদ্দীপন হয়? যার বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হ'য়েছে। বিষয়রস যার শুকিয়ে যায় তারই একটুতেই উদ্দীপন হয়। দেশলাই ভিজে থাকলে হাজার ঘসো জ্বলবে না। জলটা যদি শুকিয়ে যায়, তা' হলে একটু ঘস্‌লেই দপ্ করে জ্বলে উঠে।

[ঈশ্বর লাভের পর, দুঃখে মরণে স্থির বুদ্ধি ও আত্মসমর্পণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেহের সুখ দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন প্রাণ দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পাসরোবরে স্নানের সময় রাম লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম দেখে বল্‌লেন ভাই, দেখ দেখ বোধ হয় কোন জীব হিংসা হলো। লক্ষ্মণ মাটি খুড়ে দেখেন একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম! যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব চীৎকার করো।' ভেক বল্‌লে, রাম! যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি' 'রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো।' এখন দেখ্‌ছি রামই আমায় মারছেন! তাই চুপ করে আছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বস্বরূপে থাকা কিরূপ—জ্ঞানযোগ কেন কঠিন

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও মহিমাদি ভক্তদের দেখিতেছেন।

ঠাকুর শুনিয়াছিলেন যে, মহিমাচরণ গুরু মানেন না। এইবার ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

"একজন চণ্ডী ভাগবৎ শোনাতো। সে বল্‌লে ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে।"

মহিমাচরণ বেদান্ত চর্চ্চা করেন। উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ অবলম্বন করিয়াছেন ও সর্ব্বদা বিচার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা; এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ। আমি আর পরব্রহ্ম এক; মায়ার দরুন জানতে দেয় না।

"হরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোণার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে সেই মাটি ফেলে দেওয়া।

"ভক্তেরা 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। কিরূপে স্বস্বরূপে থাকা যায় ন্যাংটা উপদেশ দিতো,—মন বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্বস্বরূপে থাক্‌বে।

"কিন্তু 'আমি' থাকবেই থাকবে; যায় না। যেমন অনন্ত জলরাশি, উপরে নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জলে পরিপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তবুও কুম্ভটি আছে। আমি রূপ কুম্ভ।

[পূর্ব্বকথা—কালীবাড়ীতে বজ্রপাত—ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীর ও চরিত্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনিই থাকে; তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপু দগ্ধ হয়ে যায়। কালীবাড়ীতে অনেকদিন হ'লো ঝড় বৃষ্টি হ'য়ে কালীঘরে বজ্রপাত হ'য়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, কপাটগুলির কিছু হয় নাই; তবে ইস্ক্রুগুলির মাথা ভেঙ্গে গিছিলো। কপাটগুলি যেন শরীর, কামাদি আসক্তি যেন ইস্ক্রুগুলি।

"জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে। বিষয়ের কথা হ'লে তার বড় কষ্ট হয়। বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পাগড়ী খসে না। তাই ফিরে ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে।

"বেদেতে সপ্ত ভূমির কথা আছে! পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন ঈশ্বরকথা বই শুনতেও পারে না আর বলতেও পারে না। তখন তার মুখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়।"

এই সমস্ত কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? ঠাকুর আবার বলিতেছেন—"বেদে আছে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম একও নয় দুইও নয়। এক দুয়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না! তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ—রাগভক্তি হ'লে ঈশ্বর লাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—**রাগভক্তি** এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধী ভক্তি হ'তেও যেমন যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধ্যান ক'র্‌বে, এত যাগ যজ্ঞ হোম ক'রবে, এই এই উপচারে পূজা ক'রবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ ক'র্‌বে, এই সকলের নাম বৈধি ভক্তি। হতেও যেমন যেতেও তেমন! কত লোকে বলে, আর ভাই, কত হবিষ্য করলুম, কত বার বাড়ীতে পূজা আন্‌লুম, কিন্তু কি হ'লো? রাগভক্তির কিন্তু পতন নাই। কা'দের রাগভক্তি হয়? যাদের পূর্ব্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে! অথবা যারা নিত্যসিদ্ধ। যেমন একটা পোড়ো বাড়ীর বনজঙ্গল কাট্‌তে কাট্‌তে নল বসান ফোয়ারা একটা পেয়ে গেল। মাটি সুরকী ঢাকা ছিল; যাই সরিয়ে দিলে অমনি ফর্‌ ফর্‌ করে জল উঠতে লাগলো!

"যাদের রাগভক্তি তারা এমন কথা বলে না, 'ভাই, কত হবিষ্য করলুম,— কিন্তু কি হলো! যারা নূতন চাষ করে তা'দের যদি ফসল না হয়, জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা ফসল হোক আর না হোক' আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে; তারা জানে যে, চাষ করেই খেতে হবে।

"যাদের রাগভক্তি, তা'দেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার ল'ন। হাঁস-পাতালে নাম লেখাবে—আরাম না হোলে ডাক্তর ছাড়ে না। ঈশ্বর যা'দের

ধরে আছেন তা'দের কোন ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধরে থাকে সে পড়লেও পড়তে পারে—যদি অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে সে পড়ে না।"

[রাগভক্তি হলে কেবল ঈশ্বরকথা—সংসার ত্যাগ ও গৃহস্থ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশ্বাসে কি না হতে পারে। যার ঠিক, তার সব তাতে বিশ্বাস হয়;—সাকার নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী।

"ওদেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়, বৃষ্টি এলো। মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবই বল্লাম—রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী; আবার বল্লাম, হনুমান! আচ্ছা সব বল্লাম,—এর মানে কি?

"কি জান, যখন চাকর বা দাসী বাজারের পয়সা লয় তখন বলে বলে লয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের পয়সা, এগুনো মাছের পয়সা। সব আলাদা। সব হিসাব করে লয়ে তার পর, দে মিশিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে, তার কথা শুন্‌তে ও বল্‌তে ভাল লাগে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাত করে তো অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর জন্য পা ধোবার জল আন্।

"যারা পায়রা ভালবাসে, তাদের কাছে পায়রার সুখ্যাত ক'রলে বড় খুসী। যদি কেউ পায়রার নিন্দা করে, তা হলে বলে উঠবে, তোর বাপ চোদ্দ পুরুষ কখন কি পায়রার চাষ করেছে।"

ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন। কেননা মহিমা সংসারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—সংসার একবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হোলো। তবে সাধন চাই। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

"কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও সুবিধা;—কেল্লা থেকে, অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সংসার ভোগের স্থান; এক একটী জিনিষ ভোগ ক'রে

অমনি ত্যাগ ক'রতে হয়। আমার সাধ ছিল, সোনার গোট পরি। তা শেষে পাওয়াও গেলো; সোনার গোট পরলুম; পরার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুলতে হবে।

"পেঁয়াজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম,—মন, এর নাম পেঁয়াজ। তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক ওদিক একবার সেদিক করে তার পর ফেলে দিলুম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সঙ্কীর্ত্তনানন্দে

আজ একজন গায়ক আসিবে, সম্প্রদায় লইয়া কীর্ত্তন করিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কই কীর্ত্তন কই?

মহিমা—আমরা বেশ আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, এতো আমাদের বার মাস আছে।

নেপথ্যে একজন বলিতেছেন, 'কীর্ত্তনীয়া এসেছে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে কেবল বল্লেন, 'অ্যাঁ এসেছে?'

ঘরের দক্ষিণপূর্ব্বে লম্বা বারাণ্ডায় মাদুর পাতা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'গঙ্গাজল একটু দে, যত বিষয়ীরা পা দিচ্চে।'

বালীনিবাসী প্যারিবাবুর পরিবারেরা ও মেয়েরা কালীমন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছে; কীর্ত্তন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া তাহাদের শুনিবার ইচ্ছা হইল। একজন ঠাকুরকে আসিয়া বলিতেছে, "তারা জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, ঘরে কি জায়গা হবে, তারা কি বস্‌তে পারে?" ঠাকুর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বলিতেছেন, 'না না'। (অর্থাৎ ঘরে) জায়গা কোথায়?

এমন সময় নারাণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'তুই কেন এসেছিস? অত মেরেছে—তোর বাড়ীর

লোক।' নারাণ ঠাকুরের ঘরের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুর বাবুরামকে ইঙ্গিত করিলেন, 'ওকে খেতে দিস'।

নারান ঘরের মধ্যে গেলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। নারাণকে নিজের হাতে খাওয়াইবেন। খাওয়াইবার পর আবার কীর্ত্তনের স্থানে আসিয়া বসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে

অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী, মহিমাচরণ, নারায়ণ, অধর, মাষ্টার ছোট গোপাল ইত্যাদি। রাখাল, বলরাম, তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে আছেন।

বেলা ৩।৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারাণ্ডায় কীর্ত্তন শুনিতেছেন। কাছে নারাণ আসিয়া বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন।

এমন সময় অধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধরকে দেখিয়া ঠাকুর যেন শশব্যস্ত হইলেন। অধর প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে আরও কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। আসর ভঙ্গ হইল। উদ্যানমধ্যে ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ মা কালীর ও ৺রাধাকান্তের মন্দিরে আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আবার ভক্তেরা আসিলেন।

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে আবার কীর্ত্তন হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুরের খুব উৎসাহ, বলিতেছেন যে, "এদিকে একটা বাতি দাও।" ডবল বাতি জ্বালিয়া দেওয়াতে আলো হইল।

ঠাকুর বিজয়কে বলিতেছেন, "তুমি অমন জায়গায় বস্‌লে কেন? এদিকে সরে এস।"

এবার সঙ্কীর্ত্তনে খুব মাতামাতি হইল। ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া খুব নাচিতেছেন। বিজয় নৃত্য করিতে করিতে দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন। হুঁস নাই।

কীর্ত্তনান্তে বিজয় চাবি খুঁজিতেছেন, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, "এখানেও একটা হরিবোল খায়। এই বলিয়া হাসিতেছেন। বিজয়কে আরও বলিতেছেন, "ওসব আর কেন।" (অর্থাৎ আর চাবির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কেন।)

কিশোরী প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর যেন স্নেহের আর্দ্র হইয়া তাঁহার বক্ষে হাত দিলেন। আর বলিলেন, "তবে এসো।" কথাগুলি যেন করুণামাখা। কিয়ৎক্ষণ পরে মণি ও গোপাল কাছে আসিয়া প্রণাম করিলেন;—তাঁহারা বিদায় লইবেন। আবার সেই স্নেহমাখা কথা। কথাগুলি হইতে যেন মধু ঝরিতেছে। বলিতেছেন, "কাল সকালে উঠে যেও, আবার হিম লাগবে?

[ভক্তসঙ্গে, ভক্তকথাপ্রসঙ্গে]

মণি ও গোপালের আর যাওয়া হইল না, তাঁহারা আজ রাত্রে থাকিবেন। তাঁহারা ও আরও ২।১ জন ভক্ত মেঝেতে বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্জেকে বলিতেছেন, "রাম, এখানে যে আর একখানি পাপোষ ছিল। কোথায় গেল?"

ঠাকুর সমস্ত দিন অবসর পান নাই—একটু বিশ্রাম করিতে পান নাই। ভক্তদের ফেলিয়া কোথায় যাইবেন! এইবার একবার বহির্দ্দেশে যাইতেছেন। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মণি রামলালের নিকট গান লিখিয়া লইতেছেন— "তার তারিণি!

এবার ত্বরিত করিয়ে, তপন-তনয় ত্রাসে ত্রাসিত" ইত্যাদি।

ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি লিখছো?" গানের কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ যে বড় গান।"

রাত্রে ঠাকুর একটু সুজির পায়স ও একখানি কি দু'খানি লুচি খান। ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন "সুজি কি আছে?"

গান এক লাইন দু লাইন লিখিয়া মণি লেখা বন্ধ করিলেন।

ঠাকুর মেঝেতে আসনে বসিয়া সুজি খাইতেছেন।

ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন। মাষ্টার খাটের পার্শ্বস্থিত পাপোষের উপর বসিয়া ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নারায়ণের কথা বলিতে বলিতে ভাবযুক্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ নারায়ণকে দেখলুম।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, চোখ ভেজা। মুখ দেখে কান্না পেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়। এখানে আসে বোলে ওকে বাড়ীতে মারে। ওর হ'য়ে বলে এমন কেউ নাই। 'কুজা তোমায় কু বুঝায়। রাই পক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।'

মাষ্টার (সহাস্যে)—হরিপদর বাড়ীতে বই রেখে পলায়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওটা ভাল করে নাই।

ঠাকুর চুপ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, ওর খুব সত্তা। তা না হ'লে কীর্ত্তন শুনতে শুনতে আমায় টানে! ঘরের ভিতর আমার আসতে হ'ল। কীর্ত্তন ফেলে আসা—এ কখনও হয় নাই।

ঠাকুর চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওকে ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তা এক কথায় বল্লে—'আমি আনন্দে আছি। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি ওকে কিছু কিনে মাঝে মাঝে খাইও—বাৎসল্যভাবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তেজচন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—একবার ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, একবারে আমায় ও কি বলে;—জ্ঞানী, কি কি বলে? শুনলুম, তেজচন্দ্র না কি বড় কথা কয় না। (গোপালের প্রতি)—দেখ্, তেজচন্দ্রকে শনি মঙ্গলবারে আসতে বলিস্।

মেঝেতে আসনের উপর ঠাকুর উপবিষ্ট। সুজি খাইতেছেন। পার্শ্বে একটী পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঠাকুরের কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, কিছু মিষ্টি কি আছে? মাষ্টার নূতন গুড়ের সন্দেশ আনিয়াছিলেন। রামলালকে বলিলেন, সন্দেশ তাকের উপর আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৈ আন না।

মাষ্টার ব্যস্ত হইয়া তাক খুঁজিতে গেলেন। দেখিলেন সন্দেশ নাই, বোধ হয় ভক্তদের সেবায় খরচ হইয়াছে! অপ্রস্তুত হইয়া ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, একবার তোমার স্কুলে গিয়ে যদি দেখি—

মাষ্টার ভাবিতেছেন, উনি নারায়ণকে স্কুলে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করিতেছেন; ও বলিলেন, আমাদের বাসায় গিয়ে বসলে ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; একটা ভাব আছে। কি জানো, আর কেউ ছোকরা আছে কি না একবার দেখতুম।

মাষ্টার—অবশ্য আপনি যাবেন। অন্য লোক দেখতে যায়, সেইরূপ আপনিও যাবেন।

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটীতে গিয়ে বসিলেন। একটী ভক্ত তামাক সাজিয়া দিলেন। ঠাকুর তামাক খাইতেছেন। ইতিমধ্যে মাষ্টার ও গোপাল বারাণ্ডায় বসিয়া রুটী ও ডাল ইত্যাদি জল খাবার খাইলেন। তাঁহারা নহবতের ঘরে শুইবেন ঠিক করিয়াছেন।

খাবার পর মাষ্টার খাটের পার্শ্বস্থ পাপোষে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নহবতে যদি হাঁড়িকুঁড়ি থাকে? এখানে শোবে? এই ঘরে?

মাষ্টার—যে আজ্ঞে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেবকসঙ্গে

রাত ১০টা ১১টা হইল। ঠাকুর ছোট খাট্‌টীতে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। মণির সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। ঘরের দেওয়ালের কাছে সেই পিলসুজের উপর প্রদীপে আলো জ্বলিতেছে।

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। মণির সেবা লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ আমার পা'টা কামড়াচ্ছে। একটু হাত বুলিয়ে দাওত। মণি ঠাকুরের পাদমূলে ছোট খাট্‌টীর উপর বসিলেন ও কোলে তাঁহার পা দুখানি লইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আজ সব কেমন কথা হয়েছে ?

মণি—আজ্ঞে, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আকবর বাদসাহের কেমন কথা হোলো।

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি ?

মণি—ফকির আকবর বাদশাহের সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছিল। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিল। নমাজ পড়তে পড়তে ঈশ্বরের কাছে ধন দৌলত চাচ্ছিল ; তখন ফকির আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করলে। পরে আকবর জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে, যদি ভিক্ষা করতে হয় ভিখারীর কাছে কেন ভিক্ষা ক'রবো !

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর কি কথা হয়েছিল ?

মণি—সঞ্চয়ের কথা খুব হোলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি কি হোলো।

মণি—চেষ্টা যতক্ষণ করতে হবে বোধ থাকে, ততক্ষণ চেষ্টা করতে হয়। সঞ্চয়ের কথা সিঁথিতে কেমন বলেছিলেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথা ?

মণি—যে তাঁর উপর সব নির্ভর করে, তার ভার তিনি ল'ন। নাবালকের যেমন অছী সব ভার নেয়। আর একটি কথা শুনেছিলাম যে, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ছোট ছেলে নিজে বসবার জায়গা নিতে পারে না। তাকে খেতে কেউ বসিয়ে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। ও হ'ল না; বাপে ছেলের হাত ধরে লয়ে গেলে, সে ছেলে আর পড়ে না।

মণি—আর আজ আপনি তিন রকম সাধুর কথা বলেছিলেন। উত্তম সাধু; সে বসে খেতে পায়। আপনি ছোকরা সাধুটীর কথা বল্লেন; মেয়েটীর স্তন দেখে বলেছিল, বুকে ফোড়া হয়েছে কেন ? আরও সব চমৎকার চমৎকার কথা বল্লেন; সব শেষের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি কি কথা ?

মণি—সেই পম্পার কাকের কথা। রাম নাম অহর্নিশি জপ ক'রছে, তাই জলের কাছে যাচ্ছে কিন্তু খেতে পারছে না। আর সেই সাধুর পুঁথির কথা;—তাতে কেবল "ওঁ রাম" এইটী লেখা। "আর হনুমান রামকে যা বল্লেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল্লেন ?

মণি—সীতাকে দেখে এলুম, শুধু দেহটী পড়ে রয়েছে; মন প্রাণ তোমার পায়ে সব সমর্পণ করেছেন! "আর চাতকের কথা,—ফটিক জল বই আর কিছু খাবে না। "আর জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের কথা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি ?

মণি—যতক্ষণ "কুম্ভ" জ্ঞান, ততক্ষণ "আমি কুম্ভ" থাকবেই থাকবে। যতক্ষণ "আমি" জ্ঞান, ততক্ষণ "আমি ভক্ত, তুমি ভগবান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; "কুম্ভ" জ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, "কুম্ভ" যায় না। "আমি" যাবার নয়। হাজার বিচার করো, ও যাবে না।

মণি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন—

মণি—কালী ঘরে ঈশান মুখুয্যের সঙ্গে কথা হয়েছিল—বড় ভাগ্য তখন আমরা সেখানে ছিলাম আর শুন্‌তে পেয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, কি কি কথা বল দেখি।

মণি—সেই বলেছিলেন, কর্ম্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। শম্ভু মল্লিককে বলেছিলেন, যদি ঈশ্বর তোমার সামনে আসেন, তা হলে কি কতকগুলো হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্সারী চাইবে? "আর একটী কথা হয়েছিল;—যতক্ষণ কর্ম্মে আসক্তি থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর দেখা দেন না। কেশব সেনকে সেই কথা বলেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি?

মণি—যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে ততক্ষণ মা রান্নাবান্না করেন। চুষি ফেলে যখন ছেলে চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছেলের কাছে যান।

"আর একটী কথা সে দিন হয়েছিল। লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভগবানকে কোথা কোথা দর্শন হতে পারে। রাম অনেক কথা ব'লে তারপর বল্লেন—ভাই, যে মানুষে উর্জ্জিতা ভক্তি দেখতে পাবে—'হাসে কাঁদে নাচে গায়'—প্রেমে মাতোয়ারা—সেইখানে জানবে যে আমি (ভগবান) আছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! আহা!

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

মণি—ঈশানকে কেবল নিবৃত্তির কথা বল্লেন। সেই দিন থেকে অনেকের আক্কেল হয়েছে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম কমাবার দিকে ঝোঁক। বলেছিলেন,—'লঙ্কায় রাবণ মোলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হোলো!'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিলেন।

মণি (অতি বিনীতভাবে)—আচ্ছা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম—হাঙ্গাম—কমানো ত ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ; তবে সম্মুখে কেউ পড়লো, সে এক। সাধু কি গরীব লোক সম্মুখে পড়লে তাদের সেবা করা উচিত;

মণি—আর সে দিন ঈশান মুখুয্যেকে খোসামুদের কথা বেশ বল্লেন।

মড়ার উপর যেমন শকুনি পড়ে। ও কথা আপনি পণ্ডিত পদ্মলোচনকে বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না ; উলোর বামনদাসকে।

কিয়ৎপরে মণি ছোট খাটের পার্শ্বে পাপোষের নিকট বসিলেন।

ঠাকুরের তন্দ্রা আসিতেছে ;—তিনি মণিকে বলিতেছেন, তুমি শোওগে। গোপাল কোথায় গেল ? তুমি দোর ভেজিয়ে রাখ।

পরদিন সোমবার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা হইতে অতি প্রত্যুষে উঠিয়াছেন ও ঠাকুরদের নাম করিতেছেন ; মাঝে মাঝে গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। এদিকে মা কালীর ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে, মঙ্গলারতি হইতেছে। মণি ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে শুইয়াছিলেন। তিনিও শয্যা হইতে উঠিয়া সমস্ত দর্শন করিতেছেন ও শুনিতেছেন।

প্রাতঃকৃত্যের পর তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর আজ স্নান করিলেন। স্নানান্তে ৺কালীঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ঘরে তালা লাগাইতে বলিলেন।

কালীঘরে যাইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন ও ফুল লইয়া কখনও নিজের মস্তকে কখনও মা কালীর পাদপদ্মে দিতেছেন। একবার চামর লইয়া ব্যজন করিলেন। আবার নিজের ঘরে ফিরিলেন। মণিকে আবার চাবি খুলিতে বলিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ছোট খাট্‌টিতে বসিলেন। এখন ভাবে বিভোর—ঠাকুর নাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে একাকী উপবিষ্ট।

এইবার ঠাকুর গান গাইতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানের ছলে মণিকে কি শিখাইতেছেন, যে **কালীই ব্রহ্ম**, কালী নির্গুণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী।

গান—কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে। (৩য় ভাগ ১৬ পৃষ্ঠা।)

গান—এ সব খ্যাপা মেয়ের খেলা। (২য় ভাগ।)

গান—কালী কে জানে তোমায় মা (তুমি অনন্তরূপিণী!) ;

তুমি মহাবিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, ভববন্ধের বন্ধনহারিণী তারিণী!
গিরিজা, গোপজা, গোবিন্দমোহিনী, শারদে বরদে নগেন্দ্রনন্দিনী,
জ্ঞানদে মোক্ষদে, কামাখ্যা কামদে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণহৃদিবিলাসিনী।

গান—তার তারিণি! একবার ত্বরিত করিয়ে,
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত প্রাণ যায়।
জগত অম্বে জনপালিনী-জগ-মোহিনী জগত জননী,
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরি লীলায়॥
বৃন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহারকারিনী,
রাসরঙ্গিনী রসময়ী হয়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ॥
গিরিজা গোপজা গোবিন্দমোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী,
গান্ধার্ব্বিকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার॥
শিবে সনাতনী সর্ব্বাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী সর্ব্বস্বরূপিণী,
সগুণা নির্গুণা সদাশিবপ্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার॥

মণি মনে মনে করিতেছেন, ঠাকুর যদি একবার এই গানটী গান—
"আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ।"

কি আশ্চর্য্য মনে করিতে না করিতে ঐ গানটী গাইতেছেন।

গান—আর ভুলালে ভুলবো না মা. (দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ)।
ভয়ে হেল্‌বো দুল্‌বো না মা॥
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে বিষের কূপে উল্‌বো না মা,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন্ জাল্‌বো না মা॥
আশাবায়ুগ্রস্ত হ'য়ে মনের কথা খুলবো না মা,
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে প্রেমের গাছে ঝুল্‌বো না মা।
রামপ্রসাদ ব'লে দুঃখ পেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌বো না মা॥

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আচ্ছা, আমার এখন কি রকম অবস্থা তোমার বোধ হয়?

মণি (সহাস্যে)—আপনার **সহজাবস্থা**।

ঠাকুর আপন মনে গানের ধুয়া ধরিলেন,—"সহজ মানুষ না হ'লে সহজকে না যায় চেনা।"

একাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রহ্লাদচরিত্রাভিনয়দর্শনে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ ষ্টার থিয়েটারে প্রহ্লাদচরিত্রের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতি। ষ্টার থিয়েটার তখন বিডন ষ্ট্রীটে ; এই রঙ্গমঞ্চে পরে এমারল্ড-থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন হইত।

আজ রবিবার। ৩০শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ একটী বক্সে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। রঙ্গালয় আলোকাকীর্ণ। কাছে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ বসিয়া আছেন। গিরীশ আসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গিরীশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বা, তুমি বেশ সব লিখছো!

গিরিশ—মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তোমার ধারণা আছে। সেইদিন তো তোমায় বল্লাম,' ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না—

"ধারণা চাই। কেশবের বাড়ীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডেপুটী ৮০০৲ টাকা মাহিনা পায়। সকলে বল্লে, খুব পণ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত! ছেলেটী কিসে ভাল জায়গায় বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্য ব্যাকুল! এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে তা শুনবে না! ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এটা কি!— তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র কিন্তু ধারণা হয় নাই।

গিরীশ—মনে হয়, থিয়েটারগুলা আর করা কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না না, ও থাক্, ওতে লোক শিক্ষা হবে।

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রহ্লাদ পাঠশালে লেখা পড়া করিতে আসিয়াছেন। প্রহ্লাদকে দর্শন করিয়া ঠাকুর সস্নেহে 'প্রহ্লাদ' 'প্রহ্লাদ' এই কথা বলিতে বলিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন।

প্রহ্লাদকে হস্তি পদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাঁদিতেছেন। অগ্নিকুণ্ডে যখন ফেলিয়া দিল তখনও ঠাকুর কাঁদিতেছেন।

গোলকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসিয়া আছেন। নারায়ণ প্রহ্লাদের জন্য ভাবিতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর কথাপ্রসঙ্গে

[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ ও উপায়—তিনপ্রকার ভক্ত]

রঙ্গালয়ে গিরীশ যে ঘরে বসেন সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। গিরীশ বলিলেন, 'বিবাহ বিভ্রাট' কি শুনবেন? ঠাকুর বলিলেন, 'না প্রহ্লাদ চরিত্রের পর ও সব কি? আমি তাই গোপাল উড়ের দলকে বলেছিলাম, তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বোলো। বেশ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল আবার বিবাহ বিভ্রাট—সংসারের কথা। 'যা ছিলুম তাই হলুম'। আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে। ঠাকুর গিরীশাদির সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। গিরীশ বলিতেছেন, মহাশয়, কি রকম দেখলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা। যারা গোলকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে কি না তার লক্ষণ আছে। একটী লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র—উপরে হিল্লোল, কল্লোল,—নীচে গভীর জল। যার ভগবান দর্শন

হয়েছে, সে কখনও পাগলের ন্যায়, কখনও পিশাচের ন্যায়—শুচি অশুচি ভেদ জ্ঞান নাই। কখনও বা জড়ের ন্যায়; কেননা অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন কোরে অবাক্ হয়ে থাকে। কখন বালকের ন্যায়। আঁট নাই; বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখন বাল্যভাব; কখন পৌগণ্ড ভাবে—ফষ্টি-নাষ্টি করে; কখন যুবার ভাব—যখন কর্ম্ম করে, লোক শিক্ষা দেয়, তখন সিংহ তুল্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবের অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বলে কি সূর্য্য নাই? সূর্য্য ঠিক আছে।

"তবে 'বালকের আমি' এতে দোষ নাই; বরং উপকার আছে। শাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে কিন্তু মিছরিতে কফদোষ করে না।

"তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশী তোমায় বল্লে দল টল থাক্‌বে না!' কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বল্লাম, 'বালকের আমি' 'দাস আমি' এতে দোষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি দেখেন যে, ঈশ্বরই জীব জগৎ হয়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত।

গিরীশ (সহাস্যে)—সবই তিনি; তবে একটু আমি থাকে—কফ-দোষ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ওতে হানি নাই। ও 'আমি' টুকু সম্ভোগের জন্য। 'আমি একটী, তুমি একটী' হলে আনন্দভোগ করা যায়। সেব্য সেবকের ভাব।

"আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে ঈশ্বর সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে,—ঈশ্বর আছেক, ঐ ঈশ্বর—অর্থাৎ আকাশের ও পারে। (সকলের হাস্য।)

"গোলকের রাখাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হল, (ঈশ্বরই) সব হয়েছে। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর ঠিক বোধ হয় ঈশ্বরই কর্ত্তা, তিনিই সব কচ্চেন!"

গিরীশ—মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব কচ্চেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বলি, মা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী; আমি জড়, তুমি চেতয়িতা; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।' যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন!

[কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি হয়—সর্ব্বদা পাপ পাপ কি—অহৈতুকী ভক্তি]

গিরীশ—মহাশয় আমি আর কি করছি, আর কর্ম্মই বা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, কর্ম্ম ভাল। জমি পাট্ করা হলে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কত্তে হয়।

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো!' যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোক শিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটী পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচ জনকে দেয়! কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয়, যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখেছিলেন। (গিরীশের প্রতি) তুমি পরের জন্য রাখবে।

গিরীশ—আপনি তবে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মার নামে বিশ্বাস কোরো, হয়ে যাবে।

গিরীশ—আমি যে পাপী!

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে পাপ পাপ সর্ব্বদা করে, সেই শালাই পাপী হয়ে যায়!

গিরীশ—মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটী অশুদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়? না, একেবারে দপ করে আলো হয়?

গিরীশ—আপনি আশীর্ব্বাদ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার যদি আন্তরিক হয়,—আমি কি বল্‌ব! আমিই খাই দাই তাঁর নাম করি।

গিরীশ—আন্তরিক নাই, ঐটুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি? নারদ শুকদেব এঁরা হতেন ত—

গিরীশ—নারদাদি ত দেখতে পাচ্চি না। সাক্ষাৎ যা পাচ্চি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা, বিশ্বাস!

কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হইতেছে।

গিরীশ—একটি সাধ; অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়। জীবকোটির হয় না। (সকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আপনমনে গান ধরিলেন দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে—

> শ্যামাধন কি সবাই পায় (কালীধন কি সবাই পায়),
> অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
> শিবেরি অসাধ্য সাধন মন মজানো রাঙ্গা পায়॥
> ইন্দ্রাদি সম্পদসুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মার।
> সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
> যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
> নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।

গিরীশ—নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর দর্শনের উপায়—ব্যাকুলতা

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—তীব্র বৈরাগ্য হলে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন করে ভগবানকে পাবো। গুরু বল্লেন, আমার সঙ্গে এসো ;—এই বলে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধর্‌লেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আন্‌লেন ও বল্লেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল ? শিষ্য বল্‌লে, প্রাণ আটু-বাটু ক'রছিল—যেন প্রাণ যায়। গুরু বল্লেন দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।

"তাই বলি, তিন টান এক সঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা এক সঙ্গে করে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তা' হলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে !' তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।"

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়—কলিকালে নারদীয় ভক্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন তোমায় যা বল্‌লুম ভক্তির মানে কি—না কায়মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্ত্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ স্তব স্তুতি, তাঁর গুণ-কীর্ত্তন, এই সব করা।

"কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্ব্বদা তাঁর নাম কীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল ব'লে তাঁর ভজনা করে।

"ভক্তির আমিতে অহঙ্কার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। এ আমি আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে

নয়; অন্য শাকে অসুখ হয়; কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়; উল্‌টে উপকার হয়, মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়; অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

"নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভবে ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্ব্ব প্রথমে প্রেম।

"প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটী না হলে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

"জ্ঞান যোগ কি? যে পথ দিয়ে স্ব-স্বরূপকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই বোধ।

"প্রহ্লাদ কখনও স্ব-স্বরূপে থাকতেন। কখনও দেখতেন, আমি একটি তুমি একটী; তখন ভক্তি ভাবে থাকতেন।

"হনুমান বলেছিল, রাম! কখনও দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন দেখি তুমি প্রভু আমি দাস; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান—তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

গিরীশ—আহা!

[সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয়?]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক বৈরাগ্য চাই। ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য, দুদিনের জন্য,—এইটী পাকা বোধ চাই। উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় বল সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

"আর একটী কথা। কামাদি কুমীরের ভয় আছে।"

গিরীশ—যমের ভয় কিন্তু আমার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, কামাদিকুমীরের ভয় আছে; তাই হলুদ মেখে ডুব দিতে হয়। বিবেক বৈরাগ্যরূপ হলুদ!

"সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয়। তাই দুই যোগীর কথা আছে; গুপ্ত-যোগী ও ব্যক্তযোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্তযোগী, তাদের সকলে চেনে। গুপ্তযোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম্ম করছে কিন্তু দেশের ছেলেপুলেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন তোমায় বলেছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত করে, কিন্তু সর্ব্বদাই উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে। বিবেক বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন। 'আমি-কর্ত্তা' আর এ সব জিনিষ আমার'—এ বোধ সহজে যায় না। একজন ডেপুটীকে দেখলুম ৮০০৲ টাকা মাইনে, ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে সে দিকে মন একটুও দিলে না। একটা ছেলে সঙ্গে করে এনেছে, তাকে একবার এখানে বসায় একবার সেখানে বসায়। আর একজনকে আমি জানি, নাম করবো না; জপ করতো খুব, কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিছিলো। তাই বলছি, বিবেক বৈরাগ্য হলে সংসারেতেও হয়।

[পাপীতাপী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

গিরীশ—এ পাপীর কি হবে?

ঠাকুর উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া করুণস্বরে গান ধরিলেন—

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে॥
ভাবিলে ভব ভাবনা যায়রে—তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে॥
এলি কি তত্ত্বে, এ মর্ত্ত্যে কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে—
উচিত তো নয়, দাশরথিরে ডুবাবি রে—
কর এ চিত্ত প্রাচিত্ত সে নিত্য পদ ভেবে॥

(গিরীশের প্রতি)—"তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।"

[আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা ও আম্‌মোক্তারী বা বকল্‌মা]

"মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। দেখনা, কাছে ভগবান আছেন, তবু তাঁকে জানবার যো নাই, মাঝে মহামায়া আছেন বলে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ যাচ্ছেন; আগে রাম, মাঝে সীতা—সকলের পিছনে লক্ষ্মণ। রাম আড়াই হাত অন্তরে রয়েছেন তবু লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না।

"তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব,—সন্তান ভাব, দাসী-ভাব আর সখিভাব! দাসী-ভাব, সখী ভাবে অনেক দিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মত কাপড়, গয়না, ওড়না পরতুম। **সন্তান-ভাব খুব ভাল।**

"বীরভাব ভাল না। নেড়া—নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিতে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এভাবে প্রায়ই পতন আছে।

গিরীশ—আমার এক সময়ে ঐ ভাব এসেছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া গিরীশকে দেখিতে লাগিলেন।

গিরীশ—ঐ আড়টুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)—তাঁকে আমমোক্তারী দাও—তিনি যা করবার করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সত্ত্বগুণ এলে ঈশ্বর লাভ

'সচ্চিদানন্দ না কারণানন্দ'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশাদির প্রতি)—ধ্যান করতে করতে ওদের সব লক্ষণ দেখি। 'বাড়ী করবো' এ বুদ্ধি ওদের নাই। মাগ-সুখের ইচ্ছা নাই। যাদের মাগ আছে, একসঙ্গে শোয় না। কি জানো—রজোগুণ না গেলে, শুদ্ধ সত্ত্ব না এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। তাঁর উপর ভালবাসা আসে না, তাঁকে লাভ করা যায় না।

গিরীশ—আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই! তবে বলেছি আন্তরিক হলে হয়ে যাবে। কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর 'আনন্দময়ী'! 'আনন্দময়ী'! এই কথা উচ্চারণ করিয়া **সমাধিস্থ** হইতেছেন। সমাধিস্থ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন। 'শালারা' সব কই? বাবুরামকে মাষ্টার ডাকিয়া আনিলেন।

ঠাকুর বাবুরাম ও অন্যান্য ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন, "**সচ্চিদানন্দই ভাল**! আর কারণানন্দ?" এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়েছি।
মনি মন্দির মেজে ল'ব অক্ষ দুটি করে কুচি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেচি।
(আমি) **কালীব্রহ্ম** জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি॥

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তাঁর সন্ধ্যানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালী নামে কতগুণ কেবা জান্তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

"আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিলুম, মা আর কিছু চাই না আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

গিরীশের শান্ত ভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, তোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা।

ঠাকুর নাট্যালয়ে ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। একজন আসিয়া বলিলেন—'আপনি বিবাহ বিভ্রাট দেখবেন? এখন অভিনয় হচ্ছে।"

ঠাকুর গিরীশকে বলিতেছেন, এ'কি কল্লে? প্রহ্লাদচরিত্রের পর বিবাহ বিভ্রাট? আগে পায়েস মুণ্ডি, তারপর সুক্তনি।"

[দয়াসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও বারবণিতা]

অভিনয়ান্তে গিরীশের উপদেশে নটীরা (actresses) ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। তাঁহারা দেখিয়া অবাক্ যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, "মা, থাক্ থাক্ ; মা, থাক্ থাক্।" কথাগুলি করুণামাখা।

তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন,—

"সবই তিনি, এক এক রূপে।"

এইবার ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গিরীশাদি ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর গভীর সমাধি মধ্যে মগ্ন হইলেন।

গাড়ীর ভিতরে নারাণাদি ভক্তেরা উঠিলেন। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাইতেছে।

দ্বাদশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

[রাখাল, ভবনাথ, নরেন্দ্র, বাবুরাম]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে আনন্দে বসিয়া আছেন। বাবুরাম, ছোট নরেন, পল্টু, হরিপদ, মোহিনীমোহন ইত্যাদি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। একটী ব্রাহ্মণ যুবক দুই তিন দিন ঠাকুরের কাছে আছেন। তিনিও বসিয়া আছেন। আজ শনিবার ২৫শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ ১৮৮৫, বেলা আন্দাজ তিনটা। চৈত্র কৃষ্ণা-সপ্তমী।

শ্রীশ্রীমা নহবতে আজ কাল আছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া থাকেন—শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য। মোহিনীমোহনের সঙ্গে স্ত্রী, নবীনবাবুর মা, গাড়ী করিয়া আসিয়াছেন।

মেয়েরা নহবতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেইখানেই আছেন। ভক্তেরা একটু সরিয়া গেলে ঠাকুরকে আসিয়া প্রণাম করিবেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ছোকরা ভক্তদের দেখিতেছেন ও আনন্দে বিভোর হইতেছেন।

রাখাল এখন দক্ষিনেশ্বরে থাকেন না। কয়মাস বলরামের সহিত বৃন্দাবনে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া এখন বাটিতে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—রাখাল এখন পেনসান্ খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়ীতে থাকে। বাড়ীতে পরিবার আছে। কিন্তু আবার বলেছে, হাজার টাকা মাহিনা দিলেও চাকরী করিবে না।

"এখানে শুয়ে শুয়ে বলতো—তোমাকেও ভাল লাগে না, এমনি তার একটা অবস্থা হয়েছিল।

"ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্ম্ম কথা কয়। ঈশ্বরের কথা নিয়ে দুজনে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে

একটু আমোদ আহ্লাদ করবি, তখন রেগে রোক্ করে বল্লে, কি! আমরাও আমোদ আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?

ঠাকুর এইবার নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—কিন্তু নরেন্দ্রের উপর যত ব্যাকুলতা হয়েছিল এর উপর (ছোট নরেনের উপর) তত হয় নাই।

(হরিপদর প্রতি) তুই গিরীশ ঘোষের বাড়ী যাস?

হরিপদ—আমাদের বাড়ীর কাছে বাড়ী, প্রায়ই যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র যায়?

হরিপদ—হাঁ, কখন কখন দেখ্‌তে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গিরীশ ঘোষ যা বলে (অর্থাৎ 'অবতার' বলে) তাতে ও কি বলে?

হরিপদ তর্কে হেরে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না সে (নরেন্দ্র) বল্লে, গিরীশ ঘোষের এখন এত বিশ্বাস—আমি কেন কোন কথা বল্‌বো?

জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের জামায়ের ভাই আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি নরেন্দ্রকে জান?

জামায়ের ভাই—আজ্ঞে, হাঁ। নরেন্দ্র বুদ্ধিমান ছোকরা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ইনি ভাল লোক, যে কালে নরেন্দ্রের সুখ্যাতি করেছেন। সে দিন নরেন্দ্র এসেছিল। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সেদিন গাইলে। কিন্তু গানটী সে দিন আলুনী লাগ্‌লো।

[বাবুরাম ও 'দুদিক রাখা'—জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও]

ঠাকুর বাবুরামের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন। মাষ্টার যে স্কুলে অধ্যাপনা করেন, বাবুরাম সে স্কুলে Entrance classএ পড়েন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরামের প্রতি)—তোর বই কই? পড়া শুনা করবি না? (মাষ্টারের প্রতি) ও দুদিক রাখতে চায়।

"বড় কঠিন পথ, একটু তাঁকে জানলে কি হবে! বশিষ্ঠদেব, তারই পুত্র-শোক হ'ল! লক্ষ্মণ দেখে অবাক হয়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম বল্লেন, ভাই এ আর আশ্চর্য্য কি। যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে? ভাই, তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। পায়ে কাঁটা ফুটলে, আর একটী কাঁটা খুঁজে আনতে হয়. সেই কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলতে হয়, তার পর দুটী কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যেতে হয়।"

বাবুরাম (সহাস্যে)—আমি ঐটী চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওরে দুদিক রাখলে কি তা হয়। তা যদি চাস তবে চলে আয়।

বাবুরাম (সহাস্যে)—আপনি নিয়ে আসুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—রাখাল ছিল সে এক; তার বাপের মত ছিল। এরা থাকলে হাঙ্গাম হবে।

(বাবুরামের প্রতি) তুই দুর্ব্বল! তোর সাহস কম! দেখ দেখি ছোট নরেন কেমন বলে, 'আমি একেবারে এসে থাকব!'

এতক্ষণে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের মধ্যে আসিয়া মেজেতে মাদুরের উপর বসিয়াছেন। মাষ্টার তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী খুঁজছি। মনে করি এ বুঝি থাকবে! সকলেই এক একটা ওজর করে!

"একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাত মৃত্যু হ'লে ভূত হয়; তাই সে ভূতটা যাই দেখ্‌তো কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কি হোঁচট খেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে, অমনি দৌড়ে যেত;—এই মনে করে যে এটার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার সঙ্গী হবে। কিন্তু তার এমনি কপাল যে দেখে সব শালারা বেঁচে উঠে! সঙ্গী আর জোটে না।

"দেখ না, রাখাল 'পরিবার' 'পরিবার' করে। বলে, আমার স্ত্রীর কি হবে। নরেন্দ্র বুকে হাত দেওয়াতে বেহুঁস হয়ে গিছলো; তখন ব'লে, ওগো, তুমি আমার কি কল্লে গো! আমার যে বাপ মা আছে গো!

"আমায় তিনি এ অবস্থায় রেখেছেন কেন? চৈতন্যদেব সন্ন্যাস করলেন—সকলে প্রণাম করবে বলে; যারা একবার নমস্কার করবে **তারা উদ্ধার হয়ে যাবে।**"

ঠাকুরের জন্য মোহিনীমোহন চাংড়া করিয়া সন্দেশ আনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সন্দেশ কার?

বাবুরাম মোহিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

ঠাকুর প্রণব উচ্চারণ করিয়া সন্দেশ স্পর্শ করিলেন, ও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই সন্দেশ লইয়া ভক্তদের দিতেছেন! কি আশ্চর্য্য ছোট নরেনকে ও আরও দুই একটী ছোকরা ভক্তকে নিজে খাওয়াইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এর একটী মানে আছে। **নারায়ণ** শুদ্ধাত্মাদের ভিতর বেশী প্রকাশ। ও দেশে যখন যেতুম ঐরূপ ছেলেদের কারু কারু মুখে খাবার দিতাম। চিনে শাঁখারী ব'লত, 'উনি আমাদের খাইয়ে দেন না কেন। কেমন করে দেব, কেউ ভাজ মেগো! কেউ অমুক মেগো; কে খাইয়ে দেবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[সমাধিমন্দিরে—ভক্তদের সম্বন্ধে মহাবাক্য]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। ও ছোট খাট্‌টীতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্ত্তনীর ঢং দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্ত্তনী সেজে গুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্ত্তনী দাঁড়াইয়া; হাতে রঙ্গীন রুমাল; মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাসিতেছে ও নথ তুলিয়া থু থু ফেলিতেছে। আবার যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে 'আসুন'! আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটী ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছেন।

অভিনয় দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পল্টু হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে তাকাইয়া মাষ্টারকে বলিতে-ছেন,—"ছেলে মানুষ কি না, তাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি, সহাস্যে)—তোর বাবাকে এ সব কথা বলিস্‌নি। যা ও একটু (আমার প্রতি) টান ছিল তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।

[আহ্নিক জপ ও গঙ্গাস্নানের সময় কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই,—তাই ঠোঁঠ বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উঁহুঁ—এই সব করে। (হাস্য)

"আবার কেউ মালা জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে করতে হয় ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, 'ঐ মাছটা!' যত হিসাব সেই সময়ে! (সকলের হাস্য)।

"কেউ হয়ত গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবান চিন্তা করিবে, গল্প করতে বসে গেল! যত রাজ্যের গল্প! 'তোর ছেলের বিয়ে হ'ল, কি গয়না দিলে?' 'অমুখের বড় ব্যামো'; 'অমুক শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে কিনা' 'অমুক কনে দেখতে গিছলো; তা দেওয়া থোওয়া সাধ আহ্লাদ খুব করবে'; হরিশ আমার বড় ন্যাওটে', আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না' 'এতো দিন আসতে পারিনি মা—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম!'

"দেখ দেখি কোথায় গঙ্গাস্নানে এসেছে! যত সংসারের কথা!"

ঠাকুর ছোট নরেনকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইলেন। শুদ্ধাত্মা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন।

ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধি চিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি খুসি হইতে-

ছিল, এইবার সকলেই নিঃশব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর নিঃস্পন্দ, চক্ষু স্থির! হাত জোড় করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন!

কিয়ৎপরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুরের বায়ু স্থির হইয়া গিয়াছিল, এইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্রমে বহির্জগতে মন আসিতেছে। ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছু কিছু [illegible]লিতেছেন! (ছোট নরেনের প্রতি) তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম।—[illegible]ার হবে। আসিস এক একবার।—আচ্ছা, তুই কি ভালবাসিস?—জ্ঞান না ভক্তি?

ছোট নরেন—শুধু ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না জানলে ভক্তি কাকে করবি? (মাষ্টারকে দেখাইয়া, সহাস্যে) এঁকে যদি না জানিস, কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি? (মাষ্টারের প্রতি) তবে শুদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে—'শুধু ভক্তি চাই'—এর অবশ্য মানে আছে। "আপনা আপনি ভক্তি আসা, সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি-বিচার করা ভক্তি।

(ছোট নরেনের প্রতি) "দেখি তোর শরীর দেখি, জামা খোল দেখি। বেশ বুকের আয়তন;—তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস্। ঠাকুর এখনও ভাবস্থ। অন্য অন্য ভক্তদের সস্নেহে এক এক জনকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন।

(পল্টুর প্রতি) "তোর ও হবে। তবে একটু দেরিতে হবে। (বাবুরামের প্রতি) "তোকে টানছি না কেন? শেষে কি একটা হাঙ্গামা হবে!

(মোহিনীমোহনের প্রতি) তুমি তো আছই!—একটু বাকি আছে; সেটুকু গেলে কাজকর্ম্ম সংসার কিছু থাকে না।—সব যাওয়া কি ভাল।"

এই বলিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে সস্নেহে তাকাইয়া রহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের সমস্ত ভাব দেখিতেছেন। মোহিনীমোহন কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য সব যাওয়াই ভাল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার

বলিতেছেন—"ভাগবত পণ্ডিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন;—তা না হলে ভাগবত কে শুনাবে।—রেখে দেন লোক শিক্ষার জন্য। মা সেই জন্য সংসারে রেখেছেন।"

এইবার ব্রাহ্মণ যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা ও জীবন মুক্ত']

শ্রীরামকৃষ্ণ (যুবকের প্রতি)—তুমি জ্ঞান চর্চ্চা ছাড়—ভক্তি নাও—**ভক্তিই** সার।—আজ তোমার কি তিন দিন হ'ল?

ব্রাহ্মণ যুবক (হাত জোড় করিয়া)—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**বিশ্বাস করো—নির্ভর কর—তা হ'লে নিজের কিছু করতে হবে না! মা কালী সব করবেন।**

"জ্ঞান সদর মহল পর্য্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দর মহলে যায়। **শুদ্ধাত্মা** নির্লিপ্ত, বিদ্যা, অবিদ্যা তাঁর ভিতর দুইই আছে, তিনি নির্লিপ্ত। বায়ুতে কখনও সুগন্ধ কখনও দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্যাসদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন; গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তারাও পারে যাবে,—দধি, দুধ, ননী বিক্রি করতে যাচ্ছে কিন্তু নৌকা ছিল না, কেমন করে পারে যাবেন—সকলে ভাবছেন।

এমন সময়ে ব্যাসদেব বল্লেন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। তখন গোপীরা তাঁকে ক্ষীর, সর, ননী সমস্ত খাওয়াতে লাগিলেন। ব্যাসদেব প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেল্‌লেন!

"তখন ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন করে বলছেন—যমুনে! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তা'হলে তোমার জল দুই ভাগ হ'বে আর মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যা'ব। ঠিক তাই হ'ল! যমুনা দুইভাগ হয়ে গেলেন, মাঝে ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপীরা সকলে পার হ'য়ে গেলেন!

"আমি 'খাই নাই' তার মানে এই যে আমি সেই শুদ্ধাত্মা; **শুদ্ধাত্মা**

নির্লিপ্ত;—প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই! জন্ম মৃত্যু নাই,—অজর অমর সুমেরুবৎ

"যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত! সে ঠিক বুঝতে পারে যে আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না! দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোল আলাদা হয়ে যায়। আত্মাটী যেন দেহের ভিতর নড় নড় করে। তেমনি বিষয়বুদ্ধিরূপ জল শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের সুপারী বা বাদাম ছাল থেকে তফাৎ করা যায় না।

"কিন্তু পাকা অবস্থায় সুপারি বা বাদাম আলাদা—ও ছাল আলাদা হয়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে বিষয় রস শুকিয়ে যায়।

"কিন্তু সে জ্ঞান বড় কঠিন। বল্লেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না! কেউ জ্ঞানের ভাণ করে। (সহাস্যে) একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এদিকে ব'লত—আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। কোন লোক তাকে তিরস্কার করাতে সে বল্লে, 'কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ; সবই যদি মিথ্যা হ'ল সত্য কথাটাই কি ঠিক! মিথ্যাটাও মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা!" (সকলের হাস্য।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

['ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—গুহ্যকথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তসঙ্গে মেজেতে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন! ভক্তদের বলিতেছেন, আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেতো। ভক্তের পদসেবা করিতেছেন। (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) "এর (পদ সেবার) অনেক মানে আছে।"

আবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, এর ভিতর যদি কিছু থাকে (পদ সেবা করিলে) অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যায়।

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি **গুহ্য** কথা বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এখানে অপর লোক কেউ নাই। সে দিন—হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটী (দেহটী) ছেড়ে **সচ্চিদানন্দ** বাহিরে এল; **এসে বল্লে, আমি যুগে যুগে অবতার**! তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বল্‌ছে, **শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল**।

ভক্তেরা সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন,—**সচ্চিদানন্দ** ভগবান্ কি শ্রীরামকৃষ্ণে রূপ ধারণ করিয়া আমাদের কাছে বসিয়া আছেন? ভগবান কি আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন—"**দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য**।"

ভক্তেরা সকলে অবাক্ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন।

[যোগমায়া আদ্যাশক্তি ও অবতার লীলা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এখন মাকে বলছিলাম, আর বক্‌তে পারি না। আর বলছিলাম, মা যেন একবার ছুঁয়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়! যোগ মায়ার এমনি মহিমা—তিনি ভেল্‌কী লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবন লীলায় যোগমায়া ভেল্‌কী লাগিয়ে দিলেন। তাঁরই বলে সুবোল কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন করে দিছলেন। যোগমায়া—যিনি **আদ্যাশক্তি**—তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তির আরোপ করেছিলাম।

"আচ্ছা, যারা আসে তাদের কিছু কিছু হচ্ছে?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, হচ্ছে বৈ কি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন করে জানলে?

মাষ্টার (সহাস্যে)—সবাই বলে, তাঁর কাছে যারা যায় তারা ফেরে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটা কোলাব্যাঙ্ হেলে সাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিল্‌তেও পার্‌ছে না, ছাড়তেও পাচ্ছে না! আর কোলা ব্যাঙ্‌টার যন্ত্রণা—সেটা ক্রমাগত ডাক্‌ছে! ঢোঁড়া সাপটারও যন্ত্রণা।

কিন্তু গোখ্‌রো সাপের পাল্লায় যদি পড়্‌তো তা হলে দু এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত! (সকলের হাস্য)।

(ছোকরা ভক্তদের প্রতি)—"তোরা ত্রৈলোক্যের সেই বইখানা পড়িস—ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা। তার কাছে একখানা চেয়ে নিস্‌ না! বেশ চৈতন্য-দেবের কথা আছে।

একজন ভক্ত—তিনি দেবেন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন কাঁকুড়ক্ষেতে যদি অনেক কাঁকুড় হয়ে থাকে তা হ'লে মালিক ২।৩টা বিলিয়ে দিতে পারে! (সকলের হাস্য)। অমনি কি দেবে না—কি বলিস্‌?

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি)—আসিস্‌ এখানে এক এক বার।

পল্টু—সুবিধা হ'লে আস্‌ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কলিকাতায় যেখানে যাব, সেখানে যাবি?

পল্টু—যাব; চেষ্টা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ পাটোয়ারী!

পল্টু—'চেষ্টা ক'র্‌ব' না বল্লে যে মিছে কথা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ওদের মিছে কথা ধরি না, ওরা স্বাধীন নয়।

ঠাকুর হরিপদর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিপদর প্রতি)—মহেন্দ্র মুখুয্যে কেন আসে না?

হরিপদ—ঠিক বলতে পারি না।

মাষ্টার (সহাস্যে)—তিনি জ্ঞানযোগ কচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; সে দিন প্রহ্লাদচরিত্র দেখাতে গাড়ী পাঠিয়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু দেয় নাই, বোধ হয় এই জন্যে আসে না।

মাষ্টার—একদিন মহিম চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয়েছিল। সেইখানে যাওয়া আসা করেন বলে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন মহিমা ত ভক্তির কথাও কয়। সে ত ঐটে খুব বলে, 'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌।'

মাষ্টার (সহাস্যে)—সে আপনি বলান তাই বলে।

শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ ঠাকুরের কাছে নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আজ কাল তিনি সর্ব্বদা ঠাকুরের কথা লইয়া থাকেন।

হরি—গিরীশ ঘোষ আজকাল অনেক রকম দেখেন। এখান থেকে গিয়ে অবধি সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন—কত কি দেখেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'তে পারে গঙ্গার কাছে গেলে অনেক জিনিষ দেখা যায়, নৌকা, জাহাজ—কত কি।

হরি—গিরীশ ঘোষ বলেন, 'এবার কেবল কর্ম্ম নিয়ে থাক্‌ব, সকালে ঘড়ি দেখে দোয়াত কলম নিয়ে বস্‌ব ও সমস্ত দিন ঐ (বই লেখা) ক'র্‌ব'। এই রকম বলেন কিন্তু পারেন না। আমরা গেলেই কেবল এখানকার কথা। আপনি নরেন্দ্রকে পাঠাতে বলেছিলেন। গিরীশবাবু বল্লেন, 'নরেন্দ্রকে গাড়ী করে দিব'।

৫টা বাজিয়াছে। ছোট নরেন বাড়ী যাইতেছেন। ঠাকুর উত্তর পূর্ব্ব লম্বা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া একান্তে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা ও অনেকে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাট্‌টীতে বসিয়া মোহিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। পরিবারটী পুত্রশোকের পর পাগলের মত। কখনও হাসেন, কখন কাঁদেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এলে কিন্তু শান্তভাব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার পরিবার এখন কি রকম?

মোহিনী—এখানে এলেই শান্ত হন, সেখানে মাঝে মাঝে বড় হাঙ্গাম করেন। সে দিন মর্‌তে গিছ্‌লেন।

ঠাকুর শুনিয়া কিয়ৎকাল চিন্তিত হইয়া রহিলেন। মোহিনী বিনীতভাবে বলিতেছেন, আপনার দু একটা কথা বলে দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাঁধতে দিও না। ওতে মাথা আরও গরম হয়। আর লোক জন সঙ্গে রাখ্‌বে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সন্ন্যাসের অবস্থা। তারকসংবাদ

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়ীতে আরতির উদ্যোগ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জ্বালা ও ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ছোট খাট্‌টিতে বসিয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া সুস্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে আর কেহ নাই। মাষ্টার বসিয়া আছেন।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। মাষ্টারও দাঁড়াইলেন। ঠাকুর ঘরের পশ্চিমের ও উত্তরের দরজা দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'ওদিকগুলো (দরজাগুলি) বন্ধ কর। কেবল মাষ্টার দরজাগুলি বন্ধ করিয়া বারাণ্ডায় ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, 'একবার কালী-ঘরে যাব।' এই বলিয়া মাষ্টারের হাত ধরিয়া ও তাঁহর উপর ভর দিয়া কালীঘরের সম্মুখের চাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন আর সেই স্থানে বসিলেন। বসিবার পূর্ব্বে বলিতেছেন— 'তুমি বরং ওকে ডেকে দাও'। মাষ্টার বাবুরামকে ডাকিয়া দিলেন।

ঠাকুর মা কালী দর্শন করিয়া বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেছেন। মুখে 'মা, মা, রাজরাজেশ্বরী!'

ঘরে আসিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন।

ঠাকুরের একটী অদ্ভুদ অবস্থা হইয়াছে। কোন ধাতু দ্রব্যে হাত দিতে পারিতেছেন না। বলিয়াছিলেন, 'মা, বুঝি ঐশ্বর্য্যের ব্যাপারটী মন থেকে একেবারে তুলে দিচ্ছেন!' এখন কলাপাতায় আহার করেন। মাটির ভাঁড়ে জল খান। গাড়ু ছুঁইতে পারেন না; তাই ভক্তদের মাটির ভাঁড় আনিতে বলিয়াছিলেন। গাড়ুতে বা থালায় হাত দিলে ঝন্‌ঝন্ কন্‌কন্ করে; যেন সিঙ্গী মাছের কাঁটা বিঁধছে।

প্রসন্ন কয়টী ভাঁড় আনিয়াছিলেন, কিন্তু বড় ছোট। ঠাকুর হাসিয়া

বলিতেছেন, ভাঁড়গুলি বড় ছোট। কিন্তু ছেলেটী বেশ। আমি বলাতে আমার সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো। কি ছেলেমানুষ!

['ভক্ত ও কামিনী'—'সাধু সাবধান']

বেলঘরের তারক একজন বন্ধু সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর ছোট খাট্‌টীতে বসিয়া আছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। মাষ্টার ও দুই একটী ভক্তও বসিয়া আছেন।

তারক বিবাহ করিয়াছেন বাপ মা ঠাকুরের কাছে আসিতে দেন না। কলিকাতায় বৌবাজারের কাছে বাসা আছে, সেইখানেই আজ কাল তারক প্রায় থাকেন। তারককে ঠাকুর বড় ভালবাসেন। সঙ্গী ছোকরাটী একটু তমোগুণী। ধর্ম্ম বিষয় ও ঠাকুরের সম্বন্ধে একটু ব্যঙ্গভাব। তারকের বয়স আন্দাজ বিংশতি বৎসর। তারক আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের বন্ধুর প্রতি)—একবার দেবালয় সব দেখে এস না।

বন্ধু—ও সব দেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তারক যে এখানে আসে, এটা কি খারাপ?

বন্ধু—তা আপনি জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি (মাষ্টার) হেড মাষ্টার। বন্ধু—ওঃ।

ঠাকুর তারককে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, অনেক কথা কহিতেছেন। তারক অনেক কথাবার্ত্তার পর বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের প্রতি)—**সাধু সাবধান!** কামিনী কাঞ্চন থেকে সাবধান! মেয়ে মানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার জো নাই। **বিশালক্ষীর দ**; যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না! আর এখানে এক একবার আস্‌বি।

তারক—বাড়ীতে আস্‌তে দেয় না।

একজন ভক্ত—যদি কারু মা বলেন তুই দক্ষিণেশ্বরে যাস্‌ নাই। যদি দিব্য দেন আর বলেন, যদি যাস্‌ তো আমার রক্ত খাবি!—

[শুধু ঈশ্বরের জন্য গুরুবাক্য লঙ্ঘন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে মা ও কথা ব'লে সে মা নয়;—সে **অবিদ্যারূপিণী।** সে মার কথা না শুনলে কোন দোষ নাই। সে মা ঈশ্বর লাভের পথে বিঘ্ন দেয়। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই।

"তবে 'ঈশ্বরের পথে যেও না' একথা ছাড়া আর সব কথা শুনবি। দেখি তোর হাত দেখি।"

এই বলিয়া ঠাকুর তারকের হাত কত ভারি যেন দেখিতেছেন। একটু পরে বলিতেছেন, একটু (আড়) আছে;—কিন্তু ওটুকু যাবে। তাঁকে এক প্রার্থনা করিস্‌, আর এখানে এক একবার আসিস্‌—ওটুকু যাবে! কল্‌কাতার বউবাজারে বাসা তুই করেছিস্‌?

তারক—আজ্ঞা না; তারা করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তারা করেছে না তুই করেছিস্‌? **বাঘের ভয়ে?**

[ঠাকুর কামিনীকে কি বাঘ বলিতেছেন?]

তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর ছোট খাট্‌টীতে শুইয়া আছেন,—যেন তারকের জন্য ভাবছেন! হঠাৎ মাষ্টারকে বলিতেছেন,—এদের জন্য আমি এত ব্যাকুল কেন?

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন—যেন কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন। ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'বল না।'

এদিকে মোহিনীমোহনের পরিবার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তারকের সঙ্গীর কথা মাষ্টারকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তারক কেন ওটাকে সঙ্গে করে আনলে?

মাষ্টার—বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী। অনেকটা পথ; তাই একজনকে সঙ্গে করে এনেছে।

এই কথার মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ মোহিনীর পরিবারকে সম্বোধন করে বলছেন,—"অপঘাত মৃত্যু হলে প্রেতিনী হয়। সাবধান! মনকে বুঝাবে! এতো শুনে দেখে শেষ কালে কি এই হোলো?"

মোহিনী এইবার বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। পরিবারও ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর তাঁহার ঘরের মধ্যে উত্তর দিকের দরোজার কাছে দাঁড়াইয়াছেন। পরিবার মাথায় কাপড় দিয়া ঠাকুরকে আস্তে আস্তে কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে থাকবে?

পরিবার—এসে কিছুদিন থাকবো। নবতে মা আছেন তাঁর কাছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। তা তুমি যে বলো—মরবার কথা—তাই ভয় হয়। আবার পাশে গঙ্গা!

ত্রয়োদশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তরঙ্গসঙ্গে বসু বলরাম মন্দিরে

বেলা তিনটা অনেকক্ষণ বাজিয়াছে। চৈত্র মাস, প্রচণ্ড রৌদ্র ৬ই এপ্রেল, সোমবার ১৮৮৫; ২৫শে চৈত্র; কৃষ্ণা সপ্তমী। ঠাকুর কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আসিয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে দেখিবেন ও নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাড়ীতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দুই একটি ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

[সত্যকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ—ছোট নরেন, বাবুরাম, পূর্ণ]

ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেমে দিবানিশি মাতোয়ারা হইয়া আছেন। অনুক্ষণ ভাবাবিষ্ট বা সমাধিস্থ। বহির্জগতে মন আদৌ নাই। কেবল অন্তরঙ্গেরা যত দিন না আপনাদের জানিতে পারেন, ততদিন তাহাদের জন্য ব্যাকুল,—বাপ মা যেমন অক্ষম ছেলেদের জন্য ব্যাকুল, আর ভাবেন কেমন ক'রে এরা মানুষ হবে। অথবা পাখী যেমন শাবকদের লালন পালন করিবার জন্য ব্যাকুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—বলে ফেলেছি, তিনটের সময় যাব, তাই আস্‌ছি। কিন্তু ভারি ধুপ।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, আপনার বড় কষ্ট হয়েছে।

ভক্তেরা ঠাকুরকে হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য এলাম। পূর্ণকে কেন আন্‌লে না ?

মাষ্টার—সভায় আস্‌তে চায় না ; তার ভয় হয়, আপনি পাঁচ জনের সাক্ষাতে সুখ্যাতি করেন, পাছে বাড়ীতে জানতে পারে।

[পণ্ডিতদের ও সাধুদের শিক্ষা ভিন্ন—সাধুসঙ্গ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে ; যদি বলে ফেলি ত আর ব'লবো না। আচ্ছা, পূর্ণকে তুমি ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্চ, এ তো বেশ।

মাষ্টার—তা ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বইএতে (Selectionএ) ঐ কথাই * আছে' ঈশ্বরকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। এ কথা শেখালে কর্ত্তারা যদি রাগ করেন ত কি করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওদের বইএতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যারা বই লিখেছে, তারা ধারণা কর্ত্তে পারে না। সাধুসঙ্গ হলে তবে ধারণা হয়। ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগী সাধু যদি উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা শুনে। শুধু

---

* "With all thy Soul love God above,
And as thyself thy neighbour love."

পণ্ডিত যদি বই লিখে বা মুখে উপদেশ দেয়, সে কথা তত ধারণা হয় না। যার কাছে গুড়ের নাগরী আছে, সে যদি রোগীকে বলে, গুড় খেয়ো না, রোগী তার কথা তত শুনে না। আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছো? ভাব টাব কি হয়?

মাষ্টার—কই ভাবের অবস্থা বাহিরে সে রকম দেখতে পাই না।

একদিন আপনার সেই কথাটি তাকে বলেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথাটী?

মাষ্টার—সেই যে আপনি বলেছিলেন!—সামান্য আধার হ'লে ভাব সম্বরণ কত্তে পারে না; বড় আধার হলে ভিতরে খুব ভাব হয় কিন্তু বাহিরে প্রকাশ থাকে না। যেমন বলেছিলেন, সায়ের দীঘিতে হাতী নাম্‌লে টের পাওয়া যায় না; কিন্তু ডোবাতে নাম্‌লে তোলপাড় হয়ে যায়, আর পাড়ের উপর জল উপ্‌ছে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাহিরে ভাব তার ত হবে না। তার আকর আলাদা। আর আর সব লক্ষণ ভাল। কি বল?

মাষ্টার—চোক দুটী বেশ উজ্জ্বল—যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চোক দুটো শুধু উজ্জ্বল হলে হয় না। তবে ঈশ্বরীয় চোক আলাদা। আচ্ছা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তারপর (ঠাকুরের সহিত দেখার পর) কি রকম হয়েছে?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, কথা হয়েছিল। সে চার পাঁচ দিন ধরে বলছে, ঈশ্বর চিন্তা করতে গেলে, আর তাঁর নাম কত্তে গেলে, চোক দিয়ে জল, রোমাঞ্চ এই সব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে আর কি!

ঠাকুর ও মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, সে দাঁড়িয়ে আছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে?

মাষ্টার—পূর্ণ;—তার বাড়ীর দরজার কাছে বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কেউ গেলে দৌড়ে আসবে, এসে আমাদের নমস্কার ক'রে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! আহা!

ঠাকুর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টারের সঙ্গে একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক আসিয়াছে, মাষ্টারের স্কুলে পড়ে, নাম ক্ষীরোদ।

মাষ্টার বলিতেছেন. এই ছেলেটী বেশ! ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—চোক দুটী যেন হরিণের মত।

ছেলেটি ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও অতি ভক্তিভাবে ঠাকুরের পদ সেবা করিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—রাখাল বাড়ীতে আছে। তারও শরীর ভাল নয়, ফোঁড়া হয়েছে। একটী ছেলে বুঝি তার হ'বে শুনলাম।

পল্টু ও বিনোদ সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি, সহাস্যে)—তুই তোর বাবাকে কি বল্লি। (মাষ্টারের প্রতি) ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার কথায়। (পল্টুর প্রতি)—তুই কি বল্লি?

পল্টু—বল্লুম, হাঁ আমি তাঁর কাছে যাই, এ কি অন্যায়? (ঠাকুর ও মাষ্টারের হাস্য)। যদি দরকার হয় আরো বেশী বল্‌ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি)—না; কিগো অত দূর।

মাষ্টার—আজ্ঞা না, অত দূর ভাল নয়। (ঠাকুরের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিনোদের প্রতি)—তুই কেমন আছিস্? সেখানে গেলি নাঁ?

বিনোদ—আজ্ঞা, যাচ্ছিলাম—আবার ভয়ে গেলাম না! একটু অসুখ করেছে; শরীর ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ – চ না সেইখানে; বেশ হাওয়া, সেরে যাবি।

ছোট নরেন আসিয়াছেন। ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। ছোট নরেন গামছা লইয়া ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

ছোট নরেন পশ্চিমের বারাণ্ডার উত্তর কোণে ঠাকুরের পা ধুইয়া দিতেছেন, কাছে মাষ্টার দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভারি ধুপ !

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কেমন করে ঐ টুকুর ভিতর থাকো ? উপরের ঘরে গরম হয় না ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। খুব গরম হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাতে পরিবারের মাথার অসুখ, ঠাণ্ডায় রাখবে।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ। বলে দিয়েছি, নীচের ঘরে শুতে।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার আসিয়া বসিয়াছেন ও মাষ্টারকে বলিতেছেন, তুমি এ রবিবারে যাও নাই কেন ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বাড়ীতেও আর কেউ নাই। তাতে আবার (পরিবারের মাথার) ব্যারাম। কেউ দেখবার নাই।

ঠাকুর গাড়ী করিয়া নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাড়ীতে যাইতেছেন। সঙ্গে ছোট নরেন, মাষ্টার, আরও দুই একটী ভক্ত। পূর্ণর কথা কহিতেছেন। পূর্ণর জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—খুব আধার ! তা না হলে ওর জন্য জপ করিয়া নিলে ! ও তো এ সব কথা জানে না।

মাষ্টার ও ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন যে, ঠাকুর পূর্ণর জন্য বীজ মন্ত্র জপ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ তাকে আনলেই হ'ত। আনলে না কেন ?

ছোট নরেনের হাসি দেখিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন। ঠাকুর আনন্দে তাঁহাকে দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,—দ্যাখো দ্যাখো, হ্যাকা হ্যাকা হাসে। যেন কিছু জানে না ! কিন্তু মনের ভিতর কিছুই নাই ;—তিনটেই মনে নাই—জমীন্, জরু, রুপেয়া। কামিনীকাঞ্চন মন থেকে একেবারে না গেলে ভগবান লাভ হয় না।

ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ীতে যাইতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবেন্দ্রকে একদিন বলিতেছিলেন, একদিন মনে করেছি, তোমার বাড়ীতে যাব। দেবেন্দ্র বলিয়া-

ছিলেন, আমিও তাই বল্‌বার জন্য আজ এসেছি ; এই রবিবারে যেতে হবে। ঠাকুর বলিলেন, কিন্তু তোমার আয় কম ; বেশী লোক বোলো না। আর গাড়ী ভাড়া বড় বেশী ! দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা আয় কম হ'লেই বা ; ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' (ধার করে ঘৃত খাবে, ঘী খাওয়া চাই !)। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন ; হাসি আর থামে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাড়ীতে পহুঁছিয়া বলিতেছেন, দেবেন্দ্র আমার জন্য খাবার কিছু কোরো না ; অম্‌নি সামান্য,—শরীর তত ভাল নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[দেবেন্দ্রের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে]

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার ঘরটি এক তলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাষ্টার গিরীশ, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটী ছোকরা ভক্তকে দেখিতেছেন ও আনন্দে ভাসিতেছেন। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন। "তিনটে এর একবারেই নাই ! যাতে সংসারে বদ্ধ করে। জমি, টাকা আর স্ত্রী। ঐ তিনটী জিনিষের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না। এ কি আবার দেখেছিল।' (ভক্তটির প্রতি) বল্‌ত রে, কি দেখেছিলি ?

[কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ও ব্রহ্মানন্দ]

ভক্ত (সহাস্যে)—দেখলাম, কতকগুলো গুয়ের ভার,—কেউ ভারের উপর বসে আছে ; কেউ কিছু তফাতে বসে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী লোক যারা ঈশ্বরকে ভুলে আছে, তাদের ঐ দশা এ দেখেছে ; তাই মন থেকে এর সব ত্যাগ হয়ে যাচ্চে। কামিনী-কাঞ্চনের উপর থেকে যদি মন চলে যায়, আর ভাবনা কি।

"উঃ! কি আশ্চর্য্য! আমার ত কত জপ ধ্যান ক'রে তবে গিয়েছিল! এর একেবারে এত শীঘ্র কেমন করে মন থেকে ত্যাগ হ'লো! কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয় মাস পরে বুক কি করে এসেছিল! তখন গাছ তলায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম! বল্লাম, মা! যদি তা হয়, তা হ'লে গলায় ছুরি দিব। (ভক্তদের প্রতি) কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল, তবে আর বাকী কি রহিল! তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ।"

শশী তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করিতেছেন। তিনি তখন বিদ্যাসাগরের কলেজে বি, এ, প্রথম বৎসর পড়েন। ঠাকুর এইবার তাঁহার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সেই যে ছেলেটি যায়, কিছু দিন তার টাকায় মন এক একবার উঠবে দেখেছি। কিন্তু কয়েকটির দেখেছি আদৌ উঠবে না! কয়েকটি ছোকরা বিয়ে ক'রবে না।

ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন।

[অবতারকে কে চিনিতে পারে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—মন থেকে কামিনীকাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিন্তে পারা কঠিন। বেগুনওয়ালাকে হীরার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল. সে বল্‌লে আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি, এর একটাও বেশী দিতে পারি না। (সকলের হাস্য ও ছোট নরেনের উচ্চ হাস্য।)

ঠাকুর দেখিলেন, ছোট নরেন কথার মর্ম্ম ফস্ করিয়া বুঝিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! ন্যাংটা এই রকম ফস্ ক'রে বুঝে নিতো—গীতা, ভাগবত, যেখানে যা, সে বুঝে নিতো।

[কৌমার বৈরাগ্য আশ্চর্য্য—বেশ্যার উদ্ধার কিরূপে হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছেলে বেলা থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, এটী খুব আশ্চর্য্য! খুব কম লোকের হয়! তা না হ'লে যেমন শিল খেকো আম—ঠাকুরের সেবায় লাগে না—নিজে খেতে ভয় হয়।

"আগে অনেক পাপ ক'রেছো, তারপর বুড়ো বয়সে হরিনাম কচ্চে ; এ মন্দের ভাল।

"অমুক মল্লিকের মা, খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে! বেশ্যাদের কথায় জিজ্ঞাসা কল্লে, ওদের কি কোন মতে উদ্ধার হবে না? নিজে আগে আগে অনেক রকম ক'রেছে কিনা! তাই জিজ্ঞাসা ক'ল্লে। আমি বল্লুম,—হাঁ, হবে —যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, আর বলে আর ক'রবো না। শুধু হরিনাম ক'ল্লে কি হবে, আন্তরিক কাঁদতে হবে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রভবনে ঠাকুর কীর্ত্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

এইবার খোল করতালি লইয়া সংকীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছেন—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মুরতি,
দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে॥
গৌর, মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধুলাতে লুটায় নয়ন জলে ভাসে রে।
কাঁদে আর বলেহরি, স্বর্গ মর্ত্ত ভেদ করি, সিংহ রবে রে ;
আবার দন্তে তৃন লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দাস্য মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে॥
কিবা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠেরে।
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে ;
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্য চরণে, দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে॥

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ; কীর্ত্তনীয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-

বিধুরা ব্রজগোপীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজগোপী মাধবীকুঞ্জে মাধবের অন্বেষণ করিতেছেন—

রে মাধবী! আমার মাধব দে!
(দে দে দে, মাধব দে।)
আমার মাধব আমায় দে, দিয়ে বিনা মূলে কিনে নে॥
মীনের জীবন, জীবন যেমন আমার জীবন মাধব তেমন।
(তুই লুকাইয়ে রেখেছিস, ও মাধবী!)
(অবলা সরলা পেয়ে!) (আমি বাঁচি না, বাঁচি না)
(মাধবী ও মাধবী মাধব বিনে) (মাধম অদর্শনে)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে আঁখর দিতেছেন,—(সে মথুরা কতদূর!) (যেখানে আমার প্রাণবল্লভ!)

ঠাকুর সমাধিস্থ। স্পন্দহীন দেহ। অনেকক্ষণ স্থির রহিয়াছেন।

ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা কচ্চেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—মা! তাকে টেনে নিও; আমি আর ভাবতে পারি না! (মাষ্টারের প্রতি) তোমার সম্বন্ধী—তার দিকে একটু মন আছে।

(গিরীশের প্রতি)—তুমি গালাগাল, খারাপ কথ', অনেক বল; তা হউক ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

"উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়্ চড়্ শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

"তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশী আসতে পারবো না;—তা হউক, তোমার এম্নিই হবে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মার সঙ্গে

কথা কহিতেছেন। "মা! যে ভাল আছে তাকে ভাল কত্তে যাওয়া কি বাহাদুরি? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হয়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে ত তোমার মহিমা!"

ঠাকুর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া হঠাৎ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—"আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি! **যাচ্ছি গো মা!**"

যেন একটি ছোট ছেলে দূর হইতে মার ডাক শুনিয়া উত্তর দিতেছে! ঠাকুর আবার নিস্পন্দ দেহ, সমাধিস্থ বসিয়া আছেন! ভক্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, 'আমি লুচি আর খাব নাই।' পাড়া হইতে দুই একটি গোস্বামী আসিয়াছিলেন—তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। চৈত্র মাস বড় গরম। দেবেন্দ্র কুল্পি বরফ তৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদের খাওয়াইতেছেন। ভক্তরাও কুল্পি খাইয়া আনন্দ করিতেছেন। মণি আস্তে আস্তে বল্‌ছেন 'Encore! Encore! (অর্থাৎ আরও কুল্পি দাও), ও সকলে হাসিতেছেন কুল্পি দেখিয়া ঠাকুরের ঠিক্ বালকের ন্যায় আনন্দ হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ কীর্ত্তন হ'লো। গোপীদের অবস্থা বেশ বল্লে;—"রে মাধবী আমার মাধব দে"। গোপীদের প্রেমোন্মাদের অবস্থা। কি আশ্চর্য্য। কৃষ্ণের জন্য পাগল।"

একজন ভক্ত আর একজনকে দেখাইয়া বলিতেছেন,—এঁর সখি ভাব—গোপীভাব।

রাম বলিতেছেন এঁর ভিতর দুইই আছে মধুরভাব আবার জ্ঞানের কঠোর ভাবও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি গা?

ঠাকুর এইবার সুরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

রাম—আমি খবর দিছলাম, কই এলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম্ম থেকে এসে আর পারে না।

একজন ভক্ত—রামবাবু আপনার কথা লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি লিখেছে ?

ভক্ত—পরমহংসের ভক্তি—এই বলে একটি বিষয় লিখছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে আর কি, রামের খুব নাম হবে।

গিরীশ (সহাস্যে)—সে আপনার চেলা বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার চেলা টেলা নাই। আমি রামের দাসানুদাস।

পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই। ঠাকুর একবার বলিলেন এ কি পাড়া! এখানে দেখছি কেউ নাই!

দেবেন্দ্র এইবারে ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতেছেন। সেখানে ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিলেন ও আবার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। উপেন্দ্র * ও অক্ষয় † ঠাকুরের দুই পাশে বসিয়া পদ সেবা করিতেছেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ীর মেয়েদের কথা বলিতেছেন,—"বেশ মেয়েরা। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কিনা। খুব ভক্তি!"

ঠাকুর আত্মারাম? নিজের আনন্দে গান গাইতেছেন! কি ভাবে গান গাইতেছেন? নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার কি ভাবোল্লাস হইল? তাই কি গান কয়টী গাইতেছেন?

---

* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভক্ত ও "বসুমতী"র সত্বাধিকারী।

† শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন; ঠাকুরের ভক্ত ও কবি। ইনিই "শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুর গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার।

অনেকগুলি ভক্তদের চেহারা—(ঠাকুরের সময়ে, ১৮৮১—১৮৮৬)।

গিরীন্দ্র, মহিমাচরণ, গঙ্গাধর, হরিশ, বুড়োগোপাল, শশী। বিনোদ, মাষ্টার, কালী, নবগোপাল, ভূপতি। মনিমল্লিক, ফকির, সুরেন্দ্র। অতুল, তারক, ছোটগোপাল, বৈকুণ্ঠ, বাবুরাম, নিরঞ্জন, শরৎ। অমৃত, পল্টু, ভবনাথ, নরেন্দ্র, রাম, বলরাম, রাখাল, নিত্যগোপাল, যোগীন দেবেন্দ্র প্রভৃতি।

গান—সহজ মানুষ না হলে, সহজকে না যায় চেনা।

গান—দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করওয়া কিস্তীধারী।
দাঁড়ারে ও তোর ভাব (রূপ) নেহারি!

গান—এসেছেন এক ভাবের ফকির।
(ও সে) হিন্দুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

গিরীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও গিরীশকে নমস্কার করিলেন।

দেবেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্র বৈঠকখানার দক্ষিণ উঠানে আসিয়া দেখেন যে তক্তপোষের উপর তাঁহার পাড়ার একটি লোক এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন 'উঠ, উঠ'। লোকটি চক্ষু মুছতে মুছতে উঠে বলছেন, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন'? সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। লোকটি ঠাকুরের আসিবার আগে এসেছিলেন, ঠাকুরকে দেখিবার জন্য। গরমবোধ হওয়াতে উঠানের তক্তপোষে মাদুর পাতিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন। গাড়ীতে মাষ্টারকে আনন্দে বলিতেছেন,—খুব কুল্পি খেয়েছি! তুমি (আমার জন্য) নিয়ে যেও গোটা চার পাঁচ। ঠাকুর আবার বলছেন,—এখন এই ক'টী ছোক্‌রার উপর মন টানছে;—ছোট নরেন, পূর্ণ। আর তোমার সম্বন্ধী।'

মাষ্টার—দ্বিজ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; দ্বিজ তো আছে। তার বড়টীর উপর মন যাচ্ছে।

মাষ্টার—ওঃ!

ঠাকুর আনন্দে গাড়ীতে যাইতেছেন।

চতুর্দ্দশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

[ঠাকুরের নিজমুখে কথিত সাধনা বিবরণ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। গিরীশ, মাষ্টার, বলরাম ;—ক্রমে ছোঠ নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুর্য্যে, ইত্যাদি ;—অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। ক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিলেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। মোহিনীর পরিবারও আসিয়াছেন,—পুত্রশোকে উন্মাদের ন্যায়। তিনি ও তাঁহার ন্যায় সন্তপ্ত অনেকেই আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যে ঠকুরের কাছে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ হইবে।

আজ ১লা বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ; ১২ই এপ্রেল, রবিবার ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, বেলা ৩টা হইবে।

মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভক্তের মজলিস্ করিয়া বসিয়া আছেন ও নিজের সাধনা বিবরণ ও নানাবিধ আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মাষ্টার আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার আদেশে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সে সময়ে (সাধনার সময়ে) ধ্যানে দেখতে পেতাম সত্য সত্য একজন কাছে শূল হাতে করে বসে আছে। ভয় দেখাচ্ছে,—যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখি শূলের বাড়ী আমায় মারবে! ঠিক মন না হলে বুক যাবে!

[নিত্য-লীলা যোগ—পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক যোগ]

"কখনও মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আসতো। আবার কখন লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো!

"যখন লীলায় মন নেমে আসত কখনও সীতারামকে রাত:দিন চিন্তা করতাম। আর সীতারামের রূপ সর্ব্বদা দর্শন হতো ;—রামলালকে (রামের অষ্টধাতু নির্ম্মিত ছোট গোপাল বিগ্রহ) নিয়ে সর্ব্বদা বেড়াতাম ; কখনও নাওয়াতাম,—কখনও খাওয়াতাম। আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্ব্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো। আবার অবস্থা বদ্‌লে গেল !—তখন লীলা ত্যাগ করে নিত্যতে মন উঠে গেল ! অজ্‌নে তুলসী সব এক বোধ হতে লাগল। ঈশ্বরীয় রূপ আর ভাল লাগল না। বললাম, "কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে।" তখন তাদের তলায় রাখলাম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। কেবল সেই **অখণ্ড সচ্চিদানন্দ** সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করতে লাগলাম। নিজে দাসী ভাবে রইলুম ;—**পুরুষের দাসী**।

"আমি সব রকম সাধন ক'রেছি। সাধনা তিন প্রকার ; সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে বা তাঁর নামটী শুদ্ধ নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। রাজসিক সাধনে নানা রকম প্রক্রিয়া,—এতবার পুরশ্চারণ ক'রতে হবে, এত তীর্থ ক'রতে হবে, পঞ্চতপা ক'রতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা ক'রতে হবে ইত্যাদি। তামসিক সাধন তমোগুণ আশ্রয় ক'রে সাধন। **জয় কালী**! কি তুই দেখা দিবিনি !—এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না দিস্‌। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই ;—যেমন তন্ত্রের সাধন।

"সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অদ্ভুত সব দর্শন হতো, **আত্মার রমণ** প্রত্যক্ষ দেখ্‌লাম। আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ কল্লে !* আর ষট্‌পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগ্‌ল। ষট্ পদ্ম মুদ্রিত হ'য়েছিল,—টক্ টক্ করে—রমণ করে আর একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়,—আর উর্দ্ধমুখ হয়ে যায় ! এইরূপ মূলাধার, সাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার, সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠল। আর নীচে মুখ ছিল উর্দ্ধমুখ হলো, প্রত্যক্ষ দেখলাম।

[ধ্যানযোগ সাধনা 'নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্']

"সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ কর্ত্তাম প্রদীপের শিখা—যখন হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না,—তার আরোপ কর্ত্তাম।

"গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ্ ক'র্‌ছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রসনাই বাজনা গাড়ী ঘোড়া—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চ'লে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁস নাই, সে জান্‌তে পার্‌লে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।

"একজন একলা একটী পুকুরের ধারে মাছ ধ'রছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নাড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হ'তে লাগল; সে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মার্‌বার উদ্যোগ ক'রছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'রছে, মহাশয়, অমুক বাড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বল্‌তে পারেন? কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তখন ছিপ্ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈঃস্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল, মহাশয়, অমুক বাড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বল্‌তে পারেন? সে ব্যক্তির হুঁস নাই; তাঁর হাত কাঁপছে; কেবল ফতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হ'য়ে চলে গেল। সে অনেক দূরে চলে গেছে এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান্ মেরে মাছটাকে আড়ায় তুল্লে। তখন গামছা দিয়ে মুখ পুছে, চীৎকার করে, পথিককে ডাক্‌ছে,—ওহে—শোন—শোনো। পথিক ফির্‌তে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বল্‌ছে, কেন মহাশয় আবার ডাক্‌ছ কেন? তখন সে বল্‌লে, তুমি আমায় কি বল্‌ছিলে? পথিক বল্লে, তখন অতবার ক'রে জিজ্ঞাসা কল্লুম,—আর এখন বলছো কি বল্লে! সে বল্লে তখন যে ফাতনা ডুব্‌ছিল, তাই আমি কিছুই শুন্‌তে পাই নাই।"

"ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না,—শোনাও যায় না। স্পর্শ বোধ পর্য্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জান্‌তে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না,—সাপটাও জান্‌তে পারে না।

"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বা'র বাড়ীতে কপাট পড়্‌লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটী বিষয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ. শব্দ—বাহিরে পড়ে থাক্‌বে।

"ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সাম্‌নে আসে—গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না;—বাহিরে প'ড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হতো। প্রত্যক্ষ দেখলাম,—সাম্‌নে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্ আবার,—মন তুই কি চাস? কিছু ভোগ কর্‌তে কি চাস্? মন বল্লে 'না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না।' মেয়েদের ভিতর-বার সমস্ত দেখ্‌তে পেলাম,—যেমন কাঁচের ঘরে সমস্ত জিনিষ বা'র থেকে দেখা যায়! তাদের ভিতরে দেখলাম—নাড়ী, ভুঁড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ, নাল, প্রস্রাব এই সব।

[অষ্টসিদ্ধি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুগিরি ও বেশ্যাবৃত্তি]

শ্রীযুক্ত গিরীশ ঠাকুরের নাম করিয়া ব্যারাম ভাল করিব, এই কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—যারা **হীনবুদ্ধি সিদ্ধাই চায়**। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেটে চলে যাওয়া, এই সব! যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না! হৃদে একদিন বল্লে, 'মামা! মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও'। আমার বালকের স্বভাব,—কালীঘরে জপ কর্‌বার সময় মাকে বল্‌লাম, মা হৃদে বল্‌ছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অম্‌নি দেখিয়ে দিলে সাম্‌নে এসে পেছুন ফিরে উবু হ'য়ে বসলো—একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স—ধামা পোঁদ—কালাপেড়ে কাপড় পরা—পড়্ পড়্ করে হাগ্‌ছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা! তখন

হৃদেকে গিয়ে বক্‌লাম আর বল্‌লাম, তুই কেন আমায় এরূপ কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্যই ত আমার এরূপ হলো!

"যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য, এই সব হয়। অনেকের ইচ্ছা হয় গুরুগিরি করি,—পাঁচ জনে গণে মানে,—শিষ্য সেবক হয়; লোকে বল্‌বে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজ কাল বেশ সময়,—কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে,—শিষ্যি সেবক অনেক হয়েছে,—ঘরে জিনিষপত্র থৈ থৈ কচ্ছে!—কত জিনিষ কত লোক এনে দিচ্ছে,—সে যদি মনে করে—তার এমন শক্তি হয়েছে যে, কত লোককে খাওয়াতে পারে।

"**গুরু গিরি বেশ্যাগিরির মত**।—ছার টাকা কড়ি, লোক মান্য হওয়া, শরীরের সেবা,—এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা! যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিষের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয় *। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়—এখন তার বেশ হয়েছে;—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে,—ঘুটে রে, গোবর রে, তক্তপোষ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া,—কতলোক বশীভূত, যাচ্চে আস্‌ছে! অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না! আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ীর দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে! সামান্য জিনিষের জন্য নিজের সর্ব্বনাশ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রলোভন (Temptation) ব্রহ্মজ্ঞান ও অভেদ বুদ্ধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুসলমান ধর্ম্ম

"সাধনার সময় ধ্যান কত্তে কত্তে আমি আরও কত কি দেখ্‌তাম। বেলতলায় ধ্যান করছি **পাপ পুরুষ** এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণ সুখ, নানা রকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। বড় **গুহ্যকথা** মা দেখা দিলেন তখন আমি বল্লাম, মা ওকে কেটে ফেলো। মার সেই রূপ—

* আত্মানম্ নাবসাদয়েৎ—গীতা।

সেই ভুবনমোহনরূপ—মনে পড়্ছে! কৃষ্ণময়ীর * রূপ!—কিন্তু চাউনীতে যেন্ জগৎটা নড়ছে!"

ঠাকুর চুপ করিলেন; ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—আরও কত কি বলতে দেয় না!—মুখ যেন কে আট্কে দেয়!

"সজ্‌নে তুলসী এক বোধ হতো! ভেদবুদ্ধি দূর করে দিলেন! বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান (মোহম্মদ) সান্‌কি করে ভাত নিয়ে সাম্‌নে এলো। সান্‌কি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন **এক বই দুই নাই**।—সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন। তিনিই জীব জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-ভাব ও ভাবাবেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)—আমার বালক স্বভাব। হৃদে বল্লে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো;—অমনি মাকে বল্‌তে চল্লাম! এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাক্‌বে তার কথা শুন্‌তে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাক্‌লে অন্ধকার দেখে,—আমারও সেইরূপ হ'তো! ঐ দেখো ঐ ভাবটা আসছে!—কথা কইতে কইতে উদ্দীপন হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেশ কাল বোধ চলিয়া যাইতেছে। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "এখনও তোমাদের দেখ্‌ছি;—কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ;—কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এ সব কিছু মনে নাই!"

ঠাকুর কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, জল খাব। সমাধিভঙ্গের পর মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এই প্রায় বলিয়া থাকেন। গিরিশ নূতন আসিতেছেন, জানেন না তাই জল আনিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর বারণ করিতেছেন আর বলিতেছেন, 'না বাপু, এখন খেতে পারব না।" ঠাকুর ও ভক্তগণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

* কৃষ্ণময়ী—বলরামের বালিকা কন্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—হ্যাঁগা, আমার কি অপরাধ হলো? এ সব (গুহ্য) কথা বলা?

মাষ্টার কি বলিবেন চুপ করিয়া আছেন। তখন ঠাকুর আবার বলিতেছেন; "না অপরাধ কেন হবে, আমি লোকের বিশ্বাসের জন্য বলেছি।" কিয়ৎপরে যেন কত অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, "ওদের সঙ্গে দেখা করিয়া দেবে?" (অর্থাৎ পূর্ণের সঙ্গে)

মাষ্টার (সঙ্কুচিত ভাবে)—আজ্ঞে, এক্ষণই খবর পাঠাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাগ্রহে)—ঐখানে খুঁটে মিল্‌ছে।

ঠাকুর কি বলিতেছিলেন যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের ভিতর পূর্ণ শেষ ভক্ত, তাঁহার পর প্রায় কেহ নাই?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব—ব্রাহ্মণীর সেবা

গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর নিজের **মহাভাবের অবস্থা** বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সে অবস্থার পরেও আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেম্‌নি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব;—এই দেহ মনকে তোলপাড় করে দেয়! যেন একটা বড় হাতী কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়! হয়তো ভেঙ্গে চুরে যায়!

"ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়। রূপ সনাতন যে গাছের তলায় ব'সে থাক্‌তেন ঐ অবস্থা হলে এই রকম আছে যে, গাছের পাতা ঝল্‌সা পোড়া হ'য়ে যেত! আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হ'য়ে ছিলাম। নড়্‌তে চড়্‌তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁস হ'লে বাম্‌নী আমায় ধ'রে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধ'রে নিয়ে গিছল। গায়ে যে সব মাটী লেগেছিল, পুড়ে গিছল!

"যখন সেই অবস্থা আসতো শির ডাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল্ চালিয়ে যেত। 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু তার পরে খুব আনন্দ। ভক্তেরা এই **মহাভাবের অবস্থা** বর্ণনা, অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—এতদূর তোমাদের দরকার নাই। আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। **আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না**। তাঁর ইচ্ছে। (সহাস্যে) একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে। (সকলের হাস্য)

"আমার অবস্থা নজিরের জন্য। তোমরা সংসার করো, অনাসক্ত হ'য়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মত। কলঙ্ক সাগরে সাঁতার দেবে,—তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।"

গিরীশ (সহাস্যে)—আপনারও তো বিয়ে আছে। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন কোরে হবে। গলায় পইতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়। —সাম্লাতে পারি নাই। এক মতে আছে শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল—সংস্কারের জন্য। একটী কন্যাও নাকি হয়েছিল। (সকলের হাস্য)।

কামিনী কাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

গিরীশ—কামিনী কাঞ্চন ছাড়ে কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর ; বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। **ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য** ;—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা এক দিকে পড়ে,—ভাল জল এক দিকে পড়ে ; বিবেক রূপ জলছাঁকা আরোপ কর। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। **এরই নাম বিদ্যার সংসার**।

"দেখ না, মেয়ে মানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের। পুরুষগুলোকে যেন বোকা, অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখনি দেখি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে ব'সে আছে, তখন বলি, আহা। এরা গেছে। (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া) হারু এমন সুন্দর ছেলে তাকে পেত্নীতে পেয়েছে।—'ওরে হারু

কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল'।—আর হারু কোথা গেল। সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই। বটগাছের পেত্‌নীতে হারুকে পেয়েছে।

"স্ত্রী যদি বলে 'যাও তো একবার,'—অমনি উঠে দাঁড়ায়; 'ব'সো তো'—অমনি ব'সে পড়ে।

"এক জন উমেদার বড় বাবুর কাছে আনাগোনা করে হায়রান হয়েছে। কর্ম্ম আর হয় না। অফিসের বড়বাবু। তিনি বলেন, এখন খালি নাই মাঝে মাঝে এসে দেখা কোরো। এইরূপে কতকাল কেটে গেল;—উমেদার হতাশ হ'য়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ ক'রছে। বন্ধু বললে, তোর যেমন বুদ্ধি।—ওটার কাছে আনাগোনা ক'রে পায়ের বাঁধন ছেড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম্ম হবে। উমেদার বললে, বটে।—আমি এক্ষণি চললুম। গোলাপ বড়বাবুর রাঁড়। উমেদার দেখা ক'রে বল্‌লে, মা, তুমি এটি না করলে হবে না—আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই।—মা, অনেক দিন কাজ কর্ম্ম নাই, ছেলে পুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা বলে দিলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বল্‌লে, বাছা কাকে বললে হয়? আর ভাবতে লাগলো, আহা ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে। উমেদার বল্‌লে, বড়বাবুকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় একটি কর্ম্ম হয়। গোলাপ বললে, আমি আজই বড় বাবুকে বলে ঠিক ক'রে রাখব। তার পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত; সে বললে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর অফিসে বেরুবে। বড়বাবু সাহেবকে বললে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হয়েছে, এর দ্বারা অফিসের বিশেষ উপকার হবে।'

"এই কামিনীকাঞ্চন নিয়ে সকলে ভুলে আছে। আমার কিন্তু ও সব ভাল লাগে না—মাইরি বলছি, **ঈশ্বর বই আর কিছুই জানি না।**"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্য কথা কলির তপস্যা—ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটী

একজন ভক্ত—মহাশয়, নব-হুল্লোল ব'লে এক মত বেরিয়েছে। শ্রীযুত ললিত চাটুর্য্যে তার ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা মত আছে। মত পথ। কিন্তু সব্বাই মনে করে আমার মতই ঠিক,—আমার ঘড়ি ঠিক চল্‌ছে।

গিরীশ (মাষ্টারের প্রতি)—Pope কি বলেন? It is with our judgements ইত্যাদি।*

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এর মানে কি গা?

মাষ্টার—সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু ঘড়ি গুলো পরস্পর মেলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে অন্য ঘড়ি যত ভুল হউক না, সূর্য্য কিন্তু ঠিক যাচ্চে। সেই সূর্য্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়।

একজন ভক্ত—অমুক বাবু বড় মিথ্যা কথা কয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সত্যকথা কলির তপস্যা**। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। **তুলসীদাস** বলছে, 'সত্যকথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান, এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট্ জবান্।'

"কেশব সেন বাপের ধার মেনেছিল, অন্যলোক হলে কখনই মানতো না; একে লেখা পড়া নাই। জোড়াসাকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম কেশব সেন বেদীতে বসে, ধ্যান কর্‌ছে। তখন ছোকরা বয়স। আমি সেজো বাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে এই ছোকরার ফতা (ফাত্‌না) ডুবেছে,—বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।

"একজন—তার নাম করবো না—সে দশ হাজার টাকার জন্য আদালতে

* It is with our judments as with our watches,
None goes just alike, yet each believes his own.

মিথ্যা কথা কয়েছিল। জিতবে বলে আমাকে দিয়ে মা কালীকে অর্ঘ দেওয়ালে। আমি বালক বুদ্ধিতে অর্ঘ দিলুম। বলে, বাবা, এই অর্ঘটী মাকে দাও তো।

ভক্ত—আচ্ছা লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু এমনি বিশ্বাস আমি দিলেই মা শুনবেন।

ললিত বাবুর কথায় ঠাকুর বলিতেছেন,—

"অহঙ্কার কি যায় গা। দুই এক জনের দেখতে পাওয়া যায় না। বলরামের অহঙ্কার নাই। আর এঁর নাই।—অন্য লোক হ'লে কত টেরী, তমো হতো,—বিদ্যার অহঙ্কার হতো। মোটা বামুনের এখনও একটু একটু আছে। (মাষ্টারের প্রতি) মহিম চক্রবর্ত্তী অনেক পড়েছে ;—না ?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, অনেক বই পড়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তার সঙ্গে গিরীশ ঘোষের একবার আলাপ হয়। তা হ'লে একটু বিচার হয়।

গিরীশ (সহাস্যে)—তিনি বুঝি বলেন সাধনা করলে শ্রীকৃষ্ণের মত সব্বাই হতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক তা নয় ;—তবে আভাসটা ঐ রকম।

ভক্ত—আজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণের মত সব্বাই কি হতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটী ; আর সাধারণ লোকদের বলে জীব বা জীবকোটী। যারা জীবকোটী তারা সাধনা কোরে ঈশ্বর লাভ করতে পারে ; তারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না।

"যারা ঈশ্বরকোটী—তারা যেন রাজার বেটা ; সাত তলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামত নেমে আসতে পারে। জীবকোটী যেমন ছোট কর্ম্মচারী, সাততলা বাড়ীর খানিকটা যেতে পারে ; ঐ পর্য্যন্ত।

[জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়]

জনক জ্ঞানী, সাধন ক'রে জ্ঞান লাভ করেছিল ; শুকদেব জ্ঞানের মূর্ত্তি।

গিরীশ—আহা !

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধন ক'রে শুকদেবের জ্ঞানলাভ করতে হয় নাই। নারদেরও শুকদেবের মত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু ভক্তি নিয়ে ছিলেন—লোক শিক্ষার জন্য। প্রহ্লাদ কখনও সোঽহং ভাবে থাক্‌তেন কখনও দাস ভাবে—সন্তান ভাবে। হনুমানেরও ঐ অবস্থা।

"মনে করলে সকলেরই এই অবস্থা হয় না। কোন বাঁশের বেশী খোল; কোন বাঁশের ফুটো ছোট"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কামিনীকাঞ্চন ও তীব্রবৈরাগ্য

একজন ভক্ত—আপনার এ সব ভাব নাজিরের জন্য, তা হ'লে আমাদের কি করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভগবান্ লাভ করতে হলে **তীব্র বৈরাগ্য দরকার**। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়! পরে হবে ব'লে ফেলে রাখা উচিত নয়; কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরের পথে বিরোধী; ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে।

"ঢিমে তেতালা হ'লে হবে না। একজন গামছা কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছে। পরিবার বল্‌লে, তুমি কোন কাজের নও; বয়স বাড়ছে এখনু এসব ত্যাগ কর্‌তে পারলে না! আমাকে ছেড়ে তুমি এক দিনও থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগী!

স্বামী—সে কি করেছে?

পরিবার—তার ষোলজন মাগ, সে এক এক জন ক'রে তাদের ত্যাগ ক'রছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।

স্বামী—এক এক জন ক'রে ত্যাগ! ওরে খেপী, সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু ক'রে ত্যাগ করে!

পরিবার (সহাস্যে)—তবু তোমার চেয়ে ভাল।

স্বামী—খেপী তুই বুঝিস্ না। তার কর্ম্ম নয়, আমিই ত্যাগ কর্‌তে পারব, এই ছাখ্ আমি চল্লুম।

"এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এলো তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে। গামছা কাঁধেই চলে গেল। সংসার গোছ গাছ করতে এল না। বাড়ীর দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না।

"যে ত্যাগ কর্‌বে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। অ্যায়!!!—ডাকাতি করবার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে, **মারো! লোটো! কাটো।**

"কি আর তোমরা কর্‌বে? তাঁতে ভক্তি প্রেম লাভ করে দিন কাটানো। কৃষ্ণের অদর্শনে যশোদা পাগলের ন্যায় শ্রীমতীর কাছে গেলেন। শ্রীমতী তাঁর শোক দেখে আদ্যাশক্তি রূপে দেখা দিলেন। বল্লেন, মা আমার কাছে বর নাও। যশোদা বল্লেন. মা আর কি ল'ব। তবে এই বল যেন কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণেরই সেবা করতে পারি। এই চক্ষে তার ভক্ত দর্শন;—যেখানে যেখানে তার লীলা, এই পা দিয়ে যেন সেখানে যেতে পারি;—এই হাতে তার সেবা আর তার ভক্ত সেবা,—সব ইন্দ্রিয়, যেন তারই কাজ করে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবার ভাবাবেশের উপক্রম হইতেছে। হঠাৎ অপনা আপনি বলিতেছেন, **'সংহারমূর্ত্তি কালী—না নিত্যকালী!'**

ঠাকুর অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন। এইবার একটু জল পান করিলেন। যশোদার কথা আবার বলিতেছেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যে আসিয়া উপস্থিত। ইনি ও ইঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুজ্যে ঠাকুরের কাছে নূতন যাওয়া আসা করিতেছেন। মহেন্দ্রের ময়দার কল ও অন্যান্য ব্যবসা আছে। তাঁহার ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেন। ইঁহাদের কাজকর্ম্ম লোকজনে দেখে; নিজেদের খুব অবসর আছে! মহেন্দ্রের বয়স ৩৬।৩৭ হইবে, ভ্রাতার বয়স আন্দাজ ৩৪।৩৫। ইঁহাদের বাটী কেদেটী গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারেও একটী

বসত বাটী আছে। তাঁহাদের সঙ্গে একটী ছোকরা ভক্ত আসা যাওয়া করেন ; তাহার নাম হরি। তাহার বিবাহ হইয়াছে ; কিন্তু ঠাকুরের উপর বড় ভক্তি। মহেন্দ্র অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। হরিও যান নাই,— আজ আসিয়াছেন। মহেন্দ্র গৌরবর্ণ ও সদা হাস্যমুখ ; শরীর দোহারা। মহেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। হরিও প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন এতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাওনি গো ?

মহেন্দ্র—আজ্ঞে, কেদেটীতে ছিলাম ; কলকাতায় ছিলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিগো ছেলেপুলে নাই,—কারু চাকরি করতে হয় না,—তবুও অবসর নাই ! ভাল জ্বালা !

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন। মহেন্দ্রে একটু অপ্রস্তুত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি)—তোমায় বলি কেন,—তুমি সরল উদার ; —তোমার ঈশ্বরে ভক্তি আছে।

মহেন্দ্র—আজ্ঞে, আপনি আমার ভালোর জন্যই বলেছেন।

[বিষয়ী ও টাকাওয়ালা সাধু—সন্তানের মায়া]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যত্তর মা তাই বলে, 'অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে ; বাবা তোমার উটি নাই। বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়।

'এক জায়গায় যাত্রা হ'চ্ছিল। এক জন লোকের ব'সে শোনবার ভারি ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখ্‌লে যে আসরে প্যালা পড়েছে, তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান করে জানতে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারি ভিড় হয়েছে। সে দুই হাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল ক'রে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুন্‌তে লাগল। (হাস্য)

"আর তোমার তো ছেলে পুলে নাই যে মন অন্যমনস্ক হবে। এক জন

ডেপুটী, আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়ীতে (নববৃন্দাবন) নাটক দেখতে গিছলো। আমিও গিছলাম, আমার সঙ্গে রাখাল আরও কেউ কেউ গিছলো। নাটক শুনবার জন্য আমি—যেখানে বসিছি তারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটু উঠে গিছলো। ডেপুটী এসে ঐখানে বসলো। আর তার ছোট ছেলেটীকে রাখালের জায়গায় বসালে। আমি বল্লুম, এখানে বসা হবে না;—আমার এমনি অবস্থা যে, কাছে যে বসবে সে যা বলবে তাই করতে হ'বে, তাই রাখালকে বসিয়েছিলাম। যতক্ষণ নাটক হলো ডেপুটীর কেবল ছেলের সঙ্গে কথা। শালা একবারও কি থিয়েটার দেখ্‌লে না। আবার শুনেছি নাকি মাগের দাস,—ওঠ্ বল্‌লে উঠে, বোস্ বললে বসে,—আবার একটা খাঁদা বান্দরে ছেলের জন্য এই * * * তুমি ধ্যান ট্যান ত কর?

মহেন্দ্র—আজ্ঞে, একটু একটু হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাবে এক এক বার।

মহেন্দ্র (সহাস্যে)—আজ্ঞে, কোথায় গাঁট টাট আছে আপনি জানেন,—আপনি দেখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আগে যেও।—তবে তো টিপে টুপে দেখবো, কোথায় কি গাঁট আছে! যাও না কেন?

মহেন্দ্র—কাজ কর্ম্মের ভিড়ে আস্‌তে পারি না,—আবার কেদেটির বাড়ী মাঝে মাঝে দেখতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, মহেন্দ্রের প্রতি)—এদের কি বাড়ী ঘর দোর নাই—আর কাজ কর্ম্ম নাই? এরা আসে কেমন করে?

[পরিবারের বন্ধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি)—তুই কেন আসিস্ নাই? তোর পরিবার এসেছে বুঝি?

হরি—আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে কেন ভুলে গেলি ?

হরি—আজ্ঞা, অসুখ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের)—কাহিল হ'য়ে'গেছে ;—ওর ভক্তি ত কম নয় ; ভক্তির চোট ছাখে কে। উৎপেতে ভক্তি। (হাস্য)।

ঠাকুর একটি ভক্তের পরিবারকে-'হাবীর মা' বল্‌তেন। হাবীর মার ভাই আসিয়াছে, কলেজে পড়ে, বয়স আন্দাজ কুড়ি। তিনি ব্যাট খেলিতে যাইবেন,—গাত্রোত্থান করিলেন। ছোট ভাইও ঠাকুরের ভক্ত, সেই সঙ্গে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিজ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর বলিলেন, 'তুই গেলিনি।'

একজন ভক্ত বলিলেন, 'উনি গান শুনিবেন তাই বুঝি ফিরে এলেন।'

আজ ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যের গান হইবে। পল্টু আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর বলিতেছেন, কে রে,—পল্টু যে রে !

আর একটি ছোকরা ভক্ত (পূর্ণ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অনেক কষ্টে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, বাড়ীর লোকেরা কোনমতে আসিতে দিবেন না। মাষ্টার যে বিদ্যালয়ে পড়ান সেই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে এই ছেলেটী পড়েন। ছেলেটী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর নিজের কাছে তাহাকে বসাইয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন ;— মাষ্টার শুধু কাছে বসিয়া আছেন, অন্যান্য ভক্তেরা অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। গিরীশ এক পাশে বসিয়া কেশবচরিত পড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোকরা ভক্তটীর প্রতি)—এখানে এস।

গিরীশ (মাষ্টারের প্রতি)—কে এ ছেলেটী ?

মাষ্টার (বিরক্ত হইয়া)—ছেলে আর কে ?

গিরীশ (সহাস্যে)—It needs no ghost to tell me that.

মাষ্টারের ভয় হইয়াছে পাছে পাঁচ জনে জানিতে পারিলে ছেলের বাড়ীতে গোলযোগ হয় আর তাঁহার নামে দোষ হয়। ছেলেটীর সঙ্গে ঠাকুরও সেই জন্য আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে সব করো ?—যা বলে দিছিলাম ?

ছেলেটী—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বপনে কিছু দেখো?—আগুণ শিখা, মশালের আলো? সধবা মেয়ে?—শ্মশান মশান? এ সব দেখা বড় ভাল।

ছেলেটি—আপনাকে দেখেছি—ব'সে আছেন—কি বল্‌ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি—উপদেশ?—কই, একটা বল দেখি।

ছেলেটী—মনে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হোক;—ও খুব ভাল!—তোমার উন্নতি হবে—আমার উপর ত টান আছে?

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—'কই সেখানে যাবে না'?—অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে। ছেলেটী বলিতেছে, তা বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন,—সেখানে তোমার আত্মীয় কে আছে না?

ছেলেটি—আজ্ঞে হাঁ; কিন্তু সেখানে যাবার সুবিধা হবে না।

গিরীশ কেশবচরিত পড়িতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত কেশবসেনের ঐ জীবনচরিত লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তকে লেখা আছে যে পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন; কিন্তু কেশবের সহিত দেখা শুনা হবার পরে তিনি মত বদলাইয়াছেন;—এখন পরমহংসদেব বলেন যে সংসারেও ধর্ম্ম হয়! এই কথা পড়িয়া কোন কোন ভক্তেরা ঠাকুরকে বলিয়াছেন। ভক্তদের ইচ্ছা যে ত্রৈলোক্যের সঙ্গে আজ এই বিষয় লইয়া কথা হয়। ঠাকুরকে বই পড়িয়া ঐ সকল কথা শোনান হইয়াছিল।

[ঠাকুরের অবস্থা—ভক্তসঙ্গ ত্যাগ]

গিরীশের হাতে বই দেখিয়া ঠাকুর গিরীশ, মাষ্টার, রাম ও অন্যান্য ভক্তদের বলিতেছেন,—"ওরা ঐ নিয়ে আছে, তাই 'সংসার সংসার' কর্‌ছে!—কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রয়েছে। তাঁকে লাভ কর্‌লে ও কথা বলে না। ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হয়ে যায়!—আমি আগে সব ছি ক'রে দিছলাম। বিষয়ীসঙ্গ তো ত্যাগ কর্‌লাম,—আবার মাঝে ভক্তসঙ্গ ফঙ্গও ত্যাগ করেছিলাম! দেখলুম পট্ পট্ মরে যায়, আর শুনে ছট্ ফট্ করি! এখন তবু একটু লোক নিয়ে থাকি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ভক্তসঙ্গে

গিরীশ বাড়ী চলিয়া গেলেন। আবার আসিবেন।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের সহিত ত্রৈলোক্য আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। ছোট নরেন আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন,—কই তুই শনিবারে এলিনি ? এইবার ত্রৈলোক্য গান গাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, তুমি আনন্দময়ীর গান সে দিন করলে ;—কি গান! আর সব লোকের গান আলুনি লাগে! সে দিন নরেন্দ্রের গানও ভাল লাগলো না। সেইটে অমনি অমনি হোক না।

ত্রৈলোক্য গাইতেছেন,—'**জয় শচীনন্দন**'।

ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের পার্শ্বে ব্যাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কাছে গিয়া একবার দর্শন দিবেন। ত্রৈলোক্যের গান চলিতেছে।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন,—একটু আনন্দময়ীর গান,—ত্রৈলোক্য গাহিতেছেন,—

কত ভালবাসা গো মা মানব সন্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে (গো মা)।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখ পা'নে প্রেমনয়নে, ডাকিছ মধুর বচনে ;
মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর ;
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে,
লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে (গো মা) ॥

গান শুনিতে শুনিতে ছোট নরেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন যেন কাষ্ঠবৎ! ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, দেখ, দেখ, কি গভীর ধ্যান! একেবারে বাহ্যশূন্য।

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে এই গানটী গাইতে বলিলেন। 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

রাম বলিতেছেন, কিছু হরিনাম হোক! ত্রৈলোক্য গাহিতেছেন,—

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে, ভব সিন্ধু পারে চল।

মাষ্টার আস্তে আস্তে বলিতেছেন, 'গৌর নিতাই তোমরা দুভাই।' ঠাকুরও ঐ গানটী গাইতে বলিতেছেন। ত্রৈলোক্য ও ভক্তেরা সকলে মিলিয়া গাইতেছেন,—

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু।

ঠাকুরও যোগদান করিলেন। সমাপ্ত হইলে আর একটী ধরিলেন—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা ব্রজের কানাই বলাই তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা আচণ্ডালে কোল দেয় তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

ঐ গানের সঙ্গে ঠাকুর আর একটা গান গাইতেছেন,—

নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর আবার ধরিলেন,—

কে হরি বোল হরি বোল বলিয়ে যায়।
যা রে মাধাই জেনে আয়॥
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে।
যাদের সোণার নুপুর রাঙ্গা পায়।
যাদের ন্যাড়া মাথা ছেড়া কাঁথা রে।
যেন দেখি পাগলেরই প্রায়।

ছোট নরেন বিদায় লইতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই বাপ মাকে খুব ভক্তি ক'রবি।—কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবিনি। খুব রোক আনবি—শালার বাপ!

ছোট নরেন—কে জানে আমার কিছু ভয় হয় না।

গিরীশ বাড়ী হইতে আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সহিত আলাপ করিয়া দিতেছেন! আর বলিতেছেন, একটু আলাপ তোমরা কর। একটু আলাপের পর ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, সেই গানটী আর একবার,—ত্রৈলোক্য গাইতেছেন,—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী

জয় শচীনন্দন, গৌর গুণাকর, প্রেম পরশমণি, ভাব রস সাগর।
কিবা সুন্দর মুরতিমোহন আঁখিরঞ্জন কনকবরণ;
কিবা মৃণাল নিন্দিত, আজানুলম্বিত, প্রেম প্রসারিত, কোমল যুগল কর।
কিবা রুচির বদন কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল চারু গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহ্বল, অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরি রসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অঙ্গ;
প্রেমত্ত মাতঙ্গ, সোণার গৌরাঙ্গ, আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর।
হরিগুণগায়ক, প্রেমরস নায়ক, সাধু হৃদি রঞ্জক,
অলোকসামান্য, ভক্তিসিন্ধু শ্রীচৈতন্য; আহা ভাই বলি চণ্ডালে,
প্রেমভরে লন কোলে, নাচেন দু বাহু তুলে, হরি বোল হরি বলে;
অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরন্তর!
কোথা হরি প্রাণধন ব'লে করে রোদন, মহাস্বেদ কম্পন, হুঙ্কার গর্জ্জন;
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত, ধূলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।
হরি লীলা রস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রবণ, দীনজনবান্ধব,
বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর।

'গৌর হাসে কাঁদে নাচে গায়'—এই কথা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন,—একেবারে বাহ্যশূন্য।

কিঞ্চিত প্রকৃতিস্থ হইয়া—ত্রৈলোক্যকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, একবার সেই গানটী!—কি দেখিলাম রে। ত্রৈলোক্য গাহিতেছেন,—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে;
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।

গান সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—বাজনা নাই! ভাল বাজনা থাক্‌লে গান খুব জমে। (সহাস্যে) বলরামের আয়োজন কি জান,—বামুনের গোড্ডি (গরুটী) খাবে কম,—দুধ দেবে হুড় হুড় ক'রে! (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব,—আপনারা গাও আপনারা বাজাও! (সকলের হাস্য)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যার সংসার—ঈশ্বরলাভের পর সংসার

সন্ধ্যা হইল। বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের মাতাকে প্রণাম করিয়া করে মূলমন্ত্র জপ করিয়া, মধুর নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চারিপার্শ্বে বসিয়া আছেন ও সেই মধুর নাম শুনিতেছেন। গিরীশ, মাষ্টার, বলরাম ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তেরা এখনও আছেন। কেশবচরিত গ্রন্থে ঠাকুরের সংসার সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তনের কথা যাহা লেখা আছে, ত্রৈলোক্যের সামনে সেই কথা উত্থাপন করিবেন, ভক্তেরা ঠিক করিয়াছেন। গিরীশ কথা আরম্ভ করিলেন।

তিনি ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, "আপনি যা লিখেছেন—যে সংসার সম্বন্ধে এঁর মত পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা বস্তুতঃ হয় নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—এ দিকের আনন্দ

পেলে ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।

ত্রৈলোক্য—সংসার যারা করবে তাদের কথা আমি বল্‌ছি ;—যারা ত্যাগী তাদের কথা বল্‌ছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব তোমাদের কি কথা!—যারা 'সংসারে ধর্ম্ম' 'সংসারে ধর্ম্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায় ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়! **ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ**। একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটী করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।

"চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—সাত সমুদ্র যত নদী পুষ্করিণী সব ভরপূর! তবু সে জল খাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু খাবে না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে আছে! 'বিনা স্বাতীকি জল সব ধূর।'

[দু' আনা মদ ও দুদিক রাখা]

"বলে দুদিক রাখ্‌বো! দু'আনা মদ খেলে মানুষ দুদিক রাখতে চায় ; আর খুব মদ খেলে কি আর দুদিক রাখা যায়!

"ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। (ঠাকুর কীর্ত্তনের সুরে বলিতেছেন) 'আন্ লোকের আন্ কথা, কিছু ভাল ত লাগে না!' তখন ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, টাকা ফাকা কিছুই ভাল লাগে না।

ত্রৈলোক্য—সংসারে থাক্‌তে গেলে টাকাও ত চাই, সঞ্চয়ও চাই! পাঁচটা দান ধ্যান—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি! **আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর**। আর দান ধ্যান দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—

আর পাশের বাড়ীতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটী চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব ক'রে দিতে হয়! খেতে পাচ্ছে না লোকে;—তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক,—আমি আর আমার বাড়ীর সকলে ভাল থাকলেই হলো। মুখে বলে সর্ব্বজীবে দয়া।

ত্রৈলোক্য—সংসারে ত ভাল লোক আছে;—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্য দেবের ভক্ত, তিনি ত সংসারে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার গলা পর্য্যন্ত মদ খাওয়া ছিল; যদি আর একটু খেত তা হলে আর সংসার কর্‌তে পার্‌ত না।

ত্রৈলোক্য চুপ করিয়া রইলেন। মাষ্টার গিরীশকে জানান্তিকে বলিতেছেন, তা হলে উনি যা লিখেছেন ঠিক নয়।

গিরীশ—তা হলে আপনি যা লিখেছেন ও কথা ঠিক না?

ত্রৈলোক্য—কেন, সংসারে ধর্ম্ম হয় উনি কি মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হয়;—কিন্তু জ্ঞান লাভ ক'রে থাকতে হয়,—**ভগবানকে লাভ করে থাকতে হয়।** তখন কলঙ্ক সাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়।' তখন পাঁকাল মাছের মত থাকতে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে **বিদ্যার সংসার।** কামিনীকাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে;—ঘরে ঘটী বাটীও আছে;—হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যও ভাবি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারতত্ত্ব

একজন ভক্ত (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—আপনার বইয়েতে দেখ্‌লাম আপনি অবতার মানেন না। চৈতন্যদেবের কথায় দেখলাম।

ত্রৈলোক্য—তিনি নিজেই প্রতিবাদ ক'রেছেন—পুরীতে যখন অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তেরা 'তিনিই ভগবান' এই বলে গান ক'রেছিলেন, গান শুনে চৈতন্যদেব ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য। ইনি যেমন বলেন, ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তা বৈঠকখানা খুব সাজান বলে কি আর কিছু ঐশ্বর্য্য নাই ?

গিরীশ—**ইনি বলেন প্রেমই ঈশ্বরের সারাংশ**—যে মানুষ দিয়ে ঈশ্বরের প্রেম আসে তাকেই আমাদের দরকার। ইনি বলেন গরুর দুধ বাঁট দিয়ে আসে, আমাদের বাঁটের দরকার। গরুর শরীরের অন্য কিছু দরকার নাই ; হাত, পা কি সিং।

ত্রৈলোক্য—তাঁর প্রেমদুগ্ধ অনন্ত প্রণালী দিয়ে পড়্‌ছে !—তিনি যে অনন্তশক্তি।

গিরীশ—ঐ প্রেমের কাছে আর কোন শক্তি দাঁড়ায় ?

ত্রৈলোক্য—যার শক্তি তিনি মনে করলে হয় !—সবই ঈশ্বরের শক্তি।

গিরীশ—আর সব তাঁর শক্তি বটে ;—কিন্তু অবিদ্যা শক্তি ?

ত্রৈলোক্য—অবিদ্যা কি জিনিষ ! অবিদ্যা বোলে একটা জিনিষ আছে না কি ? অবিদ্যা একটা অভাব। যেমন অন্ধকার আলোর অভাব। তাঁর প্রেম আমাদের খুব বটে। তাঁর বিন্দুতে আমাদের সিন্ধু। কিন্তু ঐটী যে শেষ, এ কথা বল্লে তাঁর সীমা করা হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—হাঁ হাঁ, তা বটে। কিন্তু একটু মদ খেলেই আমাদের নেশা হয়। শুঁড়ির দোকানে কত মদ

আছে সে হিসাবে আমাদের কাজ কি! অনন্ত শক্তির ওপর আমাদের কাজ কি?

গিরীশ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—আপনি অবতার মানেন?

ত্রৈলোক্য—ভক্ততেই ভগবান অবতীর্ণ। অনন্ত শক্তির Manifestation হয় না,—হ'তে পারে না।—কোন মানুষেই হ'তে পারে না।

গিরীশ—ছেলেদের 'ব্রহ্মগোপাল' বলে সেবা ক'র্‌তে পারেন, মহাপুরুষকে ঈশ্বর বলে কি পূজা করতে পারা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—অনন্ত ঢুকুতে চাও কেন? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গাস্নান করি তা হলে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে? **আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল**' যতক্ষণ 'আমি' টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি। 'আমি গেলে কি রইল তা কেউ জান্‌তে পারে না,—মুখে বল্‌তে পারে না। যা আছে তাই আছে। তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েচে আর বাদ বাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে,—এ সব মুখে বলা যায় না। **সচ্চিদানন্দ সাগর**!—তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল;—ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে একভাগ। ঘট ভেঙ্গে গেলে—এক জল—তাও বলবার যো নাই!—কে বলবে?

বিচারান্তে ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি ত আনন্দে আছ?

ত্রৈলোক্য—কৈ এখান থেকে উঠ্‌লেই আবার যেমন তেমনি হ'য়ে যাব। এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জুতো পরা থাকলে কাঁটা বনে তার ভয় নাই। 'ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য' এই বোধ থাকলে কামিনীকাঞ্চনে আর ভয় নাই।

ত্রৈলোক্যকে মিষ্টমুখ করাইতে বলরাম কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যের ও তাঁহার মতাবলম্বী লোকদিগের অবস্থা ভক্তদের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। রাত নয়টা হইল।

[অবতারকে কি সকলে চিনিতে পারে ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশ, মণি ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—এরা কি জানো! একটা পাতকুয়ার ব্যাঙ্ কখনও পৃথিবী দেখে নাই। পাতকুয়াটী জানে; তাই বিশ্বাস কর্‌বে না যে একটা পৃথিবী আছে। ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, তাই 'সংসার, সংসার' করছে।

(গিরীশের প্রতি) "ওদের সঙ্গে ব'কৃচো কেন? দুইই নিয়ে আছে। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না। পাঁচ বছরের বালককে কি রমণ সুখ বোঝান যায়? বিষয়ীরা যে ঈশ্বর ঈশ্বর করে সে শোনা কথা। যেমন খুড়ী জ্যেঠীরা কোঁদল করে, তাদের কাছ থেকে বালকেরা শুনে শেখে, আর বলে 'আমার ঈশ্বর আছেন,' 'তোর ঈশ্বরের দিব্য।'

"তা হোক। ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই **অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে** ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বার জন ঋষি কেবল জান্‌তে পেরেছিল। সকলে ধর্‌তে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে;—কেউ সাধু ভাবে;—দুচার জন অবতার বলে ধর্‌তে পারে।

"যার যেমন পুঁজি—জিনিষের সেই রকম দর দেয়। এক জন বাবু তার চাকরকে বল্লে, তুই এই হীরেটী বাজারে নিয়ে যা; আমায় বলবি কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বল্লে—ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি। চাকরটি বল্লে, ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও। সে বল্লে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও। চাকর তখন হাস্‌তে হাস্‌তে হীরেটী ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বল্লে, মহাশয় বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশী একটিও দেবে না। সে বল্লে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি!

"বাবু হেসে বল্লে, আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে ও আর কতদূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশী,—দেখি ও কি বলে। চাকরটী কাপড়ওয়ালার কাছে বল্লে, ওহে এটি নেবে?

কত দর দিতে পার? কাপড়ওলা বল্লে, হাঁ জিনিষটা ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে;—তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটী বল্লে, ভাই একটু ওঠ, তা হলে ছেড়ে দিয়ে যাই; না হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়-ওয়ালা বল্লে, ভাই আর কিছু বোলো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশী একটী টাকাও আমি দিতে পারব না। চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল। আর বল্লে, যে কাপড়ওয়ালা বলেছে যে ন'শো টাকার বেশী একটী টাকাও সে দিতে পারবে না! আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি। তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বল্লে, এইবার জহুরীর কাছে যাও,—সে কি বলে দেখা যাক্। চাকরটী জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই এক-বারে বল্লে, একলাখ টাকা দেবো।

[ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটী]

"সংসারে ধর্ম্ম ধর্ম্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে,—সব বন্ধ,—ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আসে। মাথার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্য্যকে দেখা যায়? একটু আলো এলে কি হবে? কামিনীকাঞ্চন ছাদ! ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্য্যকে দেখা যায়! সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে!

"অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা যায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না,—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি নয়—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহঙ্কার, সংসারী লোকদের 'আমি'—যেন চতুর্দ্দিকে পাঁচীল, মাথার উপর ছাদ;—বাহিরে কোন জিনিষ দেখা যায় না। অবতারাদির 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচীলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে,—পাঁচীলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচীলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচীলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনা গোনাও হয়।

অবতারাদির 'আমি' ঐ ফোকরওয়ালা পাঁচীল। পাঁচীলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়;—এর মানে, দেহ ধারণ করলেও তারা সর্ব্বদা, যোগেতেই থাকে! আবার ইচ্ছে হ'লে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে।'

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া **অবতারতত্ত্ব** শুনিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় বসু বলরাম মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র ও হাজরা মহাশয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের দ্বিতলার বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সহাস্য বদন। ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র, মাষ্টার ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরীশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ ইত্যাদি অনেক ভক্ত চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন।

আজ শনিবার—বেলা ৩টা—বৈশাখ কৃষ্ণাদশমী ৯ই মে, ১৮৮৫।

বলরাম বাড়ীতে নাই, শরীর অসুস্থ থাকাতে, মুঙ্গেরে জল বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছেন! জ্যেষ্ঠা কন্যা (এখন স্বর্গগতা) ঠাকুর ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

ঠাকুর মাষ্টারকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি বল, আমি কি উদার? ভবনাথ সহাস্যে বলিতেছেন, উনি আর কি বলবেন, চুপ ক'রে থাকবেন!

একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দুই একটি

গান শুনিলেন। গান নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—থাক্ থাক্ আর কাজ নাই! পয়সা কোথায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই ত বল্লি!

ভক্ত (সহাস্যে)—মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আসেন—(সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।

হাজরার অহঙ্কারের কথা পড়িল। কোনও কারণে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী ত্যাগ করিয়া হাজরার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

নরেন্দ্র—হাজরা এখন মান্‌ছে, তার অহঙ্কার হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা বিশ্বাস কোরো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্য ওরূপ কথা ব'ল্‌ছে! (ভক্তদিগকে) নরেন্দ্র কেবল বলে, 'হাজরা খুব ভাল লোক'।

নরেন্দ্র—এখনও বলি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? এত সব শুন্‌লি।

নরেন্দ্র—দোষ একটু;—কিন্তু গুণ অনেকটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিষ্ঠা আছে বটে।

"সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না,—কিন্তু পরে আমাকে তোমার খুঁজতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে একটী গোঁসাই এসেছিল, অদ্বৈত বংশ। ইচ্ছা ওখানে এক রাত্রি দু রাত্রি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বল্লুল। হাজরা বলে কি 'খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও'। এ কথার মানে এই যে দুধ টুধ পাছে চায়, তা হলে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বল্লুম,—তবে রে শালা! গোঁসাই বোলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই; আর তুই সংসারে থেকে কামিনীকাঞ্চন লয়ে নানা কাণ্ড ক'রে—এখন একটু জপ করে এত অহঙ্কার হয়েছে! লজ্জা করে না।

"সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, রজঃ তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে।

সত্ত্বগুণকে সাদা রংএর সঙ্গে উপমা দিয়েছে, ; রজোগুণকে লাল রংএর সঙ্গে, আর তমোগুণকে কাল রংএর সঙ্গে। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, 'নরেন্দ্রের যোল আনা। আর আমার একটাকা দুই আনা।' জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মারছে,—তোমার বার আনা (সকলের হাস্য)।

"দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করতো। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালীর চেষ্টা করতো! বাড়ীতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা শুধতে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ও সব লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই।

[কামনা ঈশ্বর লাভের বিঘ্ন—**ঈশ্বর বালকস্বভাব**]

"কি জান, একটি কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি। ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ—কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁস থাকলে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করবে না।

"ত্রিশ বছর মালা জপে, তবু কেন কিছু হয় না? ডাকুর ঘা হ'লে ঘুটের ভাবরা দিতে হয়। না হলে শুধু ঔষধে আরাম হয় না।

"কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে একটি কথা আছে—ঈশ্বরের কৃপা হ'লে, একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তা হ'লে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।

"গরীবের ছেলে বড় মানুষের চোখে পড়ে গেছে। তার মেয়ের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিলে। অমনি গাড়ী ঘোড়া, দাসদাসী, পোষাক, আসবাব, বাড়ী, সব হয়ে গেল।

একজন ভক্ত—মহাশয়, কিরূপে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর বালকস্বভাব। যেমন কোন ছেলে কোঁচকে রত্ন লয়ে ব'সে আছে। কত লোক রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে তার কাছে রত্ন

চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি দেবো না। আবার হয় ত যে চায়নি, চলে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে।

[ত্যাগ—তবে ঈশ্বর লাভ—পূর্ব্বকথা—সেজোবাবুর ভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুজছি;—আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি সে আর এক রকম হয়ে যায়।

"একটা ভূত সঙ্গী খুজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হলে ভূত হয়। ভূতটা, যেই দেখে কেউ শনি মঙ্গলবারে ঐ রকম ক'রে মর্ছে অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হ'ল। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয় তো ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞান হ'য়েছে, আবার বেঁচে উঠেছে। সেজ বাবুর ভাব হ'ল। সর্ব্বদাই মাতালের মত থাকে—কোনও কাজ কর্তে পারে না। তখন সবাই বলে, এ রকম হ'লে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভট্‌চার্জ্জি নিশ্চয় কোনও তুক্ ক'রেছে।

[নরেন্দ্রের বেঁহুস হওয়া—গুরুশিষ্যের দুটী গল্প]

"নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুস হ'য়ে গেল। তারপর চৈতন্য হ'লে কেঁদে বল্‌তে লাগল, ওগো আমায় এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো। আমার 'আমার' করা এটা অজ্ঞান থেকে হয়।

"গুরু শিষ্যকে বল্‌লেন, সংসার মিথ্যা, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। শিষ্য বল্‌লে, ঠাকুর এরা আমায় এত সব ভালবাসে—আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী—এদের ছেড়ে কেমন করে যাব। গুরু বল্‌লেন, তুই 'আমার' 'আমার, কর্‌ছিস বটে, আর বল্‌ছিস ওরা ভালবাসে; কিন্তু ও সব ভুল। আমি

তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটী করিস্, তাহ'লে বুঝ্‌বি সত্য ভালবাসে কি না। এই ব'লে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বল্লেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হ'য়ে যাবি! তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পাবি। তার পর আমি গেলে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা হবে।

"শিষ্যটি ঠিক ঐরূপ করলে। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী, সকলে আছড়া পিছড়ি করে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বল্‌লে, কি হয়েছে গা? তারা সকলে বল্‌লে এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বললেন, সে কি, এ ত মরে নাই। আমি একটি ঔষধ দিচ্ছি খেলেই সব সেরে যাবে। বাড়ীর সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, তবে একটি কথা আছে। ঔষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তার পর ওর খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখ্‌ছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা কি স্ত্রী এঁরা খুব কাঁদছেন, এঁরা অবশ্য পারেন।

"তখন তারা সব কান্না থামিয়ে, চুপ ক'রে রহিল। মা বললেন, তাইত এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এই সব দেখবে শুন্‌বে, এই বলে ভাবতে লাগলেন। স্ত্রী এইমাত্র এই বলে কাঁদছিল—'দিদি গো! আমার কি হ'লো গো!' সে বল্‌লে, তাই ত, ওঁর যা হবার হ'য়ে গেছে! আমার দুটি তিনটি নাবালক ছেলে মেয়ে—আমি যদি যাই এদের কে দেখ্‌বে।

"শিষ্য সব দেখছিল শুনছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর বললে, গুরুদেব চলুন, আপনার সঙ্গে যাই (সকলের হাস্য)।

"আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য গুরুদেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হটযোগ ক'রতো। গুরু তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়ীতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হটযোগী ঘরে বসে আছে—এঁকে বেঁকে, আড়ষ্ট হ'য়ে! সব্বাই বুঝতে পারলে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, 'ওগো আমাদের কি হ'লোগো—ওগো তুমি আমাদের কি ক'রে গেলে গো—

ওগো দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম্ না গো!' এ দিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার ক'রেছে। এখন একটা গোল হ'ল। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকাতে সে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাট কাট্‌তে লাগ্‌লো স্ত্রী অস্থির হ'য়ে কাঁদছিল, সে দুম্ দুম্ শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, ওগো কি হ'য়েছে গো! তারা বল্‌লে, ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাট কাটছি। তখন স্ত্রী বল্লে, ওগো অমন কর্ম্ম করো না, গো!— আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই; কটী নাবালক ছেলেকে মানুষ ক'রতে হবে! এ দোয়ার গেলে আর ত হবে না। ওগো ওর যা হবার তা তো হয়ে গেছে—হাত পা ওঁর কেটে দাও! তখন হটযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বল্‌ছে, 'তবে-রে শালী, আমার হাত পা কাট্‌বে!' এই বলে বাড়ী ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। (সকলের হাস্য)।

"অনেকে ঢং ক'রে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর আর গহনা সব খোলে; খুলে বাক্সর ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তার পর আছড়ে এসে পড়ে, আর কাঁদে, 'ওগো, দিদিগো, কি হ'লো গো!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন্দ্রাদির বিচার

নরেন্দ্র—প্রমাণ (Proof) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন।

গিরীশ—বিশ্বাসই sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিনিষটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত—External World (বহির্জগত) বাহিরে আছে

Philosopher (দার্শনিকরা) কেউ Prove করতে পেরেছে ? তবে বলেছে irresistible belief (বিশ্বাস)।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস ক'রবে না। হয়ত বলবে ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

[দেবতারা অমর এইকথা পড়িল]

নরেন্দ্র—তার প্রমাণ কই ?

গিরীশ—তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না !

নরেন্দ্র—অমর, past agesতে ছিল প্রুফ চাই।

মণি পল্টুকে কি বলিতেছেন।

পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—অনাদি কি দরকার? অমর হ'তে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটীর ছেলে (সকলের হাস্য)! সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

যোগীন (গিরীশাদি ভক্তদের প্রতি, সহাস্যে)— নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে. চাতক এ জলও খায়। তখন মাকে বললুম, মা, এ সব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল! ভারি ভাবনা হল। একদিন অবার নরেন্দ্র এসেছে! ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখী উড়ছিল দেখে বলে উঠ্‌ল, ঐ! ঐ! আমি বল্লাম, কি ? ও বল্লে, ঐ চাতক! ঐ চাতক! দেখি কতকগুলো চামচিকে! সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলের হাস্য)

[ঈশ্বর-রূপ দর্শন কি মনের ভুল ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে. তুমি ঈশ্বরের রূপ টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক্‌ হ'য়ে ওকে বল্লাম, কথা কয় যে রে ? নরেন্দ্র

বলে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম! ব'ল্লাম, মা একি হ'লো! এ সব কি মিছে? নরেন্দ্রে এমন কথা বল্‌লে! তখন দেখিয়ে দিলে—চৈতন্য-অখণ্ড চৈতন্য-চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, 'এ সব কথা মেলে কেমন ক'রে যদি মিথ্যা হবে!' তখন বলেছিলাম, শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস ক'রে দিছলি! তুই আর আসিস্ নাই!

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—শাস্ত্র ও ঈশ্বরের বাণী Revelation]

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন! নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বৎসর চার মাস হইবে।

নরেন্দ্র (গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতিকে)—শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন ক'রে করি! মহানির্ব্বাণতন্ত্র একবার বল্‌ছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হলে নরক হবে! আবার বলে পার্ব্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই! মনুসংহিতায় মনু লিখছেন মনুরই কথা! Moses লিখছেন Pentateuch, তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা!

সাংখ্যদর্শন বলছেন. 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'! ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ করবার যো নাই। আবার বলে বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য।

"তা বোলে এ সব নাই, বল্‌ছি না! বুঝতে পারিতেছি না, বুঝিয়ে দাও! শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই ক'রেছে। এখন কোন্‌টা লব? White light (শ্বেত আলো) Red mediumএর (লাল কাচের) মধ্য দিয়া এলে লাল দেখায়। Green mediumএর মধ্য দিয়া এলে Green দেখায়।

একজন ভক্ত—গীতায় ভগবান বলেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, গীতা একখানি ছোট থাকবে।

একজন ভক্ত—গীতা, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন!

নরেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন !—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হইয়া নরেন্দ্রের কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সব বেশ কথা হচ্চে।

'শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থ টুকু লতে হয়; যে অর্থ টুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্চে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।

আবার অবতারের কথা পড়িল।

নরেন্দ্র—ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। তারপর তিনি কোথায় ঝুলছেন বা কি করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অবতার!

'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড' 'অনন্ত অবতার' শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাতযোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, 'আহা!"

মণি ভবনাথকে কি বলিতেছেন।

ভবনাথ—ইনি বলেন, 'হাতী যখন দেখি 'নাই, তখন সে ছুঁচের ভিতর যেতে পারে কি না কেমন করে জানব? ঈশ্বরকে জানি না, অথচ তিনি মানুষ হ'য়ে অবতার হতে পারেন কি না, কেমন ক'রে বিচারের দ্বারা বুঝব!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সবই সম্ভব। তিনি ভেল্‌কি লাগিয়ে দেন! বাজীকর গলার ভিতর ছুরি লাগিয়ে দেয়, আবার বার ক'রে। ইট পাটকেল খেয়ে ফেলে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম্ম - তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা

ভক্ত—ব্রহ্মসমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম্ম কর্ত্তব্য। এ কর্ম্ম ত্যাগ করলে হবে না।

গিরীশ—সুলভ সমাচারে ঐ রকম লিখেছে, দেখলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে জানাবার জন্য যে সব কর্ম্ম—তাই ক'রে উঠতে পারা যায় না, আবার অন্য কর্ম্ম!

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন, 'ও যা বল্‌ছে তাই ঠিক'।

মাষ্টার বুঝিলেন, কর্ম্মকাণ্ড বড় কঠিন।

পূর্ণ আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে তোমাকে খবর দিলে?

পূর্ণ—সারদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (উপস্থিত মেয়ে ভক্তদের প্রতি)—ওগো একে (পূর্ণকে) একটু জলখাবার দাও ত।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা শুনিবেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

গান—পরবত পাথার।

ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ।
দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল,
ধর্ম্মরাজ শঙ্কর শিব তার হর পাপ।

গান—সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে,
বহিছে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, প্রাণরমণ হে।

গান—বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না;
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা, রয়েছ ভবঘোরে মজি' একি বিড়ম্বনা।
এ ধন জন, না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুল না;
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।
এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারণা;
বদন ভরি, নাম হরি, সতত কর ঘোষণা।
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা;
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁর কর সাধনা।

পল্টু—এই গানটি গাইবেন ?

নরেন্দ্র—কোনটী ?

পল্টু—দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।

নরেন্দ্র সেই গানটী গাইতেছেন—

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে ?
জয় করুণাময়, জয় করুণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে।

মাষ্টারের অনুরোধে আবার গাইতেছেন। মাষ্টার ও ভক্তেরা অনেকে হাত যোড় করিয়া গান শুনিতেছেন।

গান—হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
একবার লুটহ অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদ রে।
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে
(গতি কর কর বলে)!
নাচো হরি বলে দু'বাহু তুলে হরি নাম বিলাও রে
(লোকের দ্বারে দ্বারে)।
হরি প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাস রে ;
গাও হরিনাম, হও পূর্ণ কাম, নীচ বাসনা নাশ রে॥

গান—চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।

গান—চমৎকার অপার জগত রচনা তোমার।

গান—গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥

গান—সেই এক পুরাতন, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে।

নারা'ণের অনুরোধে আবার নরেন্দ্র গাহিতেছেন—

গান—এস মা এস মা, ও হৃদয় রমা, পরাণ পুতলি গো।
হৃদয় আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো॥
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, জান মা জননি কি দুখ পেয়ে,
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী॥

[শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরে—তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা]

নরেন্দ্র নিজের মনে গান গাইতেছেন—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী॥

সমাধির এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন।

নরেন্দ্র আর একবার সেই গানটী গাইতেছেন :—

গান—হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। উত্তরাস্য হইয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া পা ঝুলাইয়া তাকিয়ার উপর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট।

ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর মা'র সঙ্গে একাকী কথা কহিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—"এই বেলা খেয়ে যাব। তুই এলি? তুই কি গাটুরি বেঁধে বাসা পাকড়ে সব ঠিক করে এলি?" ঠাকুর কি বলিতেছেন, মা তুই কি এলি? ঠাকুর আর মা কি অভেদ?

"এখন আমার কারুকে ভাল লাগছে না।

"যা গান কেন শুনব? ওতে ত মন খানিকটা বাহিরে চলে যাবে!"

ঠাকুর ক্রমে ক্রমে আরও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "আগে কইমাছ জাইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য্য হ'তুম; মনে করতুম এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা ক'রবে! অবস্থা যখন বদলাতে লাগল তখন দেখি, যে শরীরগুলি খোল মাত্র! থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না।

ভবনাথ—তবে মানুষ হিংসা করা যায়!—মেরে ফেলা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ; এ অবস্থায় হতে পারে।* সে অবস্থা সকলের হয় না।—ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।

"দুই এক গাম নেমে এলে তবে ভক্তি, ভক্ত ভাল লাগে!

"ঈশ্বরেতে বিদ্যা অবিদ্যা দুই আছে। এই বিদ্যা মায়া ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়, অবিদ্যা মায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাৎ করে লয়ে যায়! বিদ্যার খেলা—জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায়।

"আর এক ধাপ উঠলেই ঈশ্বর—ব্রহ্মজ্ঞান! এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্চে—ঠিক দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন! ত্যজ্য গ্রাহ্য থাকে না! কারু উপর রাগ করবার যো থাকে না।

"গাড়ী করে যাচ্চি—বারাণ্ডার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম্!

"যখন এই অবস্থা প্রথম হোলো, তখন মা কালীকে পূজা ক'রতে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না। হলধারী আর হৃদে বল্লে, খাজাঞ্চী বলেছে, ভটচাজ্জি ভোগ দিবেন না তো কি—করবেন? আমি, কুবাক্য বলেছে শুনে, কেবল হাসতে লাগলাম একটুও রাগ হোলো না।

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তার পর লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। সাধু একটি

* ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে (গীতা—২।২০)।

সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্চে। এমন সময়ে তার এক আলাপী সাধুর সঙ্গে দেখা হলো। সে বললে, 'তুমি যে ঘুরে ঘুরে আমোদ করে বেড়াচ্চো, তল্পী তল্পা কই? সেগুলি তো চুরী করে লয়ে যায় নাই? প্রথম সাধু বল্‌লে 'না মহারাজ, আগে বাসা পাক্‌ড়ে গাঁঠরী গুঠরী ঠিকঠাক করে রেখে' তালা লাগিয়ে তবে সহরের রং দেখে বেড়াচ্চি'। (সকলের হাস্য)।

ভবনাথ—এ খুব উচু কথা।

মণি (স্বগত)– ব্রহ্মজ্ঞানের পর লীলা-আস্বাদন! সমাধির পর নীচে নামা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারাদির প্রতি)—ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গা? মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু শিষ্যকে বলেছিল, তুমি আমায় মন দাও, আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্চি। ন্যাংটা বোলত, 'আরে মন বিলাতে নাহি'।

[Biology : 'Natural Law in the Spiritual world.]

"এ অবস্থায় কেবল হরিকথা ভাল লাগে; আর ভক্তসঙ্গ।

(রামের প্রতি)—তুমি ত ডাক্তার;—যখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে যাবে তখনই তো কাজ হবে। তেমনি এ অবস্থায় অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর। সে দেখবে তিনিই দেহ মন প্রাণ আত্মা!"

মণি (স্বগত)—Assimilation!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হয়। মনের নাশ হলেই 'অহং' নাশ,—যেটা 'আমি' 'আমি' করছে। এটী ভক্তি পথেও হয়; আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ বিচারপথেও হয়। 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ 'এ সব, মায়া স্বপ্নবৎ' এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ 'নেতি' 'নেতি'—মায়া। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকি রইল কতকগুলি জীব—'আমি' ঘট মধ্যে রয়েছে।

"মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে; তার মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। ক'টা সূর্য্য দেখা যাবে?

ভক্ত—দশটা প্রতিবিম্ব। আর একটা সত্য সূর্য্য তো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে কর, একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে; এখন কটা সূর্য্য দেখা যায়?

ভক্ত—নয়টা; একটা সত্য সূর্য্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া গেল; কটা সূর্য্য দেখা যাবে?

ভক্ত—একটা প্রতিবিম্ব সূর্য্য। একটা সত্য সূর্য্য ত আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—শেষ ঘট ভাঙ্গলে কি থাকে।

গিরীশ—আজ্ঞা, ঐ সত্য সূর্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে! প্রতিবিম্ব সূর্য্য না থাক্‌লে সত্যসূর্য্য আছে কি করে জানবে! সমাধিস্থ হলে অহং তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদিগকে আশ্বাস প্রদান ও অঙ্গীকার

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বলরামের বৈঠকখানায় দীপালোক জ্বলিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ; ভক্তজন-পরিবৃত হইয়া আছেন। ভাবে বলিতেছেন—

"এখানে আর কেউ নাই; তাই তোমাদের বলছি,—**আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জান্‌তে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে! যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না তারই হবে।**

"এখানকার যারা লোক (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) তারা সব জুটে গেছে। আর সব এখন যারা যাবে তারা বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, 'এই কোরো, এই রকম করে ঈশ্বরকে ডাকো'

[ঈশ্বরই গুরু—জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়]

"কেন ঈশ্বরের দিকে (জীবের) মন যায় না ? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর **মহামায়ার** আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা বেশী। (সকলের হাস্য)।

"নারদকে **রাম**—বল্লেন, নারদ আমি তোমার স্তবে বড় প্রসন্ন হ'য়েছি আমার কাছে কিছু বর লও! নারদ বল্লেন, রাম! তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়; আর যেন তোমার ভুবন-মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন. তথাস্তু; আর কিছু বর লও'! নারদ বল্লেন, রাম আর কিছু বর চাই না।

"এই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে মুগ্ধ। ঈশ্বর দেহ ধারণ করেছেন—তিনিও মুগ্ধ হন। রাম সীতার জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। **'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে!'**

"তবে একটি কথা আছে;—ঈশ্বর মনে করলেই মুক্ত হন "

ভবনাথ—Guard (রেলের গাড়ীর) নিজে ইচ্ছা করে রেলের গাড়ীর ভিতর আপনাকে রুদ্ধ করে; আবার মনে করলেই নেমে পড়্‌তে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকোটি—যেমন অবতারাদি—মনে করলেই মুক্ত হতে পারে। যারা জীবকোটী তারা পারে না। জীবরা কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ। ঘরের দ্বার জানালা, ইস্‌কুরু (Screw) দিয়ে আঁটা, বেরুবে কেমন করে?

ভবনাথ (সহাস্যে)—যেমন রেলের 3rd Class Passangerরা (তৃতীয়-শ্রেণীর আরোহীরা) চাবিবন্ধ, বেরুবার যো নাই!

গিরীশ—জীব যদি এরূপ আষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ, তার এখন উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে গুরুরূপ হয়ে ঈশ্বর স্বয়ং যদি মায়াপাশ ছেদন করেন, তা হলে আর ভয় নাই।

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে তিনি নিজে জীবের মায়াপাশ ছেদন করতে দেহ ধারণ করে, গুরুরূপ হয়ে, এসেছেন?

ষোড়শ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ভক্তমন্দিরে রামের বাড়ীতে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার নিচের বৈঠকখানার ঘরে ঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সহাস্ত বদন। ঠাকুর ভক্তদের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

আজ শনিবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী তিথি। ২৩শে মে, ১৮৮৫, বেলা প্রায় ৫টা। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত মহিমা বসিয়া আছেন। বামপার্শ্বে মাষ্টার; চারিপার্শ্বে—পল্টু, ভবনাথ, নৃত্যগোপাল, হরমোহন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াই ভক্তগণের খবর লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ছোট নরেন আসে নাই?

ছোট নরেন কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে আসে নাই?

মাষ্টার—আজ্ঞা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিশোরী?—গিরীশ ঘোষ আস্‌বে না?—নরেন্দ্র আসবে না?

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—কেদার (চাটুয্যে) থাকলে বেশ হতো। গিরীশ ঘোষের সঙ্গে খুব মিল। (মহিমার প্রতি, সহাস্তে) সেও ঐ বলে (অবতার বলে)।

ঘরে কীর্ত্তন গাহিবার আয়োজন হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, আজ্ঞা করেন ত গান আরম্ভ হয়।

ঠাকুর বলিতেছেন, একটু জল খাবো।

জল পান করিয়া মশলার বেটুয়া হইতে কিছু মশলা লইলেন। মাষ্টারকে বেটুয়াটী বন্ধ করিতে বলিলেন।

কীর্ত্তন হইতেছে। খোলের আওয়াজে ঠাকুরের ভাব হইতেছে। গৌর-চন্দ্রিকা শুনিতে শুনিতে একেবারে **সমাধিস্থ**। কাছে নৃত্যগোপাল ছিলেন, তাঁহার কোলে পা ছড়াইয়া দিলেন। নৃত্যগোপালও ভাবে কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা সকলে অবাক হইয়া সেই সমাধি অবস্থা একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

[Joga, Subjective and Objective, Identity of God (the Absolute) the Soul and the Cosmos (জগৎ)]

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতেছেন—"নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য। (নৃত্যগোপালের প্রতি) তোর কি ?

নৃত্য (বিনীত ভাবে)—দুইই ভালো।

শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজিয়া বলিতেছেন,—কেবল এমনটা কি ? চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই ! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা ; যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—তোমায় বাপু একবার বলি—

মহিমাচরণ—আজ্ঞা, দুইই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ সাত তলার উপরে উঠে আর নামতে পারে না ; আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে।

"উদ্ধব গোপীদের বলেছিলেন, তোমরা যাঁকে তোমাদের কৃষ্ণ বলছ, তিনি সর্ব্বভূতে আছেন ; তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন।

'তাই বলি চোখ বুজলেই ধ্যান, চোখ খুললে আর কিছু নাই ?

মহিমা—একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

ভক্ত—এর এক কালে ত নির্ব্বাণ চাই ?

[পূর্ব্বকথা—**তোতার ক্রন্দন**—Is Nirvana the End of Life ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ—নির্ব্বাণ যে চাই এমন কিছু না ! এই রকম আছে যে, নিত্য-কৃষ্ণ তাঁর নিত্যভক্ত ! **চিন্ময় শ্যাম, চিণ্ময় ধাম !**

যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে। নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত। তুমিই

ত বল গো, অন্তর্ব্বহির্যদিহরি-স্তপসা ততঃ কিম্ *—আর তোমায় ত বলেছি যে বিষ্ণু অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা'। যখন গান করতুম ন্যাংটা কাঁদতো—বলতো, 'আরে কেয়া রে!' দেখ, অত বড় জ্ঞানী কেঁদে ফেলতো! (ছোট নরেন ইত্যাদির প্রতি) এইটে জেনে রেখো—আলেখ লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার পড়লে, অব্যর্থ হয়; ক্রমে গাছ, ফল ফুল, দেখা দেবে।

"মুষলং কুলনাশনম্'। মুষল যত ঘসেছিল, ক্ষয় হয়ে হয়ে একটু সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। হাজার জ্ঞান বিচার করো. ভিতরে ভক্তির বীজ থাকলে, আবার ফিরে ঘুরে—**হরি হরি হরিবোল**।"

ভক্তেরা চুপ করিয়া শুনিতেছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মহিমাচরণকে বলিতেছেন,—আপনার কি ভাল লাগে?

মহিমা (সহাস্যে)—কিছুই না; আম ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি একলা একলা? না, আপনিও খাবে সব্বাই-কেও একটু একটু দিবে?

মহিমা (সহাস্যে)—এতো দিবার ইচ্ছা নাই, একলা হলেও হয়।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিকভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেই কি তিনি, আর নাই? আমি নিত্য লীলা দুইই লই। তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায়, তিনিই স্বরাট তিনিই বিরাট। তিনিই অখণ্ডসচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীব জগৎ হয়েছেন।

* অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্, নান্তবহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্, নারাধিতো যদি হরিস্তপসা তত কিম্॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস, ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্।
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম, ভব নিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্চ॥

[শুধু শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা—সাধন করিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়]

"সাধনা চাই—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম **বিদ্যাসাগরকে**—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখা পড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না!"

মহিমা—সংসারে অনেক কাজ, সাধনার অবসর কৈ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, তুমি ত বল সব স্বপ্নবৎ?

"সম্মুখে সমুদ্র দেখে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হাতে করে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, আমি বরুণকে বধ করবো, এই সমুদ্র আমাদের লঙ্কায় যেতে দিচ্ছে না! রাম বুঝালেন লক্ষ্মণ এ যা কিছু দেখছো এ সব ত স্বপ্নবৎ, অনিত্য—সমুদ্রও অনিত্য—তোমার রাগও অনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা বধ করা সেটাও মিথ্যা।"

মহিমাচরণ চুপ করিয়া রহিলেন।

[কর্ম্মযোগ না ভক্তিযোগ?—**সৎগুরু কে?**]

মহিমাচরণের সংসারে অনেক কাজ। আর তিনি একটী নূতন স্কুল করিয়াছেন,—পরোপকারের জন্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—শম্ভু বল্লে—আমার ইচ্ছা যে এই টাকাগুলা সৎকর্ম্মে ব্যায় করি; স্কুল ডিস্পেন্সারী করে দি, রাস্তা ঘাট করে দি। আমি বল্লাম নিষ্কামভাবে করতে পার সে ভাল, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড় কঠিক,—কোন দিক্ দিয়া কামনা এসে পড়ে! আর একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তা হলে তাঁর কাছে তুমি কি কতকগুলি স্কুল, ডিস্পেন্সারী, হাঁসপাতাল, এই সব চাইবে?

একজন ভক্ত—মহাশয়! সংসারীদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধুসঙ্গ; ঈশ্বরীয় কথা শোনা।

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে, কামিনীকাঞ্চনে মত্ত। মাতালকে চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁস হয়।

"আর সৎগুরুর কাছে উপদেশ ল'তে হয়। সৎগুরুর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়াছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য থাকলে তবে উপদেশ দিতে পারে।

"সামাধ্যায়ী বলেছিল, ঈশ্বর নীরস। যিনি রস স্বরূপ, তাঁকে নীরস বলেছিল! যেমন একজন বলেছিল; আমার মামার বাটীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে! (সকলের হাস্য)।

[অজ্ঞান,—আমি ও আমার,—জ্ঞান ও বিজ্ঞান]

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে। সর্ব্বদাই মনে করে, আমিই এই সব করছি। আর গৃহ পরিবার এ সব আমার! দাঁত ছরকুটে বলে, 'এদের (মাগ ছেলেদের) কি হবে! আমি না থাকলে এদের কি করে চলবে। 'আমার' স্ত্রী পরিবার কে দেখবে? রাখাল বল্লে, আমার স্ত্রীর কি হবে!"

হরমোহন—রাখাল এই কথা বল্লে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বলবে না তো কি করবে? যার আছে জ্ঞান তার আছে অজ্ঞান। লক্ষ্মণ রামকে বল্লেন, রাম একি আশ্চর্য্য! সাক্ষাৎ বশিষ্টদেব—তাঁর পুত্রশোক হোলো? রাম বল্লেন ভাই, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। ভাই! জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও!

"যেমন কারু পায়ে একটি কাঁটা ফুটেছে, সে ঐ কাঁটাটি তোলবার জন্য আর একটি কাঁটা যোগাড় কোরে আনে; তার পর কাঁটা দিয়ে কাঁটাটী তুলবার পর, দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়! অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা আহরণ করতে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটা ফেলে দিলে, হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন একটী বোধে বোধ করে তাঁকে বিশেষরূপে জানতে হয়, তাঁর সঙ্গে

বিশেষরূপে আলাপ করতে হয়,—এরই নাম বিজ্ঞান। তাই ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—তুমি ত্রিগুণাতীত হও।

"এই বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার ;—অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য। আবার তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, ধ্যান' সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা এ সব বিদ্যামায়ার ভিতর। বিদ্যামায়া যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পৈঠা আর এক ধাপ উঠলেই ছাদ। ছাদে উঠা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ।

[সংসারী লোক ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ছোকরা]

"বিষয়ীরা মাতাল হয়ে আছে,—কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত, হুঁস নাই ;—তাইত ছোকরাদের ভালবাসি। তাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও ঢোকে নাই। আধার ভাল ; ঈশ্বরের কাজে আসতে পারে। সংসারীদের ভিতর কাঁটা বাছতে বাছতে সব যায়,—মাছ পাওয়া যায় না!

"যেমন শিলে খেকো আম—গঙ্গা জল দিয়ে ল'তে হয়। ঠাকুর সেবায় প্রায় দেওয়া হয় না ; ব্রহ্ম জ্ঞান করে তবে কাটতে হয়,—অর্থাৎ তিনি সব হয়েছেন এইরূপ মনকে বুঝিয়ে।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত, ও শ্রীযুক্ত বিহারীভাদুড়ীর পুত্রের সঙ্গে একটী থিয়জফিষ্ট, আসিয়াছেন। মুখুয্যেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। উঠানে সংকীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছে। যাই খোল বাজিল ঠাকুর ঘর ত্যাগ করিয়া উঠানে গিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা গিয়া উঠানে বসিলেন।

ভবনাথ অশ্বিনীর পরিচয় দিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে অশ্বিনীকে দেখাইয়া দিলেন। দুইজনে কথা কহিতেছেন, নরেন্দ্র উঠানে আসিলেন। ঠাকুর অশ্বিনীকে বলিতেছেন এরই নাম নরেন্দ্র।

সপ্তদশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ, কাপ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে

[ঠাকুরের গলায় অসুখের সূত্রপাত]

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিনেশ্বরে কালীমন্দিরে সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫; জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। বেলা তিনটা। ঠাকুর খাওয়া দাওয়ার পর ছোট খাটটীতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন!

পণ্ডিতজী মেঝের উপর মাহুরে বসিয়া আছেন! একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। কিশোরীও আছেন। মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাদি। অখিল বাবুর প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে একটী আসামী ছোক্‌রা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু অসুস্থ ছিলেন। গলায় বীচি হইয়া সর্দ্দীর ভাব। গলার অসুখের এই প্রথম সূত্রপাত।

বড় গরম পড়াতে মাষ্টারেরও শরীর অসুস্থ। ঠাকুরকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই যে তুমি এসেছ। বেশ বেলটী! তুমি কেমন আছ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, আগেকার চেয়ে একটু ভাল আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় গরম পড়েছে! একটু একটু বরফ খেয়ো। আমারও বাপু বড় গরম পড়ে কষ্ট হয়েছে। গরমেতে কুল্পি বরফ—এই সব বেশী খাওয়া হয়েছিল। তাই গলায় বীচি হয়েছে। গয়ারে এমন বিশ্রী গন্ধ দেখি নাই।

"মাকে বলেছি, মা! ভাল করে দাও, আর কুল্পি খাব না।"

"তার পর আবার বলেছি বরফও খাব না।"

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্য কথা—তাঁহার জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাকে যেকালে বলেছি 'খাব না' আর খাওয়া হবে না। তবে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। বলেছিলাম রবিবারে মাছ খাব না; এখন একদিন ভুলে খেয়ে ফেলেছি।

"কিন্তু জেনে শুনে হবার যো নাই। সে দিন গাড়ু নিয়ে এক জনকে ঝাউতলার দিকে আস্‌তে বল্‌লুম। এখন সে বাহ্যে গিছল; তাই আর একজন নিয়ে এসেছিল। আমি বাহ্যে করে এসে দেখি যে আর একজন গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ুর জল নিতে পারলুম না। কি করি? মাটী দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—যতক্ষণ না সে এসে জল দিলে।

"মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম, 'মা! এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; এই লও তোমার ধর্ম্ম; এই লও তোমার অধর্ম্ম; এই লও তোমার পাপ, এই তোমার পুণ্য; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ;—আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি দাও।" কিন্তু এই লও তোমার সত্য, এই লও তোমার মিথ্যা—এ কথা বল্‌তে পারলাম না।"

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছেন। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হ্যাঁগা, খাব কি?

মাষ্টার বিনীতভাবে বলিতেছেন, 'আজ্ঞা, তবে মা'র সঙ্গে পরামর্শ না করে খাবেন না।' ঠাকুর অবশেষে বরফ খাইলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুচি অশুচি—এটী ভক্তি ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নয়। বিজয়ের শাশুড়ী বল্‌লে, কই আমার কি হয়েছে? এখনও সকলের খেতে পারি না!" আমি বল্‌লাম, সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা তা খায়; তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি পাঁচ ব্যান্নন দিয়ে খাই কেন? পাছে একঘেয়ে হলে এদের (ভক্তদের) ছেড়ে দিতে হয়।

কেশব সেনকে বললাম, 'আরও এগিয়ে কথা বললে তোমার দলটল থাকে না!" জ্ঞানীর অবস্থায় দলটল মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।

"মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কষ্ট হতো; পরে তত কষ্ট হ'তো না। পাখীর বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দেয়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায়; আকাশ আশ্রয় করে। দেহ, জগৎ—যদি, ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তা হলে আত্মা **সমাধিস্থ** হয়।

"আগে ঐ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। লোক ভাল লাগত না। হাটখোলায় অমুক একটি জ্ঞানী আছে, কি একটী ভক্ত আছে, এই শুনলাম; আবার কিছুদিন পরে শুনলাম, ঐ সে মরে গেছে! তাই আর লোক ভাল লাগতো না। তার পর তিনি (মা) মনকে নামালেন; ভক্তি-ভক্তেতে মন রাখিয়ে দিলেন।"

মাষ্টার অবাক, ঠাকুরের অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিষয় শুনিতেছেন। এইবার ঈশ্বর মানুষ হয়ে কেন অবতার হন, তাই ঠাকুর বলিতেছেন।

[**অবতার** বা নরলীলার গুহ্য অর্থ—দ্বিজ ও পূর্ব্বসংস্কার]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—**মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়?** এর ভিতর তার বিলাস; এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।

"আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ। যেমন জিনিষ অনেক চুস্‌তে চুস্‌তে একটু রস, ফুল চুস্‌তে চুস্‌তে একটু মধু। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি এটা বুঝেছ?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুঝেছি।

ঠাকুর দ্বিজের সহিত কথা কহিতেছেন। দ্বিজের বয়স ১৫।১৬; বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিজ প্রায় মাষ্টারের সঙ্গে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করেন। দ্বিজ বলিতেছিলেন, বাবা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে দেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজের প্রতি)—তোর ভাইরাও? আমাকে কি অবজ্ঞা করে? দ্বিজ চুপ করিয়া আছেন।

মাষ্টার—সংসারের আর দুচার ঠোকর খেলে যাদের একটু আধটু যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিমাতা আছে, ঘা (blow) ত খাচ্চে।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—একে (দ্বিজকে) পূর্ণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও না।

মাষ্টার—যে আজ্ঞা! (দ্বিজের প্রতি) পেনেটীতে যেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তাই সবাইকে বল্‌ছি—একে পাঠিয়ে দিও। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি যাবে না?

["হাঁ" "না" "Everlasting Yea" "Everlasting Nay"]

ঠাকুর দ্বিজকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা এত ছোকরা আছে, এই বা আসে কেন? তুমি বলো! —অবশ্য আগেকার কিছু ছিল!

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সংস্কার**। আগের জন্মে কর্ম্ম করা আছে। সরল হয় শেষ জন্মে। শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব থাকে।

"তবে কি জান?—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর "হাঁ"তে জগতের সব হচ্চে; তাঁর "না"তে হওয়া বন্ধ হচ্চে! মানুষের আশীর্ব্বাদ করতে নাই কেন?

"মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না; তাঁরই ইচ্ছাতে হয়—যায়।

"সেদিন কাপ্তেনের ওখানে গেলাম। রাস্তা দিয়ে ছোকরারা যাচ্চে দেখলাম। তারা এক রকমের। একটা ছোকরাকে দেখলাম, উনিশ কুড়ি বছর বয়স, বাঁকা সিঁতে কাটা, শিশ দিতে দিতে যাচ্চে! কেউ যাচ্চে বলতে বলতে, "নগেন্দ্র। ক্ষিরোদ।"

"কেউ দেখি ঘোর তমো ;—বাঁশী বাজাচ্ছে,—তাতেই একটু অহঙ্কার হয়েছে। (দ্বিজের প্রতি) যার জ্ঞান হয়েছে, তার নিন্দার ভয় কি ? তার কূটস্থ বুদ্ধি—কামারের নেয়াই ; তার উপর কত হাতুড়ীর ঘা পড়েছে, কিছুতেই কিছু হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি (অমুকের) বাপকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্চে।

মাষ্টার—লোকটি বেশ সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু চোক রাঙ্গা।

[কাপ্তেনের চরিত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ—পুরুষপ্রকৃতি যোগ]

ঠাকুর কাপ্তেনেরবাড়ী গিয়াছিলেন—সেই গল্প করিতেছেন। যে সব ছেলেরা ঠাকুরের কাছে আসে, কাপ্তেন তাহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। হাজরা মহাশয়ের কাছে বোধ হয় তাহাদের নিন্দা শুনিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি বল্লাম, **পুরুষ** আর **প্রকৃতি** ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, **হে রাম,** যত পুরুষ দেখতে পাও, সব তোমার অংশ ; আর যত স্ত্রী দেখতে পাও, সব সীতার অংশ।'

"কাপ্তেন খুব খুসী। বল্লে, 'আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে—সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা !"

"এই কথা এই বল্লে ; আবার তারই পর ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ কর্‌লে ! বলে, 'ওরা ইংরাজী পড়ে,—যা তা খায়,—ওরা তোমার কাছে সর্ব্বদা যায়,—সে ভাল নয়। ওতে তোমার খারাপ হতে পারে। হাজরা যা একটী লোক, খুব লোক ! ওদের অত যেতে দেবেন না।' আমি প্রথমে বল্লাম, যায় তা কি করি ?

'তার পর প্যাণ্ (প্রাণ) থেঁতলে দিলাম। ওর মেয়ে হাসতে লাগল। বল্লাম, যে লোকের বিষয়বুদ্ধি আছে, সে লোক থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি যদি না থাকে, সে ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর,—অতি নিকটে। কাপ্তেন

রাখালের কথায় বলে যে, ও সকলের বাড়ীতে খায়। বুঝি হাজরার কাছে শুনেছ। তখন বল্লাম, লোকে হাজার তপ জপ করুক, যদি বিষয়বুদ্ধি থাকে, তা হলে কিছুই হবে না; আর শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যক্তি ধন্য! তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা এত তপ জপ করে; কিন্তু ওর মধ্যে দালালি করবে—এই চেষ্টায় থাকে।

'তখন কাপ্তেন বলে, হাঁ, তা ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তার পরে আমি বল্লাম, এই তুমি বল্লে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা, আবার এখন এমন কথা ব'লছ!

'কাপ্তেন বল্লে, তা তো;—কিন্তু তুমি সকলকে তো ভালবাস না!

"আমি বল্লাম, 'আপো নারায়ণ'; সবই জল, কিন্তু কোনও জল খাওয়া যায়, কোনটীতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শৌচ করা যায়। এই যে তোমার মাগ মেয়ে বসে আছে, আমি দেখছি সাক্ষাৎ **আনন্দময়ী**! কাপ্তেন তখন বলতে লাগল, হাঁ, হাঁ, ও ঠিক হ্যায়'! তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায়!"

এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। এইবার ঠাকুর কাপ্তেনের কত গুণ, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের অনেক গুণ! রোজ নিত্যকর্ম্ম;—নিজে ঠাকুর পূজা;—স্নানের মন্ত্রই কত! কাপ্তেন খুব একজন কর্ম্মী;—পূজা, জপ, আরতি, পাঠ, স্তব, এ সব নিত্যকর্ম্ম করে।

[কাপ্তেন ও পাণ্ডিত্য—কাপ্তেন ও ঠাকুরের অবস্থা]

'আমি কাপ্তেনকে বকতে লাগলাম; বল্লাম, তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ! আর পোড়ো না।

"আমার অবস্থা কাপ্তেন বল্লে, উড্ডীয়মান ভাব! জীবাত্মা আর পরমাত্মা; জীবাত্মা যেমন একটা পাখী, আর পরমাত্মা যেন আকাশ—**চিদাকাশ**। কাপ্তেন বল্লে, 'তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে যায়,—তাই সমাধি;' (সহাস্যে)

কাপ্তেন বাঙ্গালীদের নিন্দা ক'রলে। বল্লে, বাঙ্গালীরা নির্ব্বোধ! কাছে মাণিক রয়েছে চিন্‌লে না!

[গৃহস্থভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম্ম কত দিন]

"কাপ্তেনের বাপ খুব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফৌজে সুবাদারের কাজ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পূজা করত;—এক হাতে শিবপূজা, এক হাতে তরবার-বন্দুক!

(মাষ্টারের প্রতি) "তবে কি জান, রাতদিন বিষয় কর্ম্ম!—মাগ ছেলে ঘিরে রয়েছে, যখনই যাই দেখি! আবার লোক জন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। এক একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী; বিকারের ঘোর লেগেই আছে, একএকবার চটকা ভাঙ্গে! তখন 'জলখাব' 'জলখাব' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে; আবার, জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়,—কোন হুঁস থাকে না। আমি তাই ওকে ব'ল্লাম—তুমি কর্ম্মী। কাপ্তেন বল্‌লে, আজ্ঞা, আমার পূজা এই সব করতে আনন্দ হয়। জীবের কর্ম্ম বই আর উপায় নাই।

"আমি বল্‌লাম, কিন্তু কর্ম্ম কি চিরকাল ক'রতে হবে? মৌমাছি ভন্ ভন্ কতক্ষণ করে? যতক্ষণ না ফুলে বসে। মধুপানের সময় ভন্ ভনানি চলে যায়। কাপ্তেন বল্‌লে 'আপনার মত আমরা কি পূজা আর আর কর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে পারি?' তার কিন্তু কথার ঠিক নাই;—কখনও বলে, 'এ সব জড়'; কখনও বলে, 'এ সব চৈতন্য'। আমি বলি, **জড় আবার কি? সবই চৈতন্য!**"

[পূর্ণ ও মাষ্টার—জোর করে বিবাহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

পূর্ণর কথা ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণকে আর একবার দেখলে আমার ব্যাকুলতা একটু কম পড়্‌বে!—কি চতুর!—আমার উপর খুব টান; সে বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য। (মাষ্টারের প্রতি) তোমার স্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে; তাতে তোমার কি কিছু ক্ষতি হবে?

মাষ্টার—যদি তাঁরা (বিদ্যাসাগর) বলেন, তোমার জন্য ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে,—তা হ'লে আমার জবাব দিবার পথ আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলবে ?

মাষ্টার—এই কথা ব'লব, সাধুসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ নয় ; আর আপনারা যে বই পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই আছে—ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসবে। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের বাড়ীতে ছোট নরেনকে ডাক্‌লুম। ব'ল্‌লাম, তোর বাড়ীটা কোথায় ? চল্ যাই।—সে বল্‌লে, 'আসুন'। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চল্‌তে লাগল সঙ্গে,—পাছে বাপ জানতে পারে ! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (অখিল বাবুর প্রতিবেশীকে)—হ্যাঁগা, তুমি অনেক কাল আস নাই। সাত আটমাস হবে।

প্রতিবেশী—আজ্ঞা, এক বৎসর হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সঙ্গে আর একটী আসতেন।

প্রতিবেশী—আজ্ঞা হাঁ, নীলমণি বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি কেন আসেন না ?—একবার তাঁকে আসতে বোলো, তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। (প্রতিবেশীর সঙ্গী বালক দৃষ্টে) এ ছেলেটী কে ?

প্রতিবেশী—এ ছেলেটীর বাড়ী আসামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আসাম কোথা ? কোন দিকে ?

দ্বিজ আশুর কথা বলিতেছেন ? আশুর বাবা তার বিবাহ দিবেন। আশুর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ দেখ তার ইচ্ছা নাই, জোর করে বিবাহ দিচ্ছে।

ঠাকুর একটি ভক্তকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভক্তি করিতে বলিতেছেন,—জ্যেষ্ঠ ভাই, পিতা সম, খুব মান্‌বি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব—জন্মমৃত্যুতত্ত্ব

পণ্ডিতজী বসিয়া আছেন তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি)—খুব ভাগবতের পণ্ডিত।

মাষ্টার ও ভক্তেরা পণ্ডিতজীকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—আচ্ছা জী। যোগমায়া কি?

পণ্ডিতজী যোগমায়ার এক রকম ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না।

পণ্ডিতজী এই প্রশ্নের উত্তর এক রকম দিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন,—রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব; প্রেমময়ী। যোগমায়ার ভিতরে তিন গুণই আছে, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ সত্ত্ব বই আর কিছুই নাই। (মাষ্টারের প্রতি) নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে খুব মানে; সে বলে সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাসতে শিখতে হয়, ত রাধিকার কাছে শেখা যায়।

"সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করিতে রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দকৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দকৃষ্ণই 'আধার'। আর নিজেই শ্রীমতীরূপে 'আধেয়',—নিজের রস আস্বাদন ক'রতে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে।

"তাই বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ ক'রে চোখ খুলেন নাই; অর্থাৎ এই ভাব যে—এ চক্ষে আর কাকে দেখব। রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে ক'রে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ খুললেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দিছলেন। (আসামী বালকের প্রতি) একি দেখেছ, ছোট ছেলে চোখে হাত দেয়?

[সংসারী ব্যক্তি ও শুদ্ধাত্মা ছোকরার প্রভেদ]

পণ্ডিতজী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইতেছেন।

পণ্ডিত—আমি বাড়ী যাচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—কিছু হাতে হয়েছে।

পণ্ডিত—বাজার বড়া মন্দা হ্যায়।—রোজগার নেহি।—

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ত্যাখো,—বিষয়ী আর ছোকরাদের কত তফাৎ। এই পণ্ডিত রাত দিন টাকা টাকা কর্‌ছে। কল্‌কাতায় এসেছে, পেটের জন্য,—তা না হলে বাড়ীর সেগুলির পেট চলে না। তাই এর দ্বারে ওর দ্বারে যেতে হয়। মন একাগ্র করে ঈশ্বরচিন্তা ক'রবে কখন। কিন্তু ছোকরাদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন নাই। ইচ্ছা কর্‌লেই ঈশ্বরেতে মন দিতে পারে।

"ছোকরারা বিষয়ীর সঙ্গ ভালবাসবে না। রাখাল মাঝে মাঝে বল্‌ত, বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়।

"আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন বিষয়ী লোক আস্‌তে দেখলে দরজা বন্ধ ক'রতাম।

[পুত্র-কন্যা বিয়োগ জন্য শোক ও শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ব্বকথা]

"দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম ; কিন্তু এখনে যখন এলো, তখন ছুঁতে পারলাম না।

"শ্রীরামের সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাতদিন একসঙ্গে থাকতাম। একসঙ্গে শুয়ে থাকতাম। তখন ষোল সতর বৎসর বয়স। লোকে ব'লত, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হ'লে দু'জনের বিয়ে হ'ত। তাদের বাড়ীতে দুজনে খেলা ক'রতাম, তখনকার সব কথা মনে পড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পাল্কী চড়ে আসতো ; বেয়ারাগুলো, 'হিঞ্জোড়া 'হিঞ্জোড়া বলতে থাকৃত।

শ্রীরামকে দেখব বলে কতবার লোক পাঠিয়েছি ; এখন চানকে দোকান করেছে! সেদিন এসেছিল ; দুদিন এখানে ছিল।

"শ্রীরাম বললে, ছেলে পিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করছিলাম ; সেটী মরে গেছে। বল্‌তে বল্‌তে শ্রীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে ; চক্ষে জল এল ; ভাইপোর জন্য খুব শোক হয়েছে।

"আবার বল্‌লে, ছেলে হয় নাই বলে স্ত্রীর যত স্নেহ ঐ ভাইপোর উপর পড়েছিল ; এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, ক্ষেপি। আর শোক কর্‌লে কি হবে? তুই কাশী যাবি?

"বলে 'ক্ষেপি ;—একেবারে ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে। তাকে ছুঁতে পারলাম না। দেখলাম তাতে আর কিছু নাই।"

ঠাকুর শোক সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছেন ; এ দিকে ঘরের উত্তরের দরজার কাছে সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীটি দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বিধবা' তাঁর একমাত্র কন্যার খুব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটীর স্বামী রাজা উপাধীধারী,—কলিকাতানিবাসী,—জমিদার। মেয়েটী যখন বাপের বাড়ী আসিতেন, তখন সঙ্গে সেপাই শান্ত্রী আসিত ;—মায়ের বুক যেন দশহাত হইত। সেই একমাত্র কন্যা কয়দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া ভাইপোর বিয়োগ জন্য শ্রীরামমল্লিকের শোকের কথা শুনিলেন। তিনি কয়দিন ধরিয়া বাগবাজার হইতে পাগলের ন্যায় ছুটে ছুটে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিতেছেন ; যদি কোন উপায় হয় ; যদি তিনি এই দুর্জ্জয় শোক নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন! ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণী ও ভক্তদের প্রতি)—একজন এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে বল্‌ছে, 'যাই একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখিগে।'

"আমি আর থাক্‌তে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ্ এখান থেকে।—ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?

[জন্ম-মৃত্যুতত্ত্ব—বাজীকরের ভেল্কী]

(মাষ্টারের প্রতি) "কি জান, ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য! জীব, জগৎ, বাড়ী-ঘর-দ্বার, ছেলেপিলে, এ সব বাজীকরের ভেল্‌কী। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বল্‌ছে, লাগ্ লাগ্ লাগ্। ঢাকা খুলে

দেখ, কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল। কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য। এই আছে, এই নাই।

"কৈলাসে শিব বসে আছেন; নন্দী কাছে আছেন। এমন সময়ে একটা ভারি শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর! এ কিসের শব্দ হ'লো? শিব বল্‌লেন, রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ। খানিক পরে আবার একটা ভয়ানক শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে—'এবার কিসের শব্দ? শিব হেসে বল্‌লেন, 'এবার রাবণ বধ হলো! জন্ম-মৃত্যু—এ সব ভেল্কীর মত। এই আছে, এই নাই।' ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে, এই নাই—ভুড়ভুড়ি জলে মিশিয়ে যায়;—যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়।

"ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র; জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়। ছেলে মেয়ে,—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে ৫টা ৬টা ছোট ভুড়ভুড়ি।

"ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপর কিরূপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা কর; শোক করে কি হবে?"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, তবে আমি আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি, সস্নেহে)—তুমি এখন যাবে? বড় ধুপ!—কেন, এদের সঙ্গে গাড়ী করে যাবে।

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, বেলা প্রায় তিনটা চারটা। ভারি গ্রীষ্ম। একটী ভক্ত ঠাকুরকে একখানি নূতন চন্দনের পাখা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পাখা পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন "বা!" "বা!" "ওঁতৎ-সৎ! কালী!" এই বলিয়া প্রথমেই ঠাকুরদের হাওয়া করিতেছেন। তাহার পরে মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'দেখ দেখ, কেমন হাওয়া।'

মাষ্টারও আনন্দিত হইয়া দেখিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপ্তেন ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন।

ঠাকুর কিশোরীকে বলিলেন, 'এদের সব দেখিয়ে এস তো,—ঠাকুরবাড়ী !' ঠাকুর কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাষ্টার, দ্বিজ ইত্যাদি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। দমদমার মাষ্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাপ্তেনকে ছোট খাটটীর এক পার্শ্বে তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন।

[পাকা-আমি বা দাস—আমি]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কথা এদের বলছিলাম,—কত ভক্তি, কত পূজা, কত রকম আরতি।

কাপ্তেন (সলজ্জভাবে)—আমি কি পূজা—আরতি করবো ? আমি কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। আমি ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের আমি,—বালক কোন গুণের বশ নয়। এই ঝগড়া করছে, আবার ভাব। এই খেলা-ঘর করলে কত যত্ন করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেললে। দাস আমি—বালকের আমি, এতে কোন দোষ নাই। এ আমি আমির মধ্যে নয়; যেমন মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টতে অসুখ করে; কিন্তু মিছরিতে বরং অম্লনাশ হয়। আর যেমন ওঁকার শব্দের মধ্যে নয়।

"এই অহং দিয়ে সচ্চিদানন্দকে ভালবাসা যায়। অহং তো যাবে না— তাই 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি'। তা না হলে মানুষ কি লয়ে থাকে। গোপীদের কি ভালবাসা! (কাপ্তেনের প্রতি) তুমি গোপীদের কথা কিছু বল। তুমি অত ভাগবত পড়ো।"

কাপ্তেন—যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, কোন ঐশ্বর্য্য নাই, তখনও

গোপীরা তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বেসেছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি তাদের ঋণ কেমন করে শুধ্‌ব? যে গোপীরা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছে,—দেহ,—মন,—চিত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। 'গোবিন্দ!' 'গোবিন্দ!' 'গোবিন্দ!' এই কথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইতেছেন। প্রায় বাহ্যশূন্য। কাপ্তেন সবিস্ময়ে বলিতেছেন, 'ধন্য।' 'ধন্য।'

কাপ্তেন ও সমবেত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অদ্ভুত প্রেমাবস্থা দেখিতেছেন। যতক্ষণ না তিনি প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ তাঁহারা চুপ করিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার পর?

কাপ্তেন—তিনি যোগীদিগের অগম্য;—'যোগিভিরগম্যম্‌'—আপনার ন্যায় যোগীদের অগম্য; কিন্তু গোপীদিগের গম্য। যোগীরা কত বৎসর যোগ করে যাঁকে পায় নাই; কিন্তু গোপীরা অনায়াসে তাঁকে পেয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গোপীদের কাছে খাওয়া খেলা, কাঁদা, আব্দার করা, এ সব হয়েছে।

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র—অবতারবাদ]

একজন ভক্ত বলিলেন, 'শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।

কাপ্তেন—বুঝি লীলা মানেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার বলে নাকি, কামাদি—এ সব দরকার।

দম্‌দম্‌ মাষ্টার—নবজীবনে বঙ্কিম লিখেছেন—ধর্ম্মের প্রয়োজন এই যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সব বৃত্তির স্ফুর্ত্তি হয়।

কাপ্তেন—'কামাদি দরকার',—তবে লীলা মানেন না। ঈশ্বর মানুষ হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকৃষ্ণলীলা, তা মানেন না?

[পূর্ণব্রহ্মের অবতার—শুধু পাণ্ডিত্য ও প্রত্যক্ষের প্রভেদ—
Mere Book-learning and Realisation]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই; কেমন করে মানা যায়।

"একজন তার বন্ধুকে এসে বল্লে, 'ওহে! কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখ্‌লাম, সে বাড়ীটা হুড়্‌মুড়্‌ করে পড়ে গেল।' বন্ধু বল্লে, দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি।' এখন হুড়মুড় করে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, 'কই খবরের কাগজে ত কিছুই নাই।—ও সব কাজের কথা নয়।' সে লোকটা বল্লে, আমি যে দেখে এলাম। ও বল্লে, তা হোক্ যে কালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস কল্লুম না।' ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? এ কথা যে ওদের ইংরাজি লেখাপড়ার ভিতর নাই। পূর্ণ অবতার বোঝান বড় শক্ত; কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা।

কাপ্তেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' বল্‌বার সময় পূর্ণ ও অংশ বল্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণ ও অংশ;—যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য,—জ্ঞানীর জন্য নয়। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে—হে রাম! তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক, "বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর।"

কাপ্তেন—"বাচ্য-বাচক" অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'ব্যাপক' অর্থাৎ যেমন ছোট একটী রূপ; যেমন অবতার মানুষরূপ হয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অহঙ্কারই বিনাশের কারণ ও ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন

সকলে বসিয়া আছেন। কাপ্তেন ও ভক্তদের সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের জয়গোপাল সেন ও ত্রৈলোক্য আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে ত্রৈলোক্যের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে এই অহঙ্কাররূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লঙ্ঘন না ক'র্‌লে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না।

"একজন ভূতসিদ্ধ হ'য়েছিল। সিদ্ধ হ'য়ে যাই ডেকেছে, অম্‌নি ভূতটী এসেছে। এসে ব'ল্লে, 'কি কাজ কর্‌তে হবে বল। কাজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাঙ্গব।' সে ব্যক্তি যত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর কাজ পায় না; ভূতটী বল্‌লে, "এইবার তোমার ঘাড় ভাঙ্গি?" সে ব'ল্‌লে, একটু দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি' এই বলে গুরুদেবের কাছে গিয়ে ব'ললে, "মহাশয়, ভারি বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ; এখন কি করি?" গুরু তখন ব'ললেন, তুই এক কর্ম্ম কর্, তাকে এই চুলগাছটী সোজা ক'রতে বল। ভূতটী দিন রাত ঐ ক'রতে লাগল। চুল কি সোজা হয়? যেমন বাঁকা, তেমনি রহিল। অহঙ্কারও এই যায়, আবার আসে।

"অহঙ্কার ত্যাগ না ক'রলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

"কর্ম্মের বাড়ীতে যদি একজনকে ভাঁড়ারি করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাকে, ততক্ষণ কর্ত্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা ক'রে ভাঁড়ার ছেড়ে চ'লে যায়, তখনই কর্ত্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

"নাবালকেরই অছী। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করিতে পারে না; রাজা ভার ল'ন। অহঙ্কার ত্যাগ না ক'রলে ঈশ্বর ভার লন না।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বল্লেন 'ঠাকুর কোথা যাও?' নারায়ণ বল্লেন, আমার একটী ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি। এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বল্লেন ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলে যে? নারায়ণ হেসে বল্লেন, 'ভক্তটী প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল; ধোপারা কাপড় শুকাতে দিছ্‌ল, ভক্তটী মাড়িয়ে যাচ্ছিল! দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' লক্ষ্মী আবার বল্লেন, 'ফিরে এলেন কেন?' নারায়ণ হাসতে হাসতে বল্লেন, 'সে ভক্তটী নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। (সকলের হাস্য)। তাই আর আমি গেলাম না।'

[পূর্ব্বকথা—কেশব ও গৌরী—সোঽহং অবস্থার পর দাসভাব]

"কেশব সেনকে বলেছিলাম, 'অহং ত্যাগ করতে হবে।' তাতে কেশব বল্লে,—তা হলে মহাশয়, দল কেমন করে থাকে?

"আমি বল্লাম, 'তোমার এ কি বুদ্ধি!—তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর,— যে আমিতে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, কিন্তু পাকা-আমি, দাস-আমি, ভক্তের আমি,—ত্যাগ কর্‌তে বল্‌ছি না। আমি ঈশ্বরের দাস; আমি ঈশ্বরের সন্তান,—এর নাম পাকা আমি। এতে কোনও দোষ নাই।

ত্রৈলোক্য—অহঙ্কার যাওয়া বড় শক্ত। লোকে মনে করে, বুঝি গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাছে অহঙ্কার হয় ব'লে গৌরী 'আমি' বল্‌ত না,—বল্‌ত 'হাঁন'। আমিও তার দেখাদেখি বলতাম, 'ইনি'; 'আমি খেয়েছি' না বলে, বলতাম 'ইনি খেয়েছেন।' সেজো বাবু তাই দেখে একদিন বল্লে, 'সে কি বাবা, তুমি ওসব কেন ব'লবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার ত আর অহঙ্কার নাই। তোমার ওসব বলায় কিছুই দরকার নাই।

"কেশবকে বল্লাম আমি তো যাবে না ; অতএব সে দাস ভাবে থাক্ ;—যেমন দাস। প্রহ্লাদ দুই ভাবে থাকতেন, কখনও বোধ করতেন 'তুমিই আমি' 'আমিই তুমি'—, সোঽহং। আবার যখন অহং বুদ্ধি আসত, তখন দেখতেন, আমি দাস তুমি প্রভু। একবার পাকা "সোঽহং" হলে পরে, তার পর দাস-ভাবে থাকা। যেমন আমি দাস।

[ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ—ভক্তের আমি—কর্ম্মত্যাগ]

(কাপ্তেনের প্রতি)—"ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমৎভাগবতে জ্ঞানীর চারটা অবস্থার কথা আছে—(১) বালকবৎ, (২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (৪) পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন ব্যবহার করে।

"কখনও জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম ক'র্‌তে পারে না, কর্ম্মত্যাগ হয়। তবে যদি বলো জনকাদি কর্ম্ম করেছিলেন ; তা কি জান তখনকার লোক কর্ম্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চন্ত হ'ত। আর তখনকার লোকও খুব বিশ্বাসী ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্ম্মত্যাগের কথা বলিতেছেন ; আবার যাঁহাদের কর্ম্মে আসক্তি আছে, তাঁহাদের অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করতে বল্‌ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান হলে বেশী কর্ম্ম করতে পারে না।

ত্রৈলোক্য—কেন? পাওহারি বাবা এমন যোগী কিন্তু লোকের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন,—এমন কি মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ—তা বটে। দুর্গাচরণ ডাক্তার এতো মাতাল, চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকৃত ; কিন্তু কাজের বেলা ঠিক,—চিকিৎসা করবার সময় কোনও রূপ ভুল হবে না। ভক্তি লাভ ক'রে কর্ম্ম ক'রলে দোষ নাই। কিন্তু বড় কঠিন, খুব তপস্যা চাই।

"ঈশ্বরই সব ক'রেছেন ; আমরা যন্ত্রস্বরূপ। কালী ঘরের সামনে শিখরা বলছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়'। আমি বল্লাম' দয়া কাদের উপর ?

শিখরা বললে, 'কেন মহারাজ? আমাদের উপর।'

"আমি বল্লাম, আমরা সকলে তাঁর ছেলে; ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখছেন; তা তিনি দেখবেন না তো বামুন পাড়ার লোকে এসে দেখবে? আচ্ছা, যারা 'দয়াময়' বলে, তারা এটী ভাবে না যে, আমরা কি পরের ছেলে?

কাপ্তেন—আজ্ঞা হাঁ, আপনার ব'লে বোধ থাকে না।

[ভক্ত ও পূজাদি—ঈশ্বর ভক্তবৎসল—পূর্ণজ্ঞানী]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে কি দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ ব'লবে। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা, বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়—আমরা সব দূরের লোক,—পরের ছেলে।

"সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই ব'লতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বলছিল 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য্য অনন্ত। তিনি কি আর সন্দেশ কলা খাবেন? না গান শুনবেন? ও সব মনের ভুল।'

"নরেন্দ্র অমনি দশ হাত নেবে গেল। তখন হাজরাকে বললাম, তুমি কি পাজী! ওদের অমন কথা ব'ললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভক্তি গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য, তবুও তিনি ভক্তাধীন! বড় মানুষের দ্বারবান এসে বাবুর সভায় একধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কি একটী জিনিষ আছে, কাপড়ে ঢাকা। অতি সঙ্কোচভাবে। বাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কি দ্বারবান্, হাতে কি আছে? দ্বারবান্ সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার করে বাবুর সম্মুখে রাখলে—ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটী খুব আদর করে নিলেন, আর বল্লেন, আহা বেশ আতা! তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট করে আন্‌লে?

"তিনি ভক্তাধীন। দুর্য্যোধন অত যত্ন দেখালে, আর বল্লে, এখানে খাওয়া

দাওয়া করুন ; ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদুরের কুটিরে গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল ; বিদুরের শাকান্ন সুধার ন্যায় খেলেন !

"পূর্ণজ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ—'পিশাচবৎ'। খাওয়া দাওয়ার বিচার নাই—শুদ্ধি-অশুচি বিচার নাই ! পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ, দুইজনেরই বাহিরের লক্ষণ এক রকম ! পূর্ণজ্ঞানী হয় ত গঙ্গাস্নানে মন্ত্র পাঠ কর্‌লে না, ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলগুলি হয় ত এক সঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্র মন্ত্র নাই !

[কর্ম্মী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম্ম কতক্ষণ ?]

"যত দিন সংসারের ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্ম্মত্যাগ কর্‌তে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্ম্ম।

"একটী পাখী জাহাজের মাস্তলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়্‌ল। তখন পাখীর চটকা ভাঙ্গলো, সে দেখলে চতুর্দ্দিকে কূল কিনারা নাই। তখন ড্যাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে, ফিরে এসে মাস্তলে আবার বস্‌ল।

"অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল ;—এবার পূর্ব্ব দিকে গেল। সে দিকে কিছুই দেখতে পেলে না ; চারিদিকে কেবল অকূল পাথার ! তখন ভারি পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে গেল, এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখলে কোথাও কূলকিনারা নাই, তখন সেই মাস্তলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোন ব্যস্তভাব বা অশান্তি, রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোনও চেষ্টাও নাই।

কাপ্তেন—আহা কেয়া দৃষ্টান্ত !

[ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়; যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়; তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না ক'রলে অনেকের ত্যাগ হয় না। কুটীচক আর বহূদক। সাধকেদের ভিতরেও কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না; অনেক তীর্থের উদক—কিনা জল খায়। যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটীর বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে।

"কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ! এই আছে, এই নাই!

"প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সূর্য্য দেখা যায় না; দুঃখের ভাগই বেশী! আর কামিনী-কাঞ্চনমেঘ সূর্য্যকে দেখতে দেয় না।

"কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার ক'রলেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই?

[উপায়—ব্যাকুলতা—ত্যাগ]

"আমি বলি উপায় থাকবে না কেন? তাঁ'র শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

"এক জনের ছেলেটী যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে, এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বল্লে, তুমি যদি এইটী যোগাড় করতে পারে তো ভাল হয়,—স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির উপর। সেই জল একটী ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটি সাপে তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামড়াতে গিয়ে সাপের

বিষ ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাঙটী পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

লোকটি অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরুল! এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বল্‌ছে, ঠাকুর! এইবার মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখে, একটী মড়ার খুলি, তাতে স্বাতী নক্ষত্রের জলপড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা ক'রে বল্‌তে লাগল, দোহাই ঠাকুর! এইবার আর কটি জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ ও সাপ! তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাঙকে তাড়া করে আস্‌ছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ, ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল!

ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, তিনি শুনবেনই শুনবেন,—সব সুযোগ করে দেবেন।

কাপ্তেন—কেয়া দৃষ্টান্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তিনি সুযোগ করে দেন। হয় ত,—বিয়ে হ'ল না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে। হয় ত ভায়েরা রোজগার করতে লাগল বা একটি ছেলে মানুষ হ'য়ে গেল, তা হলে তোমায় আর সংসার দেখতে হল না। তখন তুমি অনায়াসে যোল আনা মন ঈশ্বরকে দিতে পার। তবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অজ্ঞান, অবিদ্যা নাশ হয়। আতস কাঁচের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়লে কত জিনিষ পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ লয়ে গেলে ওটী হয় না। ঘর ত্যাগ করে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।

[ঈশ্বর লাভের পর সংসার—জনকাদি]

"তবে জ্ঞান লাভের পর কেউ সংসারে থাকে। তারা ঘর-বার দুইই দেখতে পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা ভাল, মন্দ, নিত্য, অনিত্য, এ সব, সে আলোতে দেখতে পায়।

"যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না। অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটীর ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটী দেখতে পায়! কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন সারসীর ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিষও দেখতে পায়। জ্ঞান-সূর্য্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিষ খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পায়,—কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, কোনটী নিত্য, কোন্‌টী অনিত্য।

"ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব তাঁর যন্ত্রস্বরূপ।

"তাই জ্ঞানীরও অহঙ্কার কর্‌বার যো নাই। মহিম্নস্তব যে লিখেছিল, তার অহঙ্কার হয়েছিল। শিবের ষাঁড় যখন দাঁত বার করে দেখালে, তখন তা'র অহঙ্কার চুর্ণ হয়ে গেলো। দেখ্‌লে এক একটি দাঁত এক এক মন্ত্র! তার মানে কি জান? এ সব মন্ত্র অনাদিকাল ছিল। তুমি কেবল উদ্ধার ক'রলে।

"গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে, 'আমি গুরু' সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হাল্‌কা দিক্‌টা উচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উচু হয়, সে হাল্‌কা। সকলেই গুরু হতে যায়!—শিষ্য পাওয়া যায় না।"

ত্রৈলোক্য ছেট খাট্‌টির উত্তর ধারে মেজেতে বসিয়াছেন। ত্রৈলোক্য গান গাইবেন! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আহা! তোমার কি গান! ত্রৈলোক্য তানপূরা লইয়া গান করিতেছেন—

তুঝ্‌সে হামনে দিল্‌কো লাগায়া, যো কুচ হ্যায় সব তুহি হ্যায়॥

গান—নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার (হে নাথ।) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার॥

গান শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন! আর বলিতেছেন, আহা! তুমিই সব! আহা! আহা!

গান সমাপ্ত হইল। ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর মুখ ধুইতে ঝাউ-তলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। মাষ্টারকে হঠাৎ বলিলেন, 'কই তোমরা খেলে না? আর ওরা খেলে না?'

ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

[নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'তাই ত কার গাড়ীতে যাই?'

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধূনা দেওয়া হইতেছে। ঠাকুরবাড়ীতে সব স্থানে ফরাস্ আলো জ্বালিয়া দিল। রোসনচৌকী বাজিতেছে। এবার দ্বাদশ শিব-মন্দিরে, বিষ্ণুঘরে কালীঘরে আরতি হইবে।

ছোট খাটটীতে বসিয়া ঠাকুরদের নামকীর্ত্তনান্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা'র ধ্যান করিতেছেন। আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর এদিক্ ওদিক ঘরে পায়চারি করিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। আর কলিকাতায় যাইবার জন্য মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরৎ ও আরও দুই একটি ছোক্‌রা। তাঁহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্নেহ উথলিয়া পড়িল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুমি এসেছ!'

ঘরের মধ্যে পশ্চিমাস্য হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর কয়টি ছোক্‌রা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছেন, নরেন্দ্র এসেছে,

আর যাওয়া যায়? লোক দিয়ে নরেন্দ্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম; আর যাওয়া যায়? কি বল?

মাষ্টার—যে আজ্ঞা, আজ তবে থাক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায়, নয় গাড়ীতে। (অন্যান্য-ভক্তদের প্রতি) তোমরা তবে এস আজ;—রাত হল।'

ভক্তেরা সকলে একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাদশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরে ভক্ত মন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। এখন বেলা প্রায় তিনটা বিনোদ রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া। ছোট নরেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ; আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ! ঠাকুর বলরামের বাড়ীতে সকালে আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে আহারাদি করিয়াছেন। বলরামের বাড়ীতে শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন "বড় শুদ্ধ অন্ন।"

নারাণ প্রভৃতি ভক্তেরা বলিয়াছিলেন, নন্দ বসুর বাড়ীতে অনেক ঈশ্বরীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাদের বাড়ী গিয়া অপরাহ্ণে ছবি দেখিবেন। একটী ভক্ত ব্রাহ্মণীর বাড়ী নন্দ বসুর বাটীর নিকটে সেখানে যাইবেন। ব্রাহ্মণী-কন্যা শোকে সন্তপ্তা; প্রায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান। তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে ও আর একটী স্ত্রী ভক্ত গণুর মার বাটীতেও যাইতে হইবে।

ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াই ছোকরা ভক্তদের ডাকিয়া পাঠান। ছোট নরেন মাঝে বলিয়াছিলেন, "আমার কাজ আছে বলিয়া সর্ব্বদা

আসিতে পারি না, পরীক্ষার জন্য পড়া"—ইত্যাদি ; ছোট নরেন আসিলে ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন :—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে)—তোকে ডাকৃতে পাঠাই নাই।

ছোট নরেন (হাসিতে হাসিতে)—তা আর কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে ; অবসর হলে আস্‌বে! ঠাকুর যেন অভিমান করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

পাল্কী আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দবসুর বাড়ীতে যাইবেন।

ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঠাকুর পাল্কীতে উঠিতেছেন। পায়ে কালো বার্ণিস করা চটী জুতা, পরণে লাল ফিতাপাড় ধুতি, উত্তরীয় নাই। জুতা-জোড়াটি পাল্কীর এক পাশে মণি রাখিলেন। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার যাইতেছেন। ক্রমে পরেশ আসিয়া জুটিলেন।

নন্দ বসুর গেটের ভিতর পাল্কী প্রবেশ করিল। ক্রমে বাড়ীর সম্মুখে প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পাল্কী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে চটি জুতাজোড়াটি দিতে বলিলেন ; পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া উপরে হল ঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হল-ঘর। দেব-দেবীর ছবি ঘরের চতুর্দ্দিকে।

গৃহস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন। ক্রমে পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভক্তেরা এই হল-ঘরে জুটিলেন। গিরীশের ভাই অতুল আসিয়াছেন। প্রসন্নের পিতা শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাড়ীতে সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। তিনিও উপস্থিত আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত নন্দবসুর বাটীতে শুভাগমন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছবি দেখিতে গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও কয়েকজন ভক্ত। গৃহস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পশুপতিও সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ছবিগুলি দেখাইতেছেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন। দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

হনুমানের মাথায় হাত দিয়া শ্রীরাম আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। হনুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপদ্মে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন "আহা! আহা।"

তৃতীয় ছবি, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন।

৪র্থ, বামনাবতার। ছাতি মাথায় বলির যজ্ঞে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'বামন!' এবং একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

এইবার নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঠাকুর গোষ্ঠের ছবি দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সহিত বৎসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন!

মণি বলিয়া উঠিলেন—চমৎকার ছবি।

সপ্তম ছবি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—"ধূমাবতী!" অষ্টম, ষোড়শী; নবম, ভুবনেশ্বরী; দশম, তারা; একাদশ, কালী। এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেন,—"এ সব উগ্রমূর্ত্তি। এ সব মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌তে নাই। এ মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌লে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন।"

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, "বা! বা!"

তার পর রাই রাজা। নিকুঞ্জবনে সখীপরিবৃতা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন। তারপর দোলের

ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মূর্ত্তি দেখিতেছেন। গ্লাস্‌কেসের ভিতর বীণাপাণির মূর্ত্তি; দেবী বীণাহস্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগ রাগিণী আলাপ করিতেছেন।

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন,—"আজ খুব আনন্দ হ'ল। বা! আপনি ত খুব হিন্দু। ইংরাজি ছবি না রেখে যে এই ছবি রেখেছেন—খুব আশ্চর্য্য!"

শ্রীযুক্ত নন্দ বসু বসিয়া আছেন। তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"বসুন। দাঁড়িয়ে রহিলেন কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বসিয়া)—এ পট-গুলো খুব বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দু।

নন্দ বসু—ইংরাজি ছবিও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে সব অমন নয়। ইংরাজীর দিকে তোমার তেমন নজর নাই।

ঘরের দেওয়ালের উপর শ্রীযুক্ত কেশব সেনের নববিধানের ছবি টাঙ্গান ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র ঐ ছবি করাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের একজন প্রিয় ভক্ত। ঐ ছবিতে পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্ম্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন। গন্তব্য স্থান এক, শুধু পথ আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও যে সুরেন্দ্রের পট!

প্রসন্নের পিতা (সহাস্যে)—আপনি ওর ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওই এক রকম; ওর ভিতর সবই আছে!—ইদানীং ভাব।

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ঠাকুর **ভাবে বিভোর** হইতেছেন। ঠাকুর জগৎমাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতালের ন্যায় বলিতেছেন,—আমি বেহুঁস হই নাই।' বাড়ীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, "বড় বাড়ী! এতে কি আছে? ইট, কাঠ, মাটী!'

কিয়ৎপরে বলিতেছেন,—"ঈশ্বরীয় মূর্ত্তি সকল দেখে বড় আনন্দ হল।" আবার বলিতেছেন,—"উগ্রমূর্ত্তি, কালী, তারা (শব শিবা মধ্যে শ্মশানবাসিনী) রাখা ভাল নয়; রাখ্‌লে পূজা দিতে হয়।"

পশুপতি (সহাস্যে) তা তিনি যতদিন চালাবেন, তত দিন চল্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে; কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভুলে থাকা ভাল নয়।

নন্দ বসু—তাঁ'তে মতি কই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর কৃপা হ'লে হয়।

নন্দ বসু—তাঁর কৃপা কই হয়? তাঁর কি কৃপা করবার শক্তি আছে?

[ঈশ্বর কর্ত্তা, না কর্ম্মই ঈশ্বর]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বুঝেছি, তোমার পণ্ডিতদের মত; 'যে যেমন কর্ম্ম কর্‌বে, সেরূপ ফল পাবে;' ও গুলো ছেড়ে দাও! ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। আমি মার কাছে ফুল হাতে করে বলেছিলাম,—"মা! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমি কিছুই চাই না; তুমি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম্ম এই লও তোমার অধর্ম্ম, আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

নন্দ বসু—আইন তিনি ছাড়াতে পারেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন; যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদ্‌লাতে পারেন।

[চৈতন্যলাভ ভোগান্তে—না তাঁর কৃপায়]

"তবে ও কথা বল্‌তে পার তুমি। তোমার নাকি ভোগ কর্‌বার ইচ্ছা

আছে, তাই তুমি অমন্ কথা বল্‌ছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হলে চৈতন্য হয় না! তবে ভোগই বা কি কর্‌বে? কামিনী-কাঞ্চনের সুখ—এই আছে, এই নাই; ক্ষণিক! কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর আছে কি? আমড়া, আঁঠী আর চামড়া; খেলে অম্লশূল হয়। সন্দেশ, যাই গিলে ফেল্লে আর নাই!"

[ঈশ্বর কি পক্ষপাতী—অবিদ্যা কেন—তাঁর খুসী]

নন্দ বসু একটু চুপ করিয়া আছেন; তার পর বলিতেছেন,—ও সব ত বলে বটে; ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তাঁর কৃপাতে যদি হয়, তা হলে বল্‌তে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি নিজেই সব; ঈশ্বর নিজেই জীব জগৎ সব হয়েছেন। যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তখন ঐ বোধ। তিনি মন বুদ্ধি দেহ,—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর কর্‌বেন?

নন্দ বসু—তিনি নানা রূপ কেন হয়েছেন? কোনখানে জ্ঞান, কোনখানে অজ্ঞান?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর খুসী।

অতুল—কেদার বাবু (চাটুর্জ্জে) বেশ বলেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বর সৃষ্টি কেন করলেন? তাতে বলেছিলেন যে, যে মিটিংএ তিনি সৃষ্টির মতলব করেছিলেন, সে মিটিংএ আমি ছিলাম না। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর খুসী। এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি॥

"তিনি আনন্দময়ী। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য জীব, তার মধ্যে দুই একটী মুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে;—তাতেও আনন্দ;—ঘুড়ির লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।" কেউ সংসারে বদ্ধ হচ্ছে, কেউ মুক্ত হচ্ছে।

'ভবসিন্ধু মাঝে মন উঠ্‌ছে ডুব্‌ছে কত তরী!"

নন্দ বসু—তাঁর খুসী, আমরা যে মরি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে জান্‌তে পাচ্চ, ততক্ষণ 'আমি' 'আমি' কর্‌ছ!

"সকলে তাঁকে জান্‌তে পার্‌বে—সকলেই উদ্ধার হবে; তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুরবেলা, কেহ বা সন্ধ্যার সময়; কিন্তু কেহ অভুক্ত থাক্‌বে না! **সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে।'**

পশুপতি—আজ্ঞা হাঁ, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি, এটা খোঁজো দেখি! আমি কি হাড় না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভুঁড়ি? আমি খুঁজ্‌তে খুঁজতে 'তুমি' এসে পড়ে; অর্থাৎ, সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। 'আমি' নাই।—**তিনি**। তোমার অভিমান নাই। এত ঐশ্বর্য্য। 'আমি' একেবারে ত্যাগ হয় না; তাই যদি যাবে না, তবে থাক শ্যালা ঈশ্বরের দাস হয়ে। (সকলের হাস্য) ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস, এ অভিমান ভাল। যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়, সেই 'আমি' কাঁচা আমি, সে 'আমি' ত্যাগ করতে হয়।

অহঙ্কারের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।

[ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার ও মত্ততা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, প্রথম অভিমান থাকবে না; দ্বিতীয়, শান্ত স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে। অতএব তোমার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশী ঐশ্বর্য্য হলে, ঈশ্বরকে ভুল হয়ে যায়; ঐশ্বর্য্যের স্বভাবই ঐ। যদু মল্লিকের বেশী ঐশ্বর্য্য হয়েছে; সে আজকাল ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে আগে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত।

"কামিনী-কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জ্যাঠা বোধ থাকে না; তা'দেরই ব'লে ফেলে, তোর গুষ্টির; মাতালের গুরু লঘু বোধ থাকে না।"

নন্দ বসু—তা বটে।

[Theosophy—ক্ষণকাল যোগে মুক্তি—শুদ্ধাভক্তিসাধন]

পশুপতি—মহাশয়! এগুলা কি সত্য—Syiritualism, Theosophy? সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক? নক্ষত্রলোক?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জানি না বাপু! অত হিসাব কেন? আম খাও; কত আম গাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটী পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

"চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জান্‌তে পারে, তাহা হ'লে ও সব হাবজা গোবজা বিষয় জান্‌তে ইচ্ছাও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে,—'আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে।'—'আমি এক জালা জল খাবো রে।'—বৈদ্য বলে, 'খাবি? আচ্ছা খাবি।'—এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে যা বল্‌বে তাই শুন্‌তে হয়।

পশুপতি—আমাদের বিচার চিরকাল বুঝি থাক্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, ঈশ্বরেতে মন রাখো, চৈতন্য হবে।

পশুপতি (সহাস্যে)—আমাদের ঈশ্বরের যোগ ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হোক্; ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হইলেই মুক্তি।

"অহল্যা বল্লে, রাম! শূকরযোনিতেই জন্ম হউক আর যেখানেই হউক, যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে, যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়।

"নারদ বল্‌লে,—রাম! তোমার কাছে কোনও বর চাই না, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, এই আশীর্ব্বাদ করো। আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌লে, তাঁতে মন হয়,—ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

[পাপ ও পরলোক—মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা—ভরত রাজা]

'আমাদের কি বিকার যাবে'!—'আমাদের আর কি হবে'—আমরা পাপী'—এ সব বুদ্ধি ত্যাগ করো। (নন্দ বসুর প্রতি) আর এই চাই—'একবার রাম বলেছি, আমার আবার পাপ!"

নন্দ বসু—পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আম খাও না! তোমার ও সব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কিনা—তা'তে কি হয়—এ সব খবর! "আম খাও। 'আম' প্রয়োজন,—তাঁ'তে ভক্তি—"

নন্দ বসু—আমগাছ কোথা? আম পাই কোথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—গাছ! তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম! তিনি আছেনই, তিনি নিত্য! তবে একটি কথা আছে—তিনি 'কল্পতরু—'

'কালী কল্পতরু মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি!'

"কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,—তবে ফল তরুর মূলে পড়ে,—তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি ফল,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

"জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়,—অহেতুকী ভক্তি। তা'রা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম চায় না।

"পরলোকের কথা বলছ। গীতার মত,—মৃত্যুকালে যা ভাব্‌বে তাই হবে। ভারত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাত দিন অভ্যাস করতে হয়;—তা' হলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে,—অভ্যাসের গুণে।

এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকেও বল্‌লুম, 'এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার?' তারপর আবার বল্‌লুম, যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়; ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তা হলে তইরি লাল হাঁড়িগুলা ফেলে দেয়। কাঁচাগুলা কিন্তু আবার নিয়ে কাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ও আবার চাকে দেয়!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনা—রজোগুণের চিহ্ন

এ পর্য্যন্ত গৃহস্বামী ঠাকুরের মিষ্ট মুখ করাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন,—

"কিছু খেতে হয়। যদুর মাকে তাই সেদিন বল্‌লুন—'ওগো কিছু (খেতে) দাও'। তা না হলে পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।"

গৃহস্বামী কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর খাইতেছেন। নন্দ বসু ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন; দেখিতেছেন তিনি কি কি করেন।

ঠাকুর হাত ধুইবেন, চাদরের উপর রেকাবি করিয়া মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছিল; সেখানে হাত ধোয়া হইবে না। হাত ধুইবার জন্য একজন ভৃত্য পিক্‌দানি আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিক্‌দানি রজোগুণের চিহ্ন। ঠাকুর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। গৃহস্বামী বলিতেছেন, হাত ধুন।'

ঠাকুর অন্যমনস্ক। বলিলেন, 'কি?—হাত ধোবো?'

ঠাকুর দক্ষিণে বারাণ্ডার দিকে উঠিয়া গেলেন। মণিকে আজ্ঞা করিলেন, 'আমার হাতে জল দাও।' মণি ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিলেন। ঠাকুর

নিজের কাপড়ে হাত পুঁছিয়া আবার বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ভদ্রলোকদের জন্য রেকাবি করিয়া পান আনা হইয়াছিল। সেই রেকাবির পান ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল; তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন না।

[ইষ্টদেবতার নিবেদন—জ্ঞানভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি]

নন্দ বসু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—একটা কথা বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি?

নন্দ বসু—পান খেলেন না কেন? সব ঠিক্ হল; ঐটি অন্যায় হ'য়েছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইষ্টকে দিয়ে খাই;—ঐ একটা ভাব আছে।

নন্দ বসু—ও ত ইষ্টতেই পড়্‌ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান-পথ একটা আছে; আর ভক্তিপথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিষই ব্রহ্মজ্ঞান করে লওয়া যায়। ভক্তিপথে একটু ভেদবুদ্ধি হয়।

নন্দ—ওটা দোষ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি যা বল্‌ছ ঠিক বটে—ও-ও আছে।

ঠাকুর গৃহস্বামীকে মোসাহেব হইতে সাবধান করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর একটা সাবধান! মোসাহেবেরা স্বার্থের জন্য বেড়ায়। (প্রসন্নের পিতাকে) আপনার কি এখানে থাকা হয়?

প্রসন্নের পিতা—আজ্ঞে না, এই পাড়াতেই থাকা হয়। তামাক ইচ্ছা করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অতি বিনীত ভাবে)—না থাক্, আপনি খান,—আমার এখন ইচ্ছা নাই।

ঠাকুর—নন্দ বসুর বাড়ীটি খুব বড়, তাই বলিতেছেন—যদুর বাড়ী এত বড় নয়; তাই তা'কে সেদিন বল্‌লাম।

নন্দ—হাঁ, তিনি যোড়াসাঁকোতে নূতন বাড়ী করেছেন।

ঠাকুর নন্দ বসুকে উৎসাহ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বসুর প্রতি)—তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? সে সংসার-ত্যাগী, সে ত ঈশ্বরকে ডাকবেই। তা'তে আর বাহাদুরী কি? সংসারে থেকে যে ডাকে, সেই ধন্য! সে ব্যক্তি বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।

একটা ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়! হনুমানের জ্ঞানভক্তি; নারদের শুদ্ধাভক্তি।

"রাম জিজ্ঞাসা করলেন 'হনুমান। তুমি আমাকে কি ভাবে অর্চ্চনা কর?' হনুমান বললেন, 'কখনও দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, কখন দেখি তুমি প্রভু আমি দাস; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি,—আমিই তুমি।'

"রাম নারদকে বললেন, 'তুমি বর লও।' নারদ বললেন, 'রাম। এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।"

এইবার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বসুর প্রতি)—গীতার মত,—অনেকে যাকে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

নন্দ বসু—শক্তি সকল মানুষেরই সমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—ঐ এক তোমাদের কথা;—সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পারে? বিভুরূপে তিনি সর্ব্বভূতে এক হ'য়ে আছেন বটে, কিন্তু শক্তি বিশেষ।

"বিদ্যাসাগরও ঐ কথা বলেছিল,—'তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?' তখন আমি বললাম—'যদি শক্তি ভিন্ন না হয়, তা হলে তোমাকে আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার মাথায় কি দুটো সিং বেরিয়েছে?"

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। পশুপতি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুদ্গমন করিয়া দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিলেন।

উনবিংশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর বাগবাজারের একটী শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ী আসিয়াছেন। বাড়ীটী পুরাতন ইষ্টকনির্ম্মিত। বাড়ী প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে গোয়ালঘর। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। ছাদে লোক কাতার দিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন! সকলেই উৎসুক—কখন ঠাকুরকে দেখিবেন।

ব্রাহ্মণীরা দুই ভগ্নী; দুই জনেই বিধবা। বাটীতে এঁদের ভায়েরাও সপরিবারে থাকেন। ব্রাহ্মণীর একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করাতে তিনি যার পর নাই শোকাতুরা। আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছেন। যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটিতে ছিলেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতেছিলেন,—কখন তিনি আসেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দ বসুর বাটি হইতে আসিয়া তাঁহার বাটিতে আসিবেন। বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাবিতেছিলেন, তবে বুঝি ঠাকুর আসিবেন না।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়া ছাদের উপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। কাছে মাদুরের উপর মাষ্টার, নারাণ, যোগীন সেন, দেবেন্দ্র, যোগীন; কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন। ব্রাহ্মণীর ভগ্নী ছাদের উপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, 'দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ী খবর দিতে, কেন এত দেরী হচ্ছে;—এতক্ষণে ফিরবেন।'

নীচে একটি শব্দ হওয়াতে তিনি আবার বলিতেছেন,—ঐ দিদি আসছেন। এই বলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এখনও আসিয়া পৌছেন নাই।

ঠাকুর সহাস্য বদন, ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন।

মাষ্টার (দেবেন্দ্রের প্রতি)—কি চমৎকার দৃশ্য। ছেলে বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে,

কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলে কত উৎসুক—এঁকে দেখ্‌বার জন্য। আর এঁর কথা শোনবার জন্য!

দেবেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—মাষ্টার মশাই বল্‌ছেন যে এ জায়গাটী নন্দ বোসের চেয়ে ভাল জায়গা;—এদের কি ভক্তি!

ঠাকুর হাসিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণীর ভগ্নী বলিতেছেন, 'ঐ দিদি আস্‌ছেন!'

ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

ব্রাহ্মণী অধীর হইয়া বলিতেছেন,—'ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো!—তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল,—সেপাই শাস্ত্রী সঙ্গে করে—আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল,—তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো!—ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই। মনে করেছিলাম তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন কল্লুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব;—আর ওঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে আলাপ করবো না যেখানে আস্‌বেন একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব,—দেখে চলে আস্‌ব।

'যাই'—সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা!—যাই,—যোগীনকে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা।'

ব্রাহ্মণী আবার আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন,—ওগো খেলাতে (lotteryতে) একটী টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল,—সে যাই শুনলে. এক লাখ টাকা পেয়েছে, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল—সত্য সত্য মরে গিছল!—ওগো আমার যে তাই হলো গো।—তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব।

মণি ব্রাহ্মণীর আর্ত্তি ও ভাবের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে গেলেন। ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, 'সে কি গো!'—তিনি মণিকে প্রতি-প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী, ভক্তেরা আসিয়াছেন দেখিয়া, আনন্দিত হইয়াছেন আর বলিতেছেন 'তোমরা সব এসেছ;—ছোট নরেনকে এনেছি,—বলি, তা না হলে হাসবে কে!' ব্রাহ্মণী এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন,—দিদি এসো না। তুমি এখানে দাঁড়ায়ে থাকলে কি হয়? নীচে এসো! আমরা কি একলা পারি!

ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর! ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন। তাঁদের ছেড়ে যেতে আর পারেন না।

এইরূপ কথাবার্তার পর ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিলেন। ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া সকলে মিষ্টিমুখ করিতেছেন।

রাত প্রায় ৮টা হইল, ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। নীচের তলার ঘরের কোলে বারাণ্ডা; বারাণ্ডা দিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া উঠানে আসিতে হয়। তাহার পর গোয়াল-ঘর ডান দিকে রাখিয়া সদর দরজায় আসিতে হয়। ঠাকুর যখন বারাণ্ডা দিয়া ভক্তসঙ্গে সদর দরজার দিকে আসিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন, 'ও বৌ,শীঘ্র পায়ের ধুলা নিবি আয়!" বৌ ঠাকুরাণী প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণীর একটী ভাইও আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আর একটী ভাই;—মুখ্যু।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "না, না, সব ভাল মানুষ।"

একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ ধরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতে এক জায়গায় তেমন আলো হইল না।

ছোট নরেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর। মনে কোরো না যে পিদ্দিম ধরা ফুরিয়ে গেল (সকলের হাস্য)।"

এইবার গোয়ালঘর। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আমার গোয়াল ঘর। গোয়াল ঘরের সাম্নে একবার দাঁড়াইলেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ। মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ও পায়ের ধুলা লইতেছেন।

এইবার ঠাকুর গণুর মার বাড়ী যাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গণুর মার বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

গণুর মার বাড়ীর বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঘরটী একতলায়; ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিতর ঐক্যতান বাদ্যের (Concert) আকড়া আছে। ছোকরারা বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের প্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে বাজাইতেছিল।

রাত সাড়ে আটটা। আজ আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ। চাঁদের আলোতে আকাশ, গৃহ, রাজপথ সব যেন প্লাবিত হইয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা আসিয়া ঐ ঘরে বসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি একবার বাড়ীর ভিতর যাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। পাড়ার কতকগুলি ছোকরা বৈঠকখানার জানালার উপর উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে। পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলেই ঠাকুরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

ছোট নরেন জানালার উপর ছেলেরা উঠিয়াছে দেখিয়া বলিতেছেন,—ওরে তোরা এখানে কেন? যা, যা, বাড়ী যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বলিতেছেন, না থাক্ না, থাক্ না।

ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "হরি ওঁ! হরি ওঁ!"

সতরঞ্চের উপর একখানি আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়াছেন। ঐক্যতান বাদ্যের ছোকরাদের গাহিতে বলা হইল। তাহাদের বসিবার সুবিধা হইতেছে না; ঠাকুর তাঁহার নিকটে সতরঞ্চিতে বসিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "এর উপরেই বস না। এই আমি নিচ্ছি।" এই বলিয়া আসন গুটাইয়া লইলেন। ছোকরারা গান গাহিতেছে—

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী।
মাধবমন মোহন মোহন মুরলী ধারী
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল! মন আমার)
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন;
গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ: দামোদর কংশদর্পহারী; শ্যামরাসরসবিহারী।
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার)।

গান—এস মা জীবন উমা—ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, আহা কি গান।—কেমন বেহালা।—কেমন বাজনা। একটী ছোকরা ফ্লুট বাজাইতেছিলেন; তাঁহার দিকে ও অপর আর একটী ছোকরার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, 'ইনি ওঁর যেন জোড়।"

এইবার কেবল কনসার্ট বাজনা হইতে লাগিল। বাজনার পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন,—"বা! কি চমৎকার।"

একটী ছোকরাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "এঁর সব (সব রকম বাজনাই) জানা আছে।"

মাষ্টারকে বলিতেছেন,—"এঁরা সব বেশ লোক।"

ছোকরাদের গান বাজনার পর তাহারা ভক্তদের বলিতেছে—'আপনারা কিছু গান।" ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারের কাছ থেকে বলিলেন, গান এরা কেউ জানে না; এক মহিমবাবু বুঝি জানেন, তা ওঁর সামে উনি গাইবেন না।

একজন ছোকরা—কেন? আমি বাবার সুমুখে গাইতে পারি।

ছোট নরেন (উচ্চহাস্য করিয়া)—অতদূর উনি এগোন নি। সকলে

হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণপরে ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিতেছেন,—"আপনি ভিতরে আসুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, কেন গো।

ব্রাহ্মণী—সেখানে জলখাবার দেওয়া হয়েছে; যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এইখানেই এনে দাও না।

ব্রাহ্মণী—গণুর মা বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধূলা দিন; তা হলে ঘর কাশী হয়ে থাক্‌বে,—ঘরে মরে গেলে আর কোন গোল থাকবে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণী ও বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ভক্তেরা চাঁদের আলোতে বেড়াইতে লাগিলেন। মাষ্টার ও বিনোদ বাটীর দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর গল্প করিতে করিতে পাদচারণ করিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুহ্য কথা—"তিন জনই এক"

বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানার পশ্চিম পার্শ্বের ঘরে ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন; নিদ্রা যাইবেন। গণুর মার বাড়ী হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। রাত পৌনে এগারটা হইবে।

ঠাকুর বলিতেছেন, "যোগীন, একটু হাতটা বুলিয়ে দাও ত।" কাছে মণি বসিয়া আছেন।

যোগীন পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিতেছেন, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, একটু সুজি খাবো।

ব্রাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে এখানেও আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণীর ভাইটী বেশ বাঁয়া তবলা বাজাইতে পারেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে আবার দেখিয়া বলিতেছেন, এবার নরেন্দ্র এলে, কি আর কোন গাইয়ে লোক এলে, ওঁর ভাইকে ডেকে আনলেই হবে।

ঠাকুর একটু সুজি খাইলেন। ক্রমে যোগীন ইত্যাদি ভক্তেরা ঘর হইতে

চলিয়া গেলেন। মণি ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন, ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ !

মণি—কি আশ্চর্য্য, যীশুখৃষ্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল। তারাও দুটি মেয়েমানুষ ভক্ত, দুই ভগ্নী। Martha আর Mary.

শ্রীরামকৃষ্ণ (উৎসুক হইয়া)—তাদের গল্প কি বল ত।

মণি—যীশুখ্রীষ্ট তাঁদের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে ঠিক এই রকম করে গিয়েছিলেন। একজন ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। যেমন গৌরের গানে আছে,—

'ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো।
গৌর রূপসাগরে সাঁতার ভুলে, তলিয়ে গেল আমার মন।'

"আর একটী বোন একলা খাবার দাবার উদ্যোগ কর্‌ছিল। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যীশুর কাছে নালিশ কর্‌লে, 'প্রভু, দেখুন দেখি—দিদির কি অন্যায়! উনি এখানে একলা চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সব উদ্যোগ কর্‌ছি ?'

"তখন যীশু বল্লেন, তোমার দিদিই ধন্য, কেন না মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা—প্রেম) তা ওঁর হয়েছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার এ সব দেখে কি বোধ হয় ?

মণি—আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু।—**যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি ;—এক ব্যক্তি !**

শ্রীরামকৃষ্ণ—**এক এক** ! এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর),—দেখ্‌ছ না,—যেন এর উপর এমন হয়ে রয়েছে !

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন,—যেন বল্‌ছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।

মণি—সে দিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটী বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি।

মণি—যেন দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে! ধূ ধূ কোর্‌ছে। সম্মুখে পাঁচীল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না;—সেই পাঁচীলে কেবল একটী গোল ফাঁক!—সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল দেখি সে ফাঁকটী কি?

মণি—সে ফাঁকটি **আপনি**।—আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়;—সেই **দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ** দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপ্‌ড়াতে লাগ্‌লেন। আর বলিলেন, 'তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ!—বেশ হয়েছে।'

মণি—ঐটে শক্ত কিনা; পূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে ঐটুকুর ভিতর কেমন করে থাকেন, ঐটী বুঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তারে কেউ চিনলি না রে। ও সে পাগলের বেশে (দীন হীন কাঙ্গালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।"

মণি—আর আপনি বলেছিলেন, যীশুর কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি, কি?

মণি—যদু মল্লিকের বাগানে যীশুর ছবি দেখে ভাবসমাধি হয়েছিল। আপনি দেখেছিলেন যে, যীশুর মূর্ত্তি থেকে এসে, আপনার ভিতর মিশিয়ে গেল।

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। তারপর আবার মণিকে বলিতেছেন,—'এই যে গলায় এইটে হয়েছে, ওর হয় ত মানে আছে—সব লোকের কাছে পাছে হালকামী করি।—না হলে যেখানে সেখানে নাচা গাওয়া তো হয়ে যেত।'

ঠাকুর দ্বিজর কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, দ্বিজ এল না?

মণি—বলেছিলাম আসতে। আজ আসবার কথা ছিল; কিন্তু কেন এল না, বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার খুব অনুরাগ। আচ্ছা, ও এখানকার একটা কেউ হবে (অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজন হবে); না ?

মণি—আজ্ঞা হাঁ। তাই হবে, তা না হলে এত অনুরাগ।

মণি মশারির ভিতর গিয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেছেন।

ঠাকুর একটু পাশ ফেরার পর আবার কথা কহিতেছেন। মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, এই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ঐ ঘর। আমার আগে রূপ দর্শন হোত না, এমন অবস্থা গিয়েছে। এখনও দেখছ না, আবার রূপ কম পড়ছে।

মণি—লীলার মধ্যে নরলীলা বেশ ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হলেই হল ;—আর আমাকে দেখছো।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, আমার ভিতর ঈশ্বর নররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন ?

ত্রিংশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী। ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শরীর অসুস্থ—কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সর্ব্বদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা করেন। ভক্তদের মধ্যে এখনও কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই—তাঁহারা নিজের বাটি হইতে যাতায়াত করেন।

[সুরেন্দ্রের ভক্তি—'মা হৃদয়ে থাকুন]

শীতকাল, সকাল, বেলা ৮টা। ঠাকুর অসুস্থ, বিছানায় বসিয়া আছেন। কিন্তু পঞ্চবর্ষীয় বলেকের মত, মা বই কিছু জানেন না। সুরেন্দ্র আসিয়া

বসিলেন। নবগোপাল, মাষ্টার ও আরও কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। সুরেন্দ্রের বাটিতে ৺দুর্গাপূজা হইয়াছিল। ঠাকুর যাইতে পারে নাই, ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া, তাই সুরেন্দ্রের মন খারাপ হইয়াছে।

সুরেন্দ্র—বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—তা হলেই বা। **মা হৃদয়ে থাকুন।**

সুরেন্দ্র মা মা করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশ্যে কত কথা কহিতে লাগিলেন। ঠাকুর সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া গদগদস্বরে বলিতেছেন, কি ভক্তি। আহা, এর যা ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাল ৭টা ৭৷৷০টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ম্ময়। এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু' জায়গার মাঝে বইছে।—এ বাড়ী আর তোমাদের সেই বাড়ী।

সুরেন্দ্র—আমি তখন ঠাকুর দালানে মা মা বলে ডাক্‌ছি, দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে। মনে উঠলো, মা বল্লেন, আমি আবার আস্‌বো।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবদ্গীতা]

বেলা এগারটা বাজিবে। ঠাকুর পথ্য পাইলেন। মণি হাতে আচাবার জল দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—ছোলার ডাল খেয়ে রাখালের অসুখ হয়েছে। সাত্ত্বিক আহার করা ভাল। তুমি গীতা দেখ নাই? তুমি গীতা পড় না?

মণি—আজ্ঞা হাঁ, যুক্তাহারের কথা আছে। সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহার। আবার সাত্ত্বিক দয়া, রাজসিক দয়া, তামসিক দয়া। সাত্ত্বিক অহং ইত্যাদি সব আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতা তোমার আছে।

মণি—আজ্ঞা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওতে সর্ব্বশাস্ত্রের সার আছে।

মণি—আজ্ঞা, ঈশ্বরকে নানা রকমে দেখার কথা আছে; আপনি যেমন বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া,—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ধ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম্মযোগ মানে কি জান? সকল কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা।

মণি—আজ্ঞা, দেখেছি ওতে আছে। কর্ম্ম আবার তিন রকমে করা যেতে পারে, আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কি রকম?

মণি—প্রথম—জ্ঞানের জন্য। দ্বিতীয়—লোক শিক্ষার জন্য। তৃতীয়—স্বভাবে।

ঠাকুর আচমনান্তে পান খাইতেছেন। মণিকে মুখ হইতে পান প্রসাদ দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ, Sir Humphrey Davy ও অবতারবাদ

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্ব্বদিনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাষ্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সঙ্গে কি কি কথা হলো?

মাষ্টার—ডাক্তারের ঘরে অনেক বই আছে। আমি একখানা বই সেখানে বসে বসে পড়ছিলাম। সেই সব পড়ে আবার ডাক্তারকে শোনাতে লাগলাম। Sir Humphery Davyর বই। তাতে অবতারের প্রয়োজন এ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বটে? তুমি কি কথা বলেছিলে?

মাষ্টার—একটি কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষে বুঝ্‌তে পারে না। (Divine Truth must be made human Truth to be appreciated by us.) তাই অবতারাদির প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাঃ, এ সব ত বেশ কথা।

মাষ্টার—সাহেব উপমা দিয়েছে, যেমন সূর্য্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্য্যর আলো যেখানে পড়ে, (Reflected rays) সে দিকে চাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ কথা আর কিছু আছে?

মাষ্টার—আর এক জায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এতো খুব ভাল কথা। বিশ্বাস হ'লো ত সবই হয়ে গেল।

মাষ্টার—সাহেব আবার স্বপন দেখেছিলেন,—রোমানদের দেবদেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এমন সব বই হয়েছে? তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কাজ কর্‌ছেন। আর কিছু কথা হ'লো?

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'জগতের উপকার' বা কর্ম্ম যোগ]

মাষ্টার—ওরা বলে, জগতের উপকার কর্‌বো। তাই আমি আপনার কথা বল্‌লাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি কথা?

মাষ্টার—শম্ভু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিলো, 'আমার' ইচ্ছা যে, টাকা দিয়ে কতকগুলি হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্সরী, স্কুল, এই সব ক'রে দিই; হ'লে অনেকের উপকার হ'বে। আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই বল্‌লুম, 'যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তবে তুমি কি বল্‌বে, আমাকে কতকগুলি হাঁস-পাতাল, ডিস্‌পেন্সরী, স্কুল করে দাও।" আর একটি কথা বল্‌লাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, থাক্ আলাদা আছে—যারা কর্ম্ম কর্‌তে আসে। আর কি কথা?

মাষ্টার—বল্‌লাম, কালী দর্শন যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে রাস্তায় কেবল কাঙ্গালী বিদায় কর্‌লে কি হবে? বরং যো সো করে একবার কালী দর্শন করে লও;—তার পর যত কাঙ্গালী বিদায় কর্‌তে ইচ্ছা হয় কোরো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর কিছু কথা হ'লো?

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও কামজয়]

মাষ্টার—আপনার কাছে যারা আসে তাদের অনেকে কামজয় করেছেন এই কথা হলো। ডাক্তার তখন বল্‌লে, "আমারও কাম টাম উঠে গেছে, জানো ?" আমি বললাম, আপনি তো বড় লোক। আপনি যে কাম জয় করেছেন, বলছেন তাতো আশ্চর্য্য নয়। ক্ষুদ্র প্রাণীদের পর্য্যন্ত তাঁর কাছে থেকে ইন্দ্রিয় জয় হচ্ছে, এই আশ্চর্য্য। তার পর আমি বল্‌লাম, আপনি যা গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি বলেছিলাম ?

মাষ্টার—আপনি গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন, ডাক্তার তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই।' সেই অবতারের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি অবতারের কথা তাকে (ডাক্তারকে) বল্‌বে। **অবতার —যিনি তারণ করেন**। তা দশ অবতার আছে, চব্বিশ অবতার আছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে !

[মদ্যপান ক্রমে ক্রমে একেবারে ত্যাগ]

মাষ্টার—গিরীশ ঘোষের ভারি খবর নেয়। কেবল জিজ্ঞাসা করেন, গিরীশ ঘোষ কি সব মদ ছেড়েছে ? তাঁর উপর বড় চোখ্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি গিরীশ ঘোষকে ও কথা বলেছিলে ?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, বলেছিলাম। আর সব মদ ছাড়বার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি বল্লে ?

মাষ্টার। তিনি বল্‌লেন, তোমরা যে কালে ব'ল্‌ছো, সেকালে ঠাকুরের কথা বলে মানি—কিন্তু আর জোর ক'রে কোন কথা বল্‌বো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দের সহিত)—কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিত্যলীলা যোগ

[Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal World.]

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত (ডাক্তারের ছেলে) ও হেম, ডাক্তারের সঙ্গে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরাও উপস্থিত আছেন। ঠাকুর নিভৃতে অমৃতের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার কি ধ্যান হয়? আর বলিতেছেন,—'ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান? মনটী হয়ে যায় তৈল ধারার ন্যায়। এক চিন্তা, ঈশ্বরের; অন্য কোন চিন্তা তার ভিতর আসবে না।' এইবার ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—তোমার ছেলে **অবতার** মানে না। তা বেশ। নাই বা মান্‌লে।

তোমার ছেলেটী বেশ। তা হবে না? বোম্বাই আমের গাছে কি টোকো আম হয়? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস! যার ঈশ্বরে মন সেই ত মানুষ। মানুষ; আর মানহুঁস। যার হুঁস আছে, চৈতন্য আছে; যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই **মানহুঁস**। তা অবতার মানে না, তাতে দোষ কি?

"ঈশ্বর; আর এ সব জীব জগৎ, তাঁর ঐশ্বর্য্য এ মানলেই হলো। যেমন বড় মানুষ আর তার বাগান।

"এ রকম আছে, দশ অবতার—চব্বিশ অবতার,—আবার অসংখ্য অবতার। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার! তাই ত আমার মত।

"আর এক আছে, যা কিছু দেখ্‌ছো এ সব তিনি হয়েছেন। যেমন বেল,—বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। **যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা,**

যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আছে বলেই, ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌঁছান যায়।

"অহং বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। নেতি নেতি করে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পৌঁছান যেতে পারে। কিন্তু কিছু ছাড়বার যো নাই। যেমন বল্‌লাম ;—বেল।"

ডাক্তার—ঠিক কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কচ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে, একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তুমি এখন কি দেখছো? কচ বল্‌লেন, দেখছি যে, জগৎ যেন তাঁতে জ'রে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ! যা কিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর, কোন্‌টা ফেল্‌বো কোনটা লব, ঠিক পাচ্চি না।

"কি জানো—নিত্য আর লীলা দর্শন করে, দাস ভাবে থাকা। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তার পরে, দাস ভাবে—ভক্তের ভাবে—ছিলেন।"

মণি (স্বগতঃ)—নিত্য লীলা দুইই নিতে হবে। জার্ম্মানিতে বেদান্ত যাওয়া অবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাহারও কাহারও এই মত। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, সব ত্যাগ—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ—না হলে নিত্য লীলার সাক্ষাৎকার হয় না। ঠিক ঠিক ত্যাগী। সম্পূর্ণ অনাশক্তি। এইটুকু হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ দেখ্‌ছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ

[Reconciliation of Free Will and Predestination]

ডাক্তার বল্‌ছেন, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন ; আর আমাদের সকলের আত্মা—(*Soul*) অনন্ত উন্নতি করিবে। একজন আর একজনের চেয়ে বড়, একথা তিনি মানতে চাহিতেছেন না। তাই অবতার মানছেন না।

ডাক্তার—Infinite progress! তা যদি না হলো তা হলে পাঁচ বছর সাত বছর আর বেঁচেই বা কি হবে! গলায় দড়ি দেবো।

"অবতার আবার কি! যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব! হাঁ, তবে Reflection of God's Light (ঈশ্বরের জ্যোতিঃ মানুষে প্রকাশ হয়ে থাকে) তা মানি।

গিরীশ (সহাস্যে)—আপনি God's Light দেখেন নি—

ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। কাছে একজন বন্ধু বসিয়াছিলেন—আস্তে আস্তে কি বলিলেন।

ডাক্তার—আপনি ও ত প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখেন নাই।

গিরীশ—I see it! I see the Light! শ্রীকৃষ্ণের যে অবতার prove (প্রমাণ) কর্‌বো—তা না হলে জিব কেটে ফেল্‌বো।

[বিকারী রোগীরই বিচার—পূর্ণজ্ঞানে বিচার বন্ধ হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সব যা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়।

"এ সব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগী বলেছিল,—এক জালা জল খাব, এক হাঁড়ি ভাত খাব। বদ্যি বল্লে, আচ্ছা আচ্ছা খাবি। পথ্য পেয়ে যা বলবি তখন করা যাবে।

"যতক্ষণ কাঁচা ঘি, ততক্ষণই কলকলানি শোনা যায়। পাকা হলে আর শব্দ থাকে না। যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে! আমি দেখেছি, বড়মানুষের বাড়ীর ছবি-Queenএর ছবি—এই সব আছে। আবার ভক্তের বাড়ী—ঠাকুরদের ছবি।

"লক্ষ্মণ বলেছিলেন, রাম, যিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, তাঁর আবার পুত্রশোক। রাম বল্লেন, ভাই যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। তাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জান্‌লে সেই অবস্থা হয়। এরই নাম বিজ্ঞান।

"পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটী কাঁটা যোগাড় করে আনতে হয়। এনে সেই কাঁটাটী তুলতে হয়। তোলার পর দুইটী কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান

কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে, জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

"পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হয়ে যায়। যা বল্লুম, কাঁচা থাকলেই ঘিয়ের কল্‌কলানি!"

ডাক্তার—পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংসগিরি কচ্চ কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা কচ্চে কেন? চুপ করে থাক না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।

[Voice of God, or Conscience—মাহুত নারায়ণ]

"আর একটী কথা; মাহুত নারায়ণের কথাই বা না শুনি কেন? গুরু শিষ্যকে বলে দিছলেন, সব নারায়ণ। পাগ্‌লা হাতী আস্‌ছিল। শিষ্য গুরু-বাক্য বিশ্বাস করে সেখান থেকে সরে নাই। হাতী ও নারায়ণ। মাহুত কিন্তু চেঁচিয়ে বল্‌ছিলো, সব সরে যাও, সব সরে যাও; শিষ্যটী সরে নাই। হাতী তাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায় নাই। মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করলে কেন তুমি সরে যাও নাই, সে বল্লে, 'কেন গুরুদেব যে বলেছেন—সব নারায়ণ!' গুরু বল্লেন, বাবা, মাহুত নারায়ণের কথা তবে শুন নাই কেন? তিনিই শুদ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধি হয়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। তিনিই মাহুত নারায়ণ।"

ডাক্তার—আর একটা বলি; তবে কেন বল, এটা সারিয়ে দাও?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে কর, মহাসমুদ্র—অধঃ উর্দ্ধ পরিপূর্ণ। তার ভিতর একটী ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে বাহিরে জল। কিন্তু না ভাঙ্গলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই আমি ঘট রেখে দিয়েছেন।

[আমি কে ?]

ডাক্তার—তবে এই 'আমি' যা বল্‌ছ, এগুলো কি ? এর তো মানে বল্‌তে হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন ?

গিরীশ—মহাশয়, কেমন করে জান্‌লেন, চালাকি নয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—এই 'আমি' তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা—তাঁর লীলা ! এক রাজার চার বেটা। রাজার ছেলে—কিন্তু খেলা করছে—কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হয়ে কোটাল কোটাল খেলছে !

(ডাক্তারের প্রতি)—শোন ! তোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে এই সব মান্‌তে হবে। তাঁর দর্শন হলে সব সংশয় যায়।

[Sonship and the Father—জ্ঞানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

ডাক্তার—সব সন্দেহ যায় কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে এই পর্য্যন্ত শুনে যাও। তারপর বেশী কিছু শুনতে চাও, তাঁর কাছে একলা একলা বল্‌বে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, কেন তিনি এমন করেছেন।

"ছেলে ভিখারীকে এক কুন্‌কে চাল দিতে পারে। রেল ভাড়া যদি দিতে হয় ত কর্ত্তাকে জানাতে হয়।" (ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন)

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছু বিচার করি, শোনো। জ্ঞানীর মতে অবতার নাই। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন,—তুমি আমাকে অবতার অবতার বল্‌ছ, তোমাকে একটা জিনিষ দেখাই,—দেখ্‌বে এস। অর্জ্জুন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে অর্জ্জুনকে বল্‌লেন, কি দেখতে পাচ্ছ ? অর্জ্জুন বল্লেন, 'একটা বৃহৎ গাছ, কাল জাম থোলো থোলো হয়ে আছে।' শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, ও কাল জাম নয়। আর একটু এগিয়ে দেখ। তখন অর্জ্জুন দেখ্‌লেন, থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। কৃষ্ণ বল্লেন, এখন দেখ্‌লে ? আমার মত কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে !

"কবীর দাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিলো, তুমি গোপীদের হাত তালিতে বানর নাচ নেচেছিলে!

"যত এগিয়ে যাবে, ততই ভগবানের উপাধি কম দেখ্‌তে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভুজা। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে ষড়্‌ভুজ। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌ছে, দ্বিভুজ গোপাল! যত এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন কল্লে – কোন উপাধি নাই।

"একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সাম্‌নে একজন ভেল্‌কি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখ্‌লে, একজন সওয়ার আস্‌ছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্র শস্ত্র। সভাশুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার কচ্ছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া ত সত্য নয়, সাজ গোজ, অস্ত্র শস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখ্‌লে যে, সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিনা **ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা**—বিচার কর্ত্তে গেলে কিছুই টেকে না।

ডাক্তার—এতে আমার আপত্তি নাই।

[The World (সংসার) and the Scare-Crow]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে এ ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙ্গে গেল, তবু বুক দুড় দুড় কচ্ছে!

"ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোন মতে ঢুকতে পার্‌ছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখ্‌লে খড়ের ছবি। এসে ওদের বল্লে,—ভয় নাই। তবু ওরা আসতে চায় না—বলে, বুক দুড় দুড় কর্‌ছে! তখন ভূঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে; আর বল্‌তে লাগ্‌লো এ কিছু নয়, এ কিছু নয়, 'নেতি' 'নেতি'।"

ডাক্তার—এ সব বেশ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ। কেমন কথা?

ডাক্তার—বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটা 'Thank you' দাও।

ডাক্তার—তুমি কি বুঝ্‌ছো না মনের ভাব ? আর কত কষ্ট করে তোমার এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো, মূর্খের জন্য কিছু বল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায় নাই—বলেছিলো, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে! রাম বল্লেন, বিভীষণ! তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বল্‌ছে, তুমি এত রামের সেবা কল্লে, তোমার কি ঐশ্বর্য্য হলো ? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

ডাক্তার—এখানে তেমন মূর্খ কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়ি গুগ্‌লিও আছে (সকলের হাস্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[পুরুষ-প্রকৃতি—অধিকারী]

ডাক্তার ঠাকুরের জন্য ঔষধ দিলেন দুটী globule ; বলিতেছেন, এই দুইটী গুলি দিলাম—পুরুষ আর প্রকৃতি (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি ; যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ।

আজ বিজয়া। ঠাকুর ডাক্তারকে মিষ্টমুখ করিতে বলিলেন। ভক্তেরা মিষ্টান্ন আনিয়া দিতেছেন।

ডাক্তার (খাইতে খাইতে)—খাবার জন্য 'Thank you' দিচ্চি। তুমি যে অমন উপদেশ দিলে, তার জন্য নয়। সে 'Thank you' মুখে বলব কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাঁতে মন রাখা। আর কি বল্‌বো ? আর একটু একটু ধ্যান করা। (ছোট নরেনকে দেখাইয়া) দেখ দেখ এর মন ঈশ্বরে একেবারে লীন হয়ে যায়! যে সব কথা তোমায় বলছিলাম—

ডাক্তার—ওদের সব বল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার যা পেটে সয়। ও সব কথা কি সব্বাই লতে পারে? তোমাকে বল্লাম, সে এক। মা বাড়ীতে মাছ এনেছে। সকলের পেট সমান নয়। কারুকে পোলোয়া করে দিলে, কারুকে আবার মাছের ঝোল। পেট ভাল নয়! (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আজ বিজয়া। ভক্তেরা সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন তৎপরে পরস্পর কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরের অত অসুখ, সব ভুলাইয়া দিয়াছেন! প্রেমালিঙ্গন ও মিষ্টমুখ অনেকক্ষণ ধরিয়া হইতেছে। ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন, মাষ্টার ও আর ও দু' চারিটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুর আনন্দে কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ডাক্তারকে আর বেশী বল্‌তে হবে না।

গাছটা কাটা শেষ হয়ে এল, যে ব্যক্তি কাটে, একটু সরে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ পরে গাছটা আপনিই পড়ে যায়।

ছোট নরেন (সহাস্যে)—সবই Principle!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—ডাক্তার অনেক বদলে গেছে, না?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ। এখানে এলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। কি ঔষধ দিতে হবে, আদপেই সে কথা তোলেন না। আমরা মনে করে দিলে তবে বলেন, হাঁ, হাঁ, ঔষধ দিতে হবে।

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা কেহ কেহ গান গাহিতেছেন।

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন,—"তোমরা গান গাচ্ছিলে,—তাল হয় না কেন? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল—এ তাই।" (সকলের হাস্য)

ছোট নরেনের আত্মীয় ছোকরা আসিয়াছেন। খুব সাজ গোজ, আর চক্ষে চস্‌মা! ঠাকুর ছোট নরেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোক্‌রা যাচ্ছিল, প্লেটওলা জামা পরা। চল্‌বার যে ঢঙ! প্লেটটা সাম্‌নে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয়,—আবার এদিক্‌ ওদিক্‌ চায়,—কেউ দেখ্‌ছে কি না। চলবার সময় কাঁকাল ভাঙ্গা (সকলের হাস্য)। একবার দেখিস্‌ না। ময়ূর পাখা দেখায়। কিন্তু পাগুলো বড় নোংরা (সকলের হাস্য)। উট বড় কুৎসিত;—তার সব কুৎসিত।

নরেনের আত্মীয়—কিন্তু আচরণ ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাল। তবে কাঁটা ঘাস খায়—মুখদে রক্ত পড়ে, তবুও খাবে! সংসারী, এই ছেলে মরে, আবার ছেলে ছেলে করে!

একবিংশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শুক্রবার, আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী; ১৫ই কার্ত্তিক; ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। দোতলার ঘরে আছেন; বেলা ৯টা; মাষ্টারের সহিত একাকী কথা কহিতেছেন; মাষ্টার ডাক্তার সরকারের কাছে গিয়া পীড়ার খবর দিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। ঠাকুরের শরীর এত অসুস্থ;—কিন্তু কেবল ভক্তদের জন্য চিন্তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—আজ সকালে পূর্ণ এসেছিল; বেশ স্বভাব। মনীন্দ্রের প্রকৃতিভাব; কি আশ্চর্য্য! চৈতন্য চরিত প'ড়ে ঐটি মনে ধারণা হয়েছে,—গোপীভাব, সখীভাব; ঈশ্বর পুরুষ আর আমি যেন প্রকৃতি।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

পূর্ণচন্দ্র স্কুলের ছেলে; বয়স ১৫।১৬। পূর্ণকে দেখিবার জন্য ঠাকুর বড় ব্যাকুল হন; কিন্তু বাড়ীতে তাহাকে আসিতে দেয় না। দেখিবার জন্য প্রথম প্রথম এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, একদিন রাত্রে তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে হঠাৎ মষ্টারের বাড়ীতে উপস্থিত। মাষ্টার পূর্ণকে বাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখা করাইয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে কিরূপে ডাকিতে হয়,—তাহার সহিত এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তার পর—ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যান।

মণীন্দ্রের বয়সও ১৫।১৬ হইবে। ভক্তেরা তাঁহাকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন, এখনও ডাকেন। ছেলেটী ভগবানের নামগুণগান শুনিলে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[ডাক্তার ও মাষ্টার]

বেলা ১০টা ১০৷৷০টা। ডাক্তার সরকারের বাড়ী মাষ্টার গিয়াছেন। রাস্তার উপর দোতলার বৈঠকখানার ঘরের বারাণ্ডা, সেইখানে ডাক্তারের সঙ্গে কাষ্ঠাসনে বসিয়া বসিয়া কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের সম্মুখে কাঁচের আধারে জল, তাহাতে লাল মাছ খেলা করিতেছে; ডাক্তার মাঝে মাঝে এলাচের খোসা জলে ফেলিয়া দিতেছেন। এক একবার ময়দার গুলি পাকাইয়া খোলা ছাদের দিকে চড়ুই পাখীদের আহারের জন্য ফেলিয়া দিতেছেন। মাষ্টার দেখিতেছেন।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—এই দেখ, এরা (লাল মাছ) আমার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু উদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিইছি তা দেখে নাই। তাই বলি, শুধু ভক্তিতে কি হ'বে, জ্ঞান চাই। (মাষ্টারের হাস্য)। ঐ দেখ, চড়ুই পাখী উড়ে গেল; ময়দার গুলি ফেললুম; ওর

দেখে ভয় হলো। ওর ভক্তি হলো না; জ্ঞান নাই বলে। জানে না যে খাবার জিনিষ।

ডাক্তার বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া বসিলেন। চতুর্দ্দিকে আল্‌মারীতে স্তুপাকার বই। ডাক্তার একটু বিশ্রাম করিতেছেন, মাষ্টার বই দেখিতেছেন ও একখানি লইয়া পড়িতেছেন। শেষে কিয়ৎক্ষণ পড়িতেছেন—Canon Farrar's Life of Jesus.

ডাক্তার মাঝে মাঝে গল্প করিতেছেন। কত কষ্টে হোমিওপ্যাথিক Hospital হইয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র পড়িতে বলিলেন, আর বলিলেন যে, "ঐ সকল চিঠিপত্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের Calcutta Journal of Medicineএ পাওয়া যাইবে।" ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির উপর খুব অনুরাগ।

মাষ্টার আর একখানি বই বাহির করিয়াছেন, Munger's New Theology। ডাক্তার দেখিলেন।

ডাক্তার—Munger বেশ যুক্তি বিচারের উপর সিদ্ধান্ত করেছে। এ তোমার চৈতন্য অমুক কথা বলেছে, কি বুদ্ধ বলেছে, কি যীশুখ্রীষ্ট বলেছে,—তাই বিশ্বাস ক'রতে হবে,—তা নয়।

মাষ্টার (সহাস্যে)—চৈতন্য, বুদ্ধ, নয়; তবে ইনি (Munger)।

ডাক্তার—তা তুমি যা বল।

মাষ্টার—একজন ত কেউ বল্‌ছে। তা' হলে দাঁড়ালো ইনি! (ডাক্তারের হাস্য)।

ডাক্তার গাড়িতে উঠিয়াছেন, মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়াছেন। গাড়ী শ্যামপুকুর অভিমুখে যাইতেছে, বেলা দুই প্রহর হইয়াছে। দুইজনে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। ডাক্তার ভাদুড়ীও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখিতে আসেন; তাঁরই কথা পড়িল।

মাষ্টার (সহাস্যে)—আপনাকে ভাদুড়ী বলেছেন, ইট্‌পাট্‌কেল থেকে আরম্ভ ক'রতে হবে।

ডাক্তার—সে কি রকম ?

মাষ্টার—মহাত্মা, সূক্ষ্ম শরীর, এ সব আপনি মানেন না। ভাদুড়ী মহাশয় বোধ হয় Theosophist। তা ছাড়া আপনি অবতার লীলা মানেন না। তাই তিনি বুঝি ঠাট্টা ক'রে বলেছেন, এবার মলে মানুষ জন্ম ত হবেই না; কোন জীব, জন্তু, গাছপালা কিছুই হ'তে পারবেন না। ইট, পাটকেল থেকে আরম্ভ ক'রতে হবে, তারপর অনেক জন্মের পর যদি কখন মানুষ হন।

ডাক্তার—ও বাবা !

মাষ্টার—আর বলেছেন, আপনাদের যে Science নিয়ে জ্ঞান সে মিথ্যা জ্ঞান। এই আছে এই নাই। তিনি উপমাও দিয়াছেন। যেমন দুটি পাতকুয়া আছে। একটি পাতকুয়ার জল নীচের Spring থেকে আসছে; দ্বিতীয় পাতকুয়ার Spring নাই, তবে বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। সে জল কিন্তু বেশী দিন থাকবার নয়। আপনার Scienceএর জ্ঞানও, বর্ষার পাত-কুয়ার জলের মত, শুকিয়ে যাবে !

ডাক্তার (ঈষৎ হাসিয়া)—বটে।

গাড়ী কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার সরকার শ্রীযুক্ত প্রতাপ ডাক্তারকে তুলিয়া লইলেন। তিনি গত কল্য ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ—জ্ঞানীর ধ্যান

ঠাকুর সেই দোতালার ঘরে বসিয়া আছেন;—কয়েকটী ভক্তসঙ্গে। ডাক্তার এবং প্রতাপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আবার কাশী হয়েছে ? (সহাস্যে) তা কাশীতে যাওয়া ত ভাল (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাতে ত মুক্তি গো ! আমি মুক্তি চাই না ; ভক্তি চাই। (ডাক্তার ও ভক্তেরা হাসিতেছেন.)।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ, ডাক্তার-ভাদুড়ীর জামাতা। ঠাকুর প্রতাপকে দেখিয়া ভাদুড়ীর গুণগান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপকে)—আহা, তিনি কি লোক হয়েছেন। ঈশ্বর চিন্তা ; শুদ্ধাচার ; আর নিরাকার সাকার সব ভাব নিয়েছেন।

মাষ্টারের বড় ইচ্ছা যে ইট পাটকেলের কথাটী আর একবার হয়। তিনি ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে—অথচ ঠাকুর যাহাতে শুনিতে পান—এমন ভাবে বলিতেছেন, ইট পাটকেলের কথাটী ভাদুড়ী কি বলেছেন মনে আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে ডাক্তারের প্রতি)—আর তোমায় কি বলেছেন জান ? তুমি এ সব বিশ্বাস কর না ; মন্বন্তরের পর তোমার ইট পাটকেল থেকে আরম্ভ ক'রতে হবে। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার (সহাস্যে)—ইট পাটকেল থেকে আরম্ভ করে অনেক জন্মের পর যদি মানুষ হই, আবার এখানে এলেই ত ইট পাট্‌কেল থেকে আবার আরম্ভ। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ঠাকুর এত অসুস্থ, তবুও তাঁহার ঈশ্বরীয় ভাব হয় ও তিনি ঈশ্বরের কথা সর্ব্বদা কন ; এই কথা হইতেছে।

প্রতাপ—কাল দেখে গেলাম **ভাবাবস্থা**।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে আপনি আপনি হয়ে গিয়েছিলো ; বেশী নয়।

ডাক্তার—কথা আর ভাব এখন ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—কাল যে ভাবাবস্থা হয়েছিল, তা'তে তোমাকে দেখ্‌লাম। দেখলাম, জ্ঞানের আকর—কিন্তু মজক একেবারে শুষ্ক, আনন্দরস পায় নাই। (প্রতাপের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) যদি একবার আনন্দ পান, অধঃ ঊর্দ্ধে পরিপূর্ণ দেখেন। আর 'আমি যা বলছি তাই ঠিক, আর অন্যেরা যা বলে তা ঠিক নয়' এ সব কথা তা হলে আর বলেন না—আর হ্যাঁক ম্যাঁক লাঠিমারা কথাগুলো আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

[জীবনের উদ্দেশ্য—পূর্ব্বকথা—ন্যাংটার উপদেশ]

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ডাক্তার সরকারকে বলিতেছেন—

"মহীন্দ্র বাবু—কি টাকা টাকা কর্‌ছো। মাগ, মাগ্!—মান, মান! করছো? ও সব এখন ছেড়ে দিয়ে, একচিত্ত হয়ে, ঈশ্বরেতে মন দাও।—ঐ আনন্দ ভোগ কর।

ডাক্তার সরকার চুপ করিয়া আছেন। সকলেই চুপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ন্যাংটা বল্‌তো। জলে জল অধঃ ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ! জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটী সত্য সত্য দেখবে।

"অনন্ত সমুদ্র জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটী কি? ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ আমি'টি যদি যায়, তা হলে যা আছে তাই; মুখে বলবার কিছু নাই।

"জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার করে। চিদাকাশ, আত্মা পাখী। পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ ধরে না।"*

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া এই ধ্যান-যোগ-কথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতাপ আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রতাপ (সরকারের প্রতি)—ভাবতে গেলে সব ছায়া।

ডাক্তার—ছায়া যদি বল্‌লে তবে তিনটি চাই। সূর্য্য, বস্তু আর ছায়া। বস্তু না হলে ছায়া কি! এদিকে বল্‌ছো God real; আবার Creation unreal! Creation ও real.

* Cf. Shelley's Skylark.

প্রতাপ—আচ্ছা আর্শিতে যেমন প্রতিবিম্ব, তেমনি মনরূপ আর্শিতে এই জগৎ দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তার—একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিম্ব?

নরেন—কেন ঈশ্বর বস্তু? ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

[জগৎ চৈতন্য ও Science—ঈশ্বরই কর্ত্তা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—একটা কথা তুমি বেশ বলছো। ভাবাবস্থা যে মনের যোগে হয়, এটি আর কেউ বলে নি। তুমিই বলেছো।

"শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড্ হয়ে যায়। বলে, জগৎ চৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য হয়। **বোধস্বরূপ**, যাঁর বোধে জগৎ বোধ করছে, তাঁকে চিন্তা করা অবোধ।

"আর তোমার Science এটা মিশলে ওটা হয়, ওটা মিশলে এটা হয়; ওগুলো চিন্তা করলে বরং বোধশূন্য হতে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেঁটে।

ডাক্তার—ওতে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মণি—তবে মানুষে আরও স্পষ্ট দেখা যায়। আর মহাপুরুষে আরও বেশী দেখা যায়। মহাপুরুষে বেশী প্রকাশ।

ডাক্তার—হাঁ মানুষেতে বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য। যে চৈতন্যে জড় পর্য্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত পা শরীর নড়ছে। বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে জলে হাত পুড়ে গেল। জলে কিন্তু পোড়ে না। জলের ভিতর যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি, তাতেই হাত পুড়ে গেল।

"হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আলু বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে, আলু বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানে না যে নীচে আগুন আছে। মানুষ বলে, ইন্দ্রিয়েরা আপনা আপনি কাজ করছে। ভিতরে যে সেই চৈতন্য স্বরূপ আছে তা ভাবে না।

ডাক্তার সরকার গাত্রোত্থান করিলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার—বিপদে মধুসূদন। সাধে তুঁহুঁ তুঁহুঁ বলায়। গলায় ঐটী হয়েছে তাই। তুমি নিজে যেমন বল, এখন ধুনুরীর হাতে পড়েছো, ধুনুরীকে বলো। তোমারই কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি আর বলবো।

ডাক্তার—কেন বল্‌বে না? তাঁর কোলে রয়েছি, কোলে হাগ্‌ছি, আর ব্যায়রাম হলে তাঁকে বলবো না, তবে কাকে বল্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক ঠিক। এক একবার বলি। তা—হয়—না।

ডাক্তার—আর বলতেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একজন মুসলমান নমাজ কর্‌তে কর্‌তে 'হো আল্লা' 'হো আল্লা' বলে চীৎকার করে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাকছিস তা অতো চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নুপুর শুনতে পান।

[যোগীর লক্ষণ—যোগী অন্তর্মুখ—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

"কিন্তু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিষ থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমালে এক ভক্তের (বিল্বমঙ্গলের) কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে যেতো। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়ীতে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরী হয়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে বলে হাতে করে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোনখান দিয়ে যাচ্ছে, এ সব কিছু হুঁস নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুজে ঈশ্বর চিন্তা কচ্ছিল, তাঁর গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে। যোগী রাগ ক'রে ব'লে উঠলো, 'কি তুই দেখতে পাচ্ছিস্ না। আমি ঈশ্বরকে চিন্তা

করছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস্। তখন সে লোকটী বললে, আমায় মাপ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাকে চিন্তা করে আমার হুঁস নাই, আর আপনি ঈশ্বর চিন্তা কচ্ছেন আপনার সব বাহিরের হুঁস আছে। এ কি রকম ঈশ্বর চিন্তা।' সে ভক্ত শেষে সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল। বেশ্যাকে বলেছিল, তুমি আমার গুরু, তুমি শিখিয়েছ কি রকম ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়। বেশ্যাকে মা বলে ত্যাগ করেছিল।

ডাক্তার—এ তান্ত্রিক উপাসনা। জননী রমণী।

[লোক শিক্ষা দিবার সংসারীর অনধিকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ একটা গল্প শোনো। একজন রাজা ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুন্‌তো। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বল্‌তো, রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বল্‌তো, তুমি আগে বোঝো! ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে যে রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন। আমি রোজ এত করে, বোঝাই আর রাজা উল্‌টে বলে, তুমি আগে বোঝো। একি হলো। পণ্ডিতটি সাধন ভজনও কর্‌তো। কিছু-দিন পরে তার হুঁস হলো যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—গৃহ, পরিবার, ধন, জন, মান সম্ভ্রম সব অবস্তু। সংসারে সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল যে, রাজাকে বোলো যে এখন আমি বুঝেছি।

"আর একটা গল্প শোনো। একজনের একটি ভাগবতের পণ্ডিত দরকার হয়েছিল,—'পণ্ডিত এসে রোজ শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বল্‌বে। এখন ভাগবতের পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজার পর একটী লোক এসে বললে, মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট ভাগবতের পণ্ডিত পেয়েছি। সে বললে, তবে বেশ হয়েছে;—তাঁকে আনো। লোকটি বললে, একটু কিন্তু গোল আছে। তাঁর কয়খানা লাঙ্গল আর কয়টা হেলে গরু আছে—তাদের নিয়ে সমস্ত দিন

থাকতে হয়, চাষ দেখতে হয়, একটুও অবসর নাই। তখন যার ভাগবতের পণ্ডিত দরকার সে বললে, ওহে যার লাঙ্গল আর ছেলেগরু আছে, এমন ভাগবতের পণ্ডিত আমি চাচ্ছি না;—আমি চাচ্ছি এমন লোক যার অবসর আছে, আর আমাকে হরি কথা শুনাতে পারেন। (ডাক্তার প্রতি) বুঝলে?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

[শুধু পাণ্ডিত্য ও ডাক্তার]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান, শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? পণ্ডিতেরা অনেক জানে শোনে—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র! কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? বিবেক, বৈরাগ্য চাই। বিবেক বৈরাগ্য যদি থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে!

"গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হলো।

ডাক্তার—'ত্যাগী' বলতে গেলেই একটা য ফলা আনতে হয়।

মণি—তা য ফলা না আনলেও হয়; নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন। ঠাকুর পেনীটীতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্ ধাতু ঘঞ্ ত্যাগ হয়; তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় করলে ত্যাগী হয়; ত্যাগী ও তাগী এক মানে।

ডাক্তার—আমায় একজন রাধা মানে বলেছিল। বললে, রাধা মানে কি জানো? কথাটা উলটে নাও অর্থাৎ 'ধারা, ধারা' (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে) আজ 'ধারা' পর্য্যন্তই রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐহিক জ্ঞান বা SCIENCE

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন ও একান্তে কথা হইতেছে। মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেই সব কথা হইতেছিল।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—লালমাছকে এলাচের খোসা দেওয়া হচ্ছিল, আর চড়ুই পাখীদের ময়দারগুলি। তা বলেন, "দেখলে, ওরা এলাচের খোসা দেখেনি তাই চলে গেল! আগে জ্ঞান চাই তবে ভক্তি। দুই একটা চড়ুইও ময়দার ডেলা ছোড়া দেখে পালিয়ে গেল। ওদের জ্ঞান নাই তাই ভক্তি হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও জ্ঞানের মানে ঐহিক জ্ঞান—ওদের Scienceএর জ্ঞান।

মাষ্টার—আবার বল্লেন, "চৈতন্য" বলে গেছে, কি বুদ্ধ ব'লে গেছে কি যীশুখৃষ্ট বলে গেছে তবে বিশ্বাস করবো!—তা নয়।"

"এক নাতি হয়েছে,—তা বৌমার সুখ্যাতি কল্লেন। বল্লেন, এক দিনও বাড়ীতে দেখতে পাই না, এমনি শান্ত আর লজ্জাশীলা,—

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে। একবারে অহঙ্কার কি যায় গা! অত বিদ্যা, মান! টাকা হয়েছে! কিন্তু এখানকার কথাতে অশ্রদ্ধা নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অবতীর্ণ শক্তি বা সদানন্দ

বেলা ৫টা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দোতালার ঘরে বসিয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি বাহিরের লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কোন কথা নাই।

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁর সঙ্গে নিভৃতে এক একটী কথা হইতেছে। ঠাকুর জামা পরিবেন—মাষ্টার জামা পরাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ত্মাখো, এখন আর বড় ধ্যান্ ট্যান ক'রতে হয় না। **অখণ্ড একবারে বোধ হয়ে যায় এখন কেবল দর্শন।**

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। ঘরও নিস্তব্ধ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাহাকে আবার একটী কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, এরা যে সব একাসনে চুপ ক'রে বসে আছে, আর আমায় ত্মাখে—কথা নাই, গান নাই ; এতে কি ত্মাখে ?

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ তাই এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভক্তেরা অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে !

মাষ্টার উত্তর করিলেন—আজ্ঞে, এরা সব আপনার কথা অনেক আগে শুনেছে, আর ত্মাখে—যা কখনও ওরা দেখতে পায় না,—সদানন্দ বালক-স্বভাব, নিরহঙ্কার, ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা ! সে দিন ঈশান মুখুজ্যের বাড়ী আপনি গিয়েছিলেন ; সেই বাহিরের ঘরে পাইচারী কচ্ছিলেন ; আমারাও ছিলাম, একজন আপনাকে এসে বল্লে, এমন **সদানন্দ পুরুষ** কোথাও দেখি নাই।

মাষ্টার আবার চুপ করিয়া রহিলেন। ঘর আবার নিস্তব্ধ ! কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর আবার মৃদুস্বরে মাষ্টারকে কি বলিতেছেন .

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, ডাক্তারের কি রকম হচ্ছে? এখানকার কথা সব কি বেশ নিচ্ছে?

মাষ্টার—এ অমোঘ বীজ কোথা যাবে, একবার না একবার এক দিক দিয়ে বেরোবে। সে দিনকার একটা কথায় হাসি পাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথা?

মাষ্টার—সে দিন ব'লেছিলেন, যদু মল্লিকের খাবার সময় কোন্ ব্যঞ্জনে নুন হ'য়েছে, কোন্ ব্যঞ্জনে হয়নি এ বুঝতে পারে না; এত অন্যমনস্ক। কেউ যদি বলে দেয় এ ব্যঞ্জনে 'নুন হয় নাই, তখন এ্যাঁ এ্যাঁ করে বলে, 'নুন হয় নাই?' ডাক্তারকে এই কথাটি শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন কিনা যে, আমি এত অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই। আপনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সে বিষয় চিন্তা করে অন্যমনস্ক, ঈশ্বরচিন্তা করে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগুলো কি ভাববে না?

মাষ্টার—ভাববেন বই কি। তবে নানা কাজ অনেক কথা ভুলে যায়। আজকেও বেশ বল্লেন, তিনি যখন বল্লেন, 'ও তান্ত্রিকের উপাসনা—জননী রমণী।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি বল্লুম?

মাষ্টার—আপনি বল্লেন, হেলে গরুওয়ালা ভাগবৎ পণ্ডিতের কথা। (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আর বল্লেন, সেই রাজার কথা যে বলেছিল, 'তুমি আগে বোঝো।' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)।

"আর ব'ল্লেন, গীতার কথা। গীতার সার কথা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ,—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ। ডাক্তারকে আপনি বল্লেন যে সংসারী হ'য়ে (ত্যাগী না হ'য়ে) ও আবার কি শিক্ষা দেবে? তা তিনি বুঝতে বোধ হয় পারেন নাই। শেষে 'ধারা' 'ধারা' বলে চাপা দিয়ে গেলেন।

ঠাকুর ভক্তের জন্য চিন্তা করিতেছেন;—পূর্ণ বালক ভক্ত, তাঁহার জন্য। মনীন্দ্রও বালক ভক্ত; ঠাকুর তাঁহাকে পূর্ণের সঙ্গে আলাপ করিতে পাঠাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বপ্রসঙ্গে—'সব সম্ভবে'—নিত্যলীলা

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কয়েকটী ভক্ত ও যাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই ঘরে একটু দূরে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অন্তর্মুখ—কথা কহিতেছেন না। ঘরের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটী বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন, ইনি আমার বন্ধু, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ইনি 'কিরণ্ময়ী' লিখেন। 'কিরণ্ময়ী' লেখক প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিবেন।

নরেন্দ্র—ইনি রাধাকৃষ্ণের বিষয় লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লেখকের প্রতি)—কি লিখেছো গো বল দেখি।

লেখক—রাধাকৃষ্ণই **পরব্রহ্ম**, ওঁকারের বিন্দুস্বরূপ। সেই রাধাকৃষ্ণ পরব্রহ্ম থেকে মহাবিষ্ণু; মহাবিষ্ণু থেকে পুরুষ প্রকৃতি,—শিবদুর্গা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ! নিত্যধারা নন্দঘোষ দেখেছিলেন। প্রেম রাধা বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, কামরাধা চন্দ্রাবলী।

"কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিত্যরাধা। প্যাজ ছাড়িয়ে গেলে প্রথমে লাল খোসা, তার পরে ঈষৎ লাল, তার পরে সাদা, তার পরে আর খোসা পাওয়া যায় না। ঐটী নিত্যরাধার স্বরূপ—যেখানে নেতি নেতি বিচার বন্ধ হয়ে যায়!

"নিত্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য্য আর রশ্মি। নিত্য সূর্য্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ।

"শুদ্ধ ভক্ত কখনও নিত্যে থাকে, কখন লীলায়।

যাঁহার নিত্য তাঁরই লীলা। দুই কিম্বা বহু নয়।

লেখক—আজ্ঞে, 'বৃন্দাবনের কৃষ্ণ' আর 'মথুরার কৃষ্ণ' বলে কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও গোস্বামীদের মত। পশ্চিমে পণ্ডিতেরা তা বলে না। তাদের কৃষ্ণ এক ; রাধা নাই। দ্বারিকার কৃষ্ণ ঐ রকম।

লেখক—আজ্ঞে, রাধাকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ! কিন্তু তাঁ'তে সব সম্ভবে! সেই তিনিই নিরাকার সাকার! তিনিই স্বরাট বিরাট! তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি!

"তাঁর ইতি নাই—শেষ নাই ; তাঁতে সব সম্ভবে। চিল শকুনি যত উপরে উঠুক না কেন, আকাশ গায়ে ঠেকে না। যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্ম কেমন—তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হলেও মুখে বলা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কেউ করে, যেমন ঘি। তার উত্তর,—কেমন ঘি, না যেমন ঘি! **ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম** আর কিছুই নাই।

দ্বাবিংশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

৺কালীপূজার দিবসে শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

আজ শুক্রবার ; আশ্বিন অমাবস্যা! ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫। আজ ৺কালীপূজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীর উপরের দক্ষিণের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ৯টা। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা।

মাষ্টার ঠাকুরের আদেশে ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীর প্রসাদ আনিয়াছেন ; প্রসাদ হস্তে ঠাকুর অতি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিতেছেন। গ্রহণ করিবার সময় পাদুকা খুলিয়াছেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন, বেশ প্রসাদ!

ঠাকুর মাষ্টারকে আদেশ করিয়াছিলেন ঠনঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাকে, পুষ্প, ডাব, চিনি সন্দেশ দিয়ে আজ সকালে পূজা দিবে। মাষ্টার স্নান করিয়া নগ্নপদে সকালে পূজা দিয়া আবার নগ্নপদে ঠাকুরের কাছে প্রসাদ আনিয়াছেন।

ঠাকুরের আর একটী আদেশ। 'রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনিয়া আনিবে।' ডাক্তার সরকারকে দিতে হইবে।

মাষ্টার বলিতেছেন, 'এই বই আনিয়াছি। রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, এই গান সব (ডাক্তারের ভিতর) ঢুকিয়ে দেবে।

গান—মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, সে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥ (১৭ পৃষ্ঠা)

গান—কে জানে কালী কেমন। ষড়্দর্শনে না পায় দর্শন। (১৬ পৃষ্ঠা)

গান—মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমীন রইল পতিত,
আবাদ কর্‌লে ফলত সোনা।

গান—আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥

মাষ্টার বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত ঘরে পাইচারি করিতেছেন—চটিজুতা পায়ে। অত অসুখ—সহাস্য বদন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ও গানটা বেশ!—'এ সংসার ধোঁকার টাটী'। আর 'এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটী।'

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর হঠাৎ চমকিত হইতেছেন। অমনি পাদুকা ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। একেবারে সমাধিস্থ। আজ জগন্মাতার পূজা, তাই কি মুহু-র্মুহুঃ চমকিত এবং সমাধিস্থ! অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালীপূজার দিবসে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর সেই উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন; বেলা ১০টা। বিছানার উপর বালিশে ঠেশান দিয়া আছেন; ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত আছেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুয্যের কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতিকে)—হৃদে এখনও জমি জমি করছে! যখন দক্ষিণেশ্বরে তখন বলেছিল, শাল দাও, না হলে নালিশ কর্‌বো।

"মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন গেলে কেবল টাকা টাকা কর্‌তো। সে যদি থাকত এ সব লোক যেত না। মা সরিয়ে দিলেন!

"গো—অমনি আরম্ভ করেছিল। খুঁত খুঁত ক'রতো। গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাবে তা দেরী কর্‌তো। অন্য ছোকরারা আমার কাছে এলে বিরক্ত হ'ত। তাদের যদি আমি কল্‌কাতায় দেখ্‌তে যেতাম—আমায় বল্‌তো, ওরা কি সংসার ছেড়ে আস্‌বে তাই দেখ্‌তে যাবেন! জল-খাবার ছোক্‌রাদের দেওয়ার আগে ভয়ে বলতুম, তুই খা আর ওদের দে। জান্‌তে পারলুম, ও থাক্‌বে না।

"তখন মাকে বল্‌লাম—মা ওকে হৃদের মত একবারে সরাস্‌ নে। তার পর শুনলাম, বৃন্দাবনে যাবে।

"গো—যদি থাক্‌তো এই সব ছোক্‌রাদের হ'ত না। ও বৃন্দাবনে চলে গেল তাই এ সব ছোকরারা আস্‌তে যেতে লাগ্‌ল।

গো (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, আমার তা মনে ছিল না।

রাম (দত্ত)—তোমার মন উনি যা বুঝবেন তা তুমি বুঝ্‌বে ?

গো—চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গো—প্রতি)—তুই কেন অমন করছিস্—আমি তোকে সন্তান অপেক্ষা ভালবাসি।—

"তুই চুপ কর না * * এখন তোর সে ভাব নাই।

ভক্তদের সহিত কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে ঠাকুর গো—কে ডাকাইলেন ও বলিলেন, তুই কি কিছু মনে করেছিস।

গো—বলিলেন 'আজ্ঞে না।'

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিলেন, আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এস। পাঁকাটী এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা কর দেখি।

মাষ্টার বৈঠকখানায় গিয়া ভক্তদের সমস্ত জানাইলেন। কালীপদ ও অন্যান্য ভক্তেরা পূজার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বেলা আন্দাজ ২টার সময় ডাক্তার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। সঙ্গে অধ্যাপক নীলমণি। ঠাকুরের কাছে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। গিরীশ, কালীপদ, নিরঞ্জন, রাখাল, খোকা (মণিন্দ্র), লাটু, মাষ্টার অনেকে। ঠাকুর সহাস্যবদন ; ডাক্তারের সঙ্গে অসুখের কথা ও ঔষধাদির কথা একটু হইলে পর বলিতেছেন, তোমার জন্য এই বই এসেছে। ডাক্তারের হাতে মাষ্টার সেই দুখানি বই দিলেন।

ডাক্তার গান শুনিতে চাইলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে মাষ্টার ও একটী ভক্ত রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন,—

গান—মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।

গান—কে জানে কালী কেমন যড় দর্শনে না পায় দরশন।

গান—মন রে কৃষি কাজ জান না।

গান—আয় মন বেড়াতে যাবি।

ডাক্তার গিরীশকে বলিতেছেন তোমার ঐ গানটী বেশ—বীণের গান—বুদ্ধ চরিতের। ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরীশ ও কালীপদ দুইজনে মিলিয়া গান শুনাইতেছেন—

আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, শতধারে বয় মাধুরী।
বাজে না আলগা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার॥

গান—জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যায় সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥
জানি নাকেবা এসেছি কোথায়, কেনবা এসেছি, কোথা নিয়ে যায়;
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল;
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি, যাই যাই কোথা কূল কি নাই॥
কর হে চেতন, কে আছে চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন,
কে আছ চেতন ঘুমাইও না আর দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার।
কর তম নাশ হও হে প্রকাশ, তোমা বিনে আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই॥

গান—আমায় ধর নিতাই। আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন॥
নিতাই, জীবকে হরি নাম বিলাতে, উঠল গো ঢেউ প্রেমনদীতে,
(এখন) সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই
নিতাই যে দুঃখ আমার অন্তরে, দুঃখের কথা কইব কারে,
জীবের দুঃখে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।

গান—প্রাণভোরে আয় হরি হলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।

গান—কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বল রে হরি।
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলে, আয় আয় আয় আয়॥

গান শুনিতে শুনিতে দুই তিনটী ভক্তের ভাব হইয়া গেল,—খোকার, (মণীন্দ্রের) লাটুর! লাটু নিরঞ্জনের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গান হইয়া গেলে ঠাকুরের সহিত ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন। গত কল্য প্রতাপ (মজুমদার) ঠাকুরকে Nux Vomica ঔষধ দিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার—আমি ত মরি নাই, Nux Vomica দেওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমার অবিদ্যা মরুক!

ডাক্তার—আমার কোনকালে অবিদ্যা নাই।

ডাক্তার অবিদ্যা মানে নষ্টা স্ত্রীলোক বুঝিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো। সন্ন্যাসীর **অবিদ্যা** মা মরে মরে যায়, আর **বিবেক** সন্তান হয়। অবিদ্যা-মা মরে গেলে অশৌচ হয়,—তাই বলে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নাই।

হরিবল্লভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, তোমায় দেখ্‌লে আনন্দ হয়। হরিবল্লভ অতি বিনীত। মাদুরের নীচে মাটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। হরিবল্লভ কটকের বড় উকীল।

কাছে অধ্যাপক নীলমণি বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার মান রাখিতেছেন ও বলিতেছেন, আজ আমার খুব দিন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার ও তাঁহার বন্ধু নীলমণি বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবল্লভও আসিলেন। আসিবার সময় বলিলেন,, আমি আবার আসবো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জগন্মাতা ৺কালীপূজা

শরৎকাল, অমাবস্যা, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই পূজার আয়োজন হইয়াছে। নানাবিধ পুষ্প, চন্দন, বিল্বপত্র জবা, পায়স ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তেরা আনিয়াছেন! ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। শরৎ, শশী, রাম, গিরীশ. চুনীলাল, মাষ্টার. রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত।

ঠাকুর বলিতেছেন, ধুনা আন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেস! মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, একটু সবাই ধ্যান কর। ভক্তেরা সকলে একটু ধ্যাম করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গিরীশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মাষ্টারও গন্ধপুষ্প দিবেম। তার পরেই রাখাল। তার পর রাম প্রভৃতি সকল ভক্তেরা চরণে ফুল দিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া **ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী** বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ভক্তেরা সকলে **'জয় মা জয় মা'** ধ্বনি করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ **সমাধীস্থ** হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ভক্তেরা অদ্ভুদ রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল! দুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিস্পন্দ বাহ্যশূন্য! উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ **জগন্মাতা** কি ঠাকুরের ভেতর আবির্ভূতা হইলেন!

সকলে অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন।

এইবারে ভক্তেরা স্তব করিতেছেন। আর একজন গান গাইয়া স্তব করিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে গাইতেছেন।

গিরীশ স্তব করিতেছেন :—

কেরে নিবিড় নীল কাদম্বিনী স্থরসমাজে।
কেরে রক্তোৎপল চরণ-যুগল হর উরসে বিরাজে ॥
কেরে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ।
মৃদু মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে ॥

আবার গাইতেছেন—

দীন তারিণী, দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন পালন নিধন কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বংহি কালী তারা পরমা প্রকৃতি, ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বংহি জল, স্থল, অনীল অনল, ত্বংহি ব্যোম্ ব্যোমকেশ প্রসবিনী।
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়, বৈশেষিক।
বেদান্ত ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারে নি।
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল বঞ্চ, ভবভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, সেও তুমি নগতনয়া জননী।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।

বিহারী স্তব করিতেছেন—

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন্ মা বলি,
হৃদয় মাঝে উদয় হইও, মা যখন হবে অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে,
মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন মা পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।

মণি গাইতেছেন ভক্তসঙ্গে—

সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী;
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি।

গান—তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
তুমি মঙ্গল নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান।
তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে॥

গান—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।

গান—নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ করিতেছেন, এই গানটী গাইতে—

গান—কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন—

গান—শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।

ঠাকুর ভক্তবৃন্দের আনন্দের জন্য একটু পায়স মুখে দিতেছেন। কিন্তু একবারে ভাবে বিভোর বাহ্যশূন্য হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বৈঠকখানা ঘরে গেলেন; ও সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে করিতে সেই প্রসাদ পাইলেন। রাত ৯টা। ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন—রাত হইয়াছে, সুরেন্দ্রের বাড়ীতে আজ ৺কালীপূজা হ’বে, তোমরা সকলে নিমন্ত্রণে যাও।

ভক্তেরা আনন্দ করিতে করিতে সিমলা ষ্ট্রীটে সুরেন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র অতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে উপরের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। বাটীতে উৎসব; সকলেই গীত বাদ্য ইত্যাদি লইয়া আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া বাড়ীতে ফিরিতে ভক্তদের প্রায় দুই প্রহরের অধিক রাত্রি হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

[ঈশ্বরের জন্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা]

আজ ২১শে পৌষ, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, সোমবার; ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। অপরাহ্ন;—বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে উপরের সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর ৺কালীমন্দির হইতে শ্রীযুক্ত রাম চাটুর্য্যে তাঁহার কুশল সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর মণির সহিত সেই সকল কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন—ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) কি এখন বড় ঠাণ্ডা?

নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন,—যেন তাঁহার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে। মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন,—"কেঁদেছিল!" ঠাকুর কিঞ্চিৎ চুপ করিলেন। আবার মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে এসেছিল!"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন,—

নরেন্দ্র—ওখানে আজ যাবো মনে করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথায় ?

নরেন্দ্র—দক্ষিণেশ্বরে—বেলতলায় ;—ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না ; ওরা (ম্যাগাজিনের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ যায়গা ;—অনেক সাধু ধ্যান্ জপ ক'রেছে।

"কিন্তু বড় শীত আর অন্ধকার।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—পড়বি না ?

নরেন্দ্র (ঠাকুর ও মণির দিকে চাহিয়া)—একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই!

শ্রীযুক্ত (বুড়ো) গোপালও বসিয়া আছেন। তিনি বলিতেছেন—আমিও ঐ সঙ্গে যাব। শ্রীযুক্ত কালীপদ (ঘোষ) ঠাকুরের জন্য আঙ্গুর আনিয়াছিলেন। আঙ্গুরের বাক্স ঠাকুরের পার্শ্বে ছিল। ঠাকুর ভক্তদের আঙ্গুর বিতরণ করিতেছেন। প্রথমেই নরেন্দ্রকে দিলেন—তাহার পর হরিলুটের মত ছড়াইয়া দিলেন ; ভক্তেরা যে যেমনে পাইলেন কুড়াইয়া লইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রর ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য।

সন্ধ্যা হইয়াছে ; নরেন্দ্র নীচে বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও নিভৃতে মণির কাছে ; নিজের প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—গত শনিবার, এখানে ধ্যান কচ্ছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম ক'রে এলো!

মণি—কুণ্ডলিনী জাগরণ।

নরেন্দ্র—তাই হবে; বেশ বোধ হ'লো—ইড়া, পিঙ্গলা। হাজরাকে বল্লাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে। কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা

কল্লাম;—ওঁকে সব বল্লাম। 'আমি বল্লাম, সব্বাইএর হ'লো, আমায় কিছু দিন। সব্বাইএর হ'লো আমার হবে না?

মণি—তিনি তোমায় কি বল্লেন?

নরেন্দ্র—তিনি বল্লেন, 'তুই বাড়ীর একটা ঠিক্ করে আয় না, সব হ'বে। তুই কি চাস্?'

[Sri Ramkrishna and the Vedanta নিত্যলীলা দুই গ্রহণ]

"আমি বল্লাম,—'আমার ইচ্ছা অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকবো! কখন কখন এক একবার খেতে উঠ্‌বো!'

"তিনি বল্লেন,—'তুই ত' বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই ত' গান গাস, 'যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।'

মণি—হাঁ, উনি সর্ব্বদাই বলেন যে সমাধি থেকে নেমে এসে ছাখে—তিনিই জীব জগৎ, এই সমস্ত হ'য়েছেন। ঈশ্বরকোটির এই অবস্থা হ'তে পারে। উনি বলেন, জীবকোটি সমাধি অবস্থা যদিও লাভ করে, আর নাম্‌তে পারে না।

নরেন্দ্র—উনি বল্লেন,—তুই বাড়ীর একটা ঠিক ক'রে আয়, সমাধি লাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে।

"আজ সকালে বাড়ী গেলাম। সকলে বকৃতে লাগলো;—আর বল্লে, 'কি হো হো করে বেড়াচ্চিস্? আইন একজামিন (B-L) এত নিকটে, পড়া শুনা নাই, হো হো ক'রে বেড়াচ্চ!'

মণি—তোমার মা কিছু বল্লেন?

নরেন্দ্র - না; তিনি খাওয়ার জন্য ব্যস্ত; হরিণের মাংস ছিল,—খেলুম;—কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

মণি—তার পর?

নরেন্দ্র—দিদিমার বাড়ীতে, সেই পড়্‌বার ঘরে, পড়্‌তে গেলাম। পড়্‌তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক্ আতঙ্ক এ'লো;—পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিষ! বুক আটু পাটু করতে লাগল!—অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই!

"তার পর বই টই ফেলে দৌড়!—রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো টুতো রাস্তায় কোথায় এক দিকে পড়ে রইলো! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম,—গায়েময়ে খড়,—আমি দৌড়ুচ্চি,—কাশীপুরের রাস্তায়!

নরেন্দ্র একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র—বিবেক চূড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হ'য়েছে! শঙ্করাচার্য্য বলেন—যে এই তিনটী জিনিষ অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে,—**মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং** মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। 'ভাবলাম, আমার'ত তিনটিই হয়েছে!—অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে—অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে,—আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়েছে।

মণি—আহা।

নরেন্দ্র—সংসার আর ভালো লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না। দুই একজন ভক্ত ছাড়া।

নরেন্দ্র অমনি আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্রের ভিতর তীব্র বৈরাগ্য! এখনও প্রাণ আটু পাটু করিতেছে। নরেন্দ্র আবার কথা কহিতেছেন!

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—আপনাদের শান্তি হ'য়েছে, আমার প্রাণ অস্থির হ'চ্ছে! আপনারাই ধন্য!

মণি কিছু উত্তর করিলেন না; চুপ করিয়া আছেন। ভাবিতেছেন ঠাকুর বলিয়াছিলেন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হতে হয়, তবে ঈশ্বরদর্শন হয়। সন্ধ্যার পরেই মণি উপরের ঘরে গেলেন। দেখলেন, ঠাকুর নিদ্রিত।

রাত্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুরের কাছে নিরঞ্জন, শশী। ঠাকুর জাগিয়াছেন। থাকিয়া থাকিয়া নরেন্দ্রের কথাই বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য্য। দেখো; এই নরেন্দ্র আগে সাকার মান্‌ত না! এর প্রাণ কিরূপ আটু পাটু হ'য়েছে দেখছিস্! সেই যে আছে—একজন জিজ্ঞাসা করেছিল; ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাওয়া যায়। গুরু বল্লে, এস আমার সঙ্গে; তোমায় দেখিয়ে দিই কি হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই

ব'লে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিলো? সে বল্লে, 'প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল!

"ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটু বাটু ক'রলে জানবে যে দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণ উদয় হ'লে—পূর্ব্বদিকে লাল হ'লে,—বুঝা যায় সূর্য্য উঠবে!

ঠাকুরের আজ অসুখ বাড়িয়াছে। শরীরের এত কষ্ট! তবুও নরেন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল কথা,—সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন।

নরেন্দ্র এই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। গভীর অন্ধকার—অমাবস্যা পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দু একটি ভক্ত। মণি রাত্রে বাগানেই আছেন। স্বপ্নে দেখিতেছেন, সন্ন্যাসীমণ্ডলের ভিতর বসিয়া আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য—সংসার ও নরক যন্ত্রণা

পরদিন মঙ্গলবার ৫ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ। অনেকক্ষণ অমাবস্যা আছে। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া আছেন, মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ক্ষীরোদ যদি ৺গঙ্গাসাগর যায় তা হ'লে তুমি কম্বল একখানা কিনে দিও।

মণি—যে আজ্ঞা।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন! আবার কথা কহিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে—কেউ গঙ্গাসাগরে!

"বাড়ী ত্যাগ ক'রে ক'রে সব আসছে! দেখ না নরেন্দ্র। তীব্র বৈরাগ্য হ'লে সংসার পাতকুয়ো বোধ হয়, আত্মীয়েরা কালসাপ বোধ হয়।

মণি—আজ্ঞা, সংসারে ভারি যন্ত্রণা !

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরকযন্ত্রণা ! জন্ম থেকে দেখছ না—মাগছেলে নিয়ে কি যন্ত্রণা !

মণি—আজ্ঞা হাঁ। আর আপনি বলেছিলেন, ওদের (সংসারে ঢুকে নাই তাদের) লেনা দেনা নাই, লেনা দেনার জন্য আট্‌কে থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ্‌ছনা—নিরঞ্জনকে ! 'তোর এই নে, আমার এই দে'—বাস ! আর কোন সম্পর্ক নাই। পেছু টান নাই ! **কামিনী কাঞ্চনই সংসার**। দেখনা, টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছা ক'রে।

মণি হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরও হাসিলেন।

মণি—টাকা বার ক'রতে অনেক হিসাব আসে। (উভয়ের হাস্য)। তবে দক্ষিণেশ্বরে ব'লেছিলেন, ত্রিগুণাতীত হয়ে সংসারে থাকৃতে পারলে এক হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বালকের মত।

মণি—আজ্ঞা ; কিন্তু বড় কঠিন, বড় শক্তি চাই।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন।

মণি—কাল ওরা দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করতে গেল। আমি স্বপ্ন দেখ্‌লাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি দেখ্‌লে ?

মণি—দেখ্‌লাম যেন নরেন্দ্র প্রভৃতি সন্ন্যাসী হ'য়েছেন,—ধুনি জেলে বসে আছেন। আমিও তাদের মধ্যে বসে আছি। ওরা তামাক খেয়ে ধোঁয়া মুখদে বার ক'চ্চে, আমি বল্লাম গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ।

সন্ন্যাসী কে—ঠাকুরের পীড়া ও বালকের অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—**মনে ত্যাগ হলেই হলো** ; তা হলে ও সন্ন্যাসী। ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। আবার কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু **বাসনায়** আগুন দিতে হয়, তবে ত !

মণি—বড়বাজারে মাড়োয়ারীদের পণ্ডীতজীকে বলেছিলেন 'ভক্তি কামনা আমার আছে'।—ভক্তি কামনা বুঝি কামনার মধ্যে নয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। পিত্ত দমন হয়। আচ্ছা, এত আনন্দ, ভাব,– এ সব কোথায় গেল?

মণি—বোধ হয় গীতায় যে ত্রিগুণাতীতের কথা বলা আছে সেই অবস্থা হ'য়েছে। সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ নিজে নিজে কাজ করছে, আপনি স্বয়ং নির্লিপ্ত—সত্ত্ব গুণেতেও নির্লিপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ; বালকের অবস্থায় রেখেছে।

"আচ্ছা, দেহ কি এবার থাকবে না?

ঠাকুর ও মণি চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র নীচ হইতে আসিলেন। একবার বাড়ী যাইবেন। বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন।

পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার মা ও ভাইরা অতি কষ্টে আছেন,—মাঝে মাঝে অন্নকষ্ট। নরেন্দ্র একমাত্র তাঁহাদের ভরসা;—তিনি রোজগার করিয়া তাঁহাদের খাওয়াইবেন। কিন্তু নরেন্দ্রের আইন পরীক্ষা দেওয়া হইল না। এখন তীব্র বৈরাগ্য। তাই আজ বাড়ীর কিছু বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছেন। একজন বন্ধু তাঁহাকে একশত টাকা ধার দিবেন। সেই টাকায় বাড়ীর তিন মাসের খাওয়ার যোগার করিয়া দিয়া আসিবেন।

নরেন্দ্র—যাই বাড়ী একবার। (মণির প্রতি) মহিম চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হ'য়ে যাচ্চি, আপনি কি যাবেন?

মণির যাইবার ইচ্ছা নাই; ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'কেন'?

নরেন্দ্র—ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্চি, তাঁর সঙ্গে বসে একটু গল্প ক'রবো।

ঠাকুর একদৃষ্টে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন।

নরেন্দ্র—এখানকার একজন বন্ধু বলেছেন' আমায় একশ' টাকা ধার দিবেন। সেই টাকাতে বাড়ীর তিন মাসের বন্দোবস্ত করে আস্‌বো।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। মণির দিকে তাকাইলেন।

মণি (নরেন্দ্রকে)—না, তোমরা এগোও;—আমি পরে যাব।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে

[ভক্তের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ধারণ]

আজ রবিবার, ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৮৬; ২রা চৈত্র; ফাল্গুন শুক্লানবমী। গত রবিবারে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাগানে পূজা হইয়া গিয়াছে। গত বর্ষে জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া হইয়াছিল। এবার তিনি অসুস্থ। ভক্তেরা বিষাদসাগরে ডুবিয়া আছেন পূজা হইল। নামমাত্র উৎসব হইল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে রহিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর অসুস্থ। উপরের হলঘরে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও রাখাল দুইজনে পদসেবা করিতেছেন মণি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকেও পদসেবা করিতে বলিলেন। মণি পদসেবা করিতেছেন।

ভক্তেরা সর্ব্বদাই বাগানে উপস্থিত আছেন ও ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা ঐ সেবায় নিশিদিন নিযুক্ত। ছোক্‌রা ভক্তেরা অনেকেই সর্ব্বদা থাকেন; নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু, প্রভৃতি।

বয়স্ক ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন ও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন বা তাঁহার সংবাদ লইয়া যান। তারক, সিতির গোপাল, ইহাঁরাও সর্ব্বদা থাকে। ছোট গোপালও থাকেন।

ঠাকুর আজও বিশেষ অসুস্থ। রাত্রি দুই প্রহর। আজ শুক্ল পক্ষের নবমী তিথি, চাঁদের আলোয় উদ্যানভূমি যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের কঠিন পীড়া,—চন্দ্রের বিমল কিরণ দর্শনে ভক্তহৃদয়ে আনন্দ নাই। যেমন একটী নগরীর মধ্যে সকলই সুন্দর; কিন্তু শত্রুসৈন্য অবরোধ করিয়াছে। চতু-

দিকে নিস্তব্ধ ; কেবল বসন্তানিলস্পর্শ বৃক্ষপত্রের শব্দ হইতেছে। উপরের হল-ঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভারি অসুস্থ,—নিদ্রা নাই। দু একটী ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন—কখন কি প্রয়োজন হয়। এক একবার তন্দ্রা আসিতেছে ও ঠাকুরকে নিদ্রাগত প্রায় বোধ হইতেছে।

"এ কি নিদ্রা না **মহাযোগ?** 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে!" এ কি সেই যোগাবস্থা?

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া আরো কাছে আসিতে বলিতেছেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়! মাষ্টারকে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বলিতেছেন, **তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি-সব্বাই যদি বল্ যে—'এত কষ্ট—তবে দেহ যাক্'—তা হলে দেহ যায়!**

কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাঁহাদের পিতা মাতা রক্ষাকর্ত্তা, তিনি এই কথা বলিতেছেন!—সকলে চুপ করিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম কি Crucifixion! ভক্তের জন্য দেহ বিসর্জ্জন।

গভীর রাত্রি। ঠাকুরের অসুখ আরও যেন বাড়িতেছে! কি উপায় করা যায়? কলিকাতায় লোক পাঠান হইল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ডাক্তার ও শ্রীযুক্ত নবগোপাল কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া গিরীশ সেই গভীর রাত্রে আসিলেন।

ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটু সুস্থ হইতেছেন বলিতেছেন। "দেহের অসুখ, তা হবে; দেখছি পঞ্চভূতের দেহ!"

গিরীশের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,—"অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি! তার মধ্যে এই রূপটীও (নিজের মূর্ত্তি) দেখছি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাধি মন্দিরে

পরদিন সকাল বেলা। আজ সোমবার ৩রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ! বেলা ৭টা ৮টা হইবে। ঠাকুর একটু সামলাইয়াছেন ও ভক্তদের সহিত আস্তে আস্তে, কখনও ইসারা করিয়া, কথা কহিতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, রাখাল মাষ্টার, লাটু, সিঁতির গোপাল প্রভৃতি।

ভক্তদের মুখে কথা নাই; ঠাকুরের পূর্ব্বরাত্রির দেহের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহারা বিষাদগম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

[ঠাকুরের দর্শন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া, ভক্তদের প্রতি)— কি দেখ্‌ছি জান? তিনিই সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়্‌ছেন! যেমন একবার দেখছিলাম—মোমের বাড়ী, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু সব মোমের—সব এক জিনিষে তৈয়ারী।

"দেখছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাট হয়েছে!"

ঠাকুর কি বলিতেছেন জীবের, দুঃখে কাতর হইয়া তিনি নিজের শরীর জীবের মঙ্গলের জন্য বলিদান দিতেছেন?

ঈশ্বরই কামার, বলি. হাড়িকাট হইয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—'আহা! আহা!'

আবার সেই ভাবাবস্থা। ঠাকুর বাহ্যশূন্য হইতেছেন। ভক্তেরা কিং-কর্ত্তব্যাবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—এখন আমার কোনও কষ্ট নাই; ঠিক পূর্ব্বাবস্থা!"

ঠাকুরের এই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা দেখিয়া ভক্তেরা অবাক্ হইয়া রহিয়াছেন। লাটুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতেছেন—

"ঐ লোটো;—মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে;—তিনিই (ঈশ্বরই) মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন।"

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে দেখিতেছেন ও স্নেহে বিগলিত হইতেছেন। যেমন শিশুকে আদর করে, সেইরূপ রখাল ও নরেন্দ্রকে আদর করিতেছেন! তাঁহাদের মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন!

কেন লীলা সংবরণ?

কিয়ৎ পরে মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকেদের চৈতন্য হোতো!" ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন—"তা রাখ্‌বে না!"

ভক্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—**"তা রাখবে না;—সরল মূর্খ পাছে দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে। একে কলিতে ধ্যান জপ নাই।"**

রাখাল (সস্নেহে)—আপনি বলুন—যাতে আপনার দেহ থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ঈশ্বরের ইশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র—আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন—যেন কি ভাবিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র রাখালাদি ভক্তের প্রতি)—আর বল্লে কই হয়?

"এখন দেখছি এক হয়ে গেছে। ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে শ্রীমতী বলেন, তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো। যখন আবার ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে চাইলেন;—এমনি ব্যাকুলতা—যেমন বেড়াল আঁচর পাঁচর করে,—তখন কিন্তু আর বেরয় না!

রাখাল (ভক্তদের প্রতি, মৃদুস্বরে)—গৌর অবতারের কথা বলছেন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুহ্যকথা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সস্নেহে দেখিতেছেন, নিজের হৃদয়ে হাত রাখিলেন ;—কি বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদিকে)—এর ভিতর দুটি আছেন। একটী তিনি।

ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেছেন, আবার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটি তিনি ; আর একটি, ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল—তারই অসুখ করেছে। বুঝেছ ?

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**কারেই বা বলবে, কেই বা বুঝবে।**

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কহিতেছেন—

"তিনি মানুষ হয়ে—**অবতার** হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।

রাখাল—তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান।

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, বাউলের দল হঠাৎ এলো ;—নাচ্‌লে, গান গাইলে ; আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো—গেল, কেউ চিন্‌লে না। (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্য।)

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই।

"এক একবার বলি, আর যেন আসতে না হয়।

"তবে কি ;—একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ীর কড়ার ডাল ভাত ভাল লাগে না।

"আর যে দেহ ধারণ করা,—এটী ভক্তের জন্য।

ঠাকুর ভক্তের নৈবেদ্য—ভক্তের নিমন্ত্রণ—ভক্তসঙ্গে বিহার ভাল বাসেন, এই কথা কি বলিতেছে ?

[নরেন্দ্রের জ্ঞান ভক্তি—নরেন্দ্র ও সংসার ত্যাগ]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—চণ্ডাল মাংস ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুঁয়ে ফেল্‌লি! সে বল্লে ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই আমিও তোমায় ছুঁই নাই। তুমি বিচার কর! তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি; কি তুমি, বিচার কর! **শুদ্ধ আত্মা** নির্লিপ্ত—সত্ব, রজঃ, তম, তিন গুণ ;—কোন গুণে লিপ্ত নয়।

"ব্রহ্ম কিরূপ জানিস। যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভাল গন্ধ—সব বায়ুতে আসছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গুণাতীত। মায়াতীত। অবিদ্যামায়া বিদ্যামায়া দুয়েরই অতীত। কামিনী কাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি—এ সব বিদ্যার ঐশ্বর্য্য। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যামায়া রেখেছিলেন। তুমি আর এরা যে আমার জন্যে ভাবছো—এই ভাবনা বিদ্যামায়া।

"বিদ্যামায়া ধরে ধরে সেই **ব্রহ্মজ্ঞান** লাভ হয়। যেমন সিঁড়ির উপরের পইটে—তার পরে ছাদ। কেউ কেউ ছাদে পৌছোনোর পরও সিঁড়িতে আনাগোনা করে,—জ্ঞান লাভের পরও বিদ্যার আমি রাখে। লোক শিক্ষার জন্য। আবার ভক্তি আস্বাদ করবার জন্য—ভক্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্যে।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি এ সমস্ত নিজের অবস্থা বলিতেছেন ?

নরেন্দ্র—কেউ কেউ রাগে আমার উপর ; ত্যাগ করবার কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদুস্বরে)—**ত্যাগ দরকার**।

ঠাকুর নিজের শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া বলিতেছেন,—"একটা জিনিষের পর যদি আর একটা জিনিষ থাকে, প্রথম জিনিষটা পেতে গেলে, ও জিনিষটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?

নরেন্দ্র—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে, মৃদুস্বরে)—**সেই**-ময় দেখলে আর কিছু কি দেখা যায়?

নরেন্দ্র—সংসার ত্যাগ করতে হবেই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যা বললুম **সেই** ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায়?

"তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। কারু কারু একটু ইচ্ছা ছিল—মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকা (রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতির ঈষৎ হাস্য)। সেই ইচ্ছাটুকু হয়ে গেল।

[নরেন্দ্র ও বীরভাব]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছে,—'খুব'। নরেন্দ্র ঠাকুরকে সহাস্যে বলিতেছেন, 'খুব' কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—খুব ত্যাগ হয়ে আসছে।

নরেন্দ্র ও ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার রাখাল কথা কহিতেছেন।

রাখাল (ঠাকুরকে, সহাস্যে)—নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝ্‌ছে।

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন,—'হাঁ! আবার দেখছি অনেক বুঝছে। (মাষ্টারের প্রতি) না গা?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

ঠাকুর নরেন্দ্র ও মণিকে দেখিতেছেন ও হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া রাখিয়া রাখালাদি ভক্তদিগকে দেখাইতেছেন। প্রথম ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে দেখাই-

লেন,—তার পর মণিকে দেখাইলেন! রাখাল ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

রাখাল (সহাস্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনি বল্‌ছেন নরেন্দ্রের বীর-ভাব? আর এঁর সখীভাব? ঠাকুর হাসিতেছেন।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—ইনি বেশী কথা কন না, আর লাজুক; তাই বুঝি বল্‌ছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে নরেন্দ্রকে)—আচ্ছা, আমার কি ভাব?

নরেন্দ্র—বীরভাব, সখীভাব,—সব ভাব।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কে তিনি?]

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন; হৃদয়ে হাত রাখিয়া কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে)—**দেখছি—এর ভিতর থেকেই যা কিছু।** নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি বুঝ্‌লি?"

নরেন্দ্র—("যা কিছু" অর্থাৎ) যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি আনন্দে)—দেখ্‌ছিস্!

ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র সুর করিয়া গাহিতেছেন। নরেন্দ্রের ত্যাগের ভাব,—গাহিতেছেন—

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্ তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

দুই এক চরণ গানের পরই ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন 'ও কি! ওসব ভাব অতি সামান্য!'

নরেন্দ্র এইবার সখী ভাবের গান গাইতেছেন—

কাহে সই, জিয়ত মরত কি বিধান।

ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥
মিলি সই নাগরী, ভুলিগেই মাধব, মাধব, রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী॥

আগে নাহি বুঝানু, রূপ হেরি ভুলনু, হৃদি কৈনু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব, আন সখি ভখিব গরল॥
(কিবা) কানন বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে **শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম** নাম-জপই,
ছার তনু করিব বিনাশ॥

গান শুনিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। নরেন্দ্র আবার ব্রজগোপীর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তনের সুরে গাহিতেছেন—

তুমি আমার, আমার বঁধু ; কি বলি (কি বলি তোমায় বলি নাথ)।
(কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারীজাতি)।
তুমি হাতোকি দর্পণ, মাথোকি ফুল (তোমায় ফুল করে কেশে পরব বঁধু)।
(তোমায় কবরীর সনে লুকায়ে লুকায়ে রাখব বঁধু)
(শ্যামফুল পরিলে কেউ নখেতে নারবে)।
তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল (তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এঁথে পরবো বঁধু)
(শ্যাম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ নখতে নারবে)॥
তুমি অঙ্গকি মৃগমদ গিমকি হার (শ্যামচন্দন মাখি শীতল হব বঁধু)
তোমার হার কণ্ঠে পরব বঁধু। তুমি দেহকি সর্ব্বস্ব গেহকি সার॥
পাখীকো পাখ মীনকো পাণি। তেয়সে হাম বঁধু তুয়া মানি॥

পঞ্চবিংশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্ত-সঙ্গে

[বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

আজ শুক্রবার, বেলা ৫টা; চৈত্র-শুক্লাপঞ্চমী। ৯ই এপ্রেল; ১৮৮৬। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে আছেন।

নরেন্দ্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার নীচে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

নিরঞ্জন (মাষ্টারের প্রতি)—বিদ্যাসাগরের নূতন একটা স্কুল না কি হ'বে? নরেনকে এর একটা কর্ম্ম যোগাড় ক'রে—

নরেন্দ্র—আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরী ক'রে কাজ নাই।

নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন এবং সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যে বৃক্ষের নীচে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটী নূতন বৃক্ষ হইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন। কালী বলিলেন, "একদিন গয়ার উমেশ বাবুর বাড়ীতে নরেন্দ্র গান গাইয়াছিলেন;—মৃদঙ্গ সঙ্গে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হলঘরে বিছানায় বসিয়া। রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। মণি একাকী পাখা করিতেছেন।—লাটু আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—একখানি গায়ের চাদর ও এক জোড়া চটী জুতা আন্‌বে।

মণি—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটুকে)—চাদর ॥৵০ ও জুতা, সর্ব্বশুদ্ধ কত দাম?

লাটু—এক টাকা দশ আনা।

ঠাকুর মণিকে দামের কথা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নরেন্দ্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শশী রাখাল ও আরও দু' একটী ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে পায়ে হাত বুলায়ে দিতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন,—খেয়েছিস্?

[বুদ্ধদেব কি নাস্তিক ?—'অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—ওখানে (অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায়) গিছলো।

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)—বুদ্ধদেবের কি মত ?

নরেন্দ্র—তিনি তপস্যার পর কি পেলেন, তা মুখে বল্‌তে পারেন নাই। তাই ব'লে সকলে বলে, নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ইঙ্গিত করিয়া)—নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়; মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে,—তাই হওয়া;—বোধ স্বরূপ হওয়া।

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ। এদের তিন শ্রেণী আছে;—বুদ্ধ, অর্হৎ, আর বোধিসত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তাঁরই খেলা;—নূতন একটা লীলা।

"নাস্তিক কেন হ'তে যাবে! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)—যে অবস্থায় contradictions meet, যে Hydrogen আর Oxygen এ শীতল জল তৈয়ার হয়, সেই Hydrogen আর Oxygen দিয়ে Oxyhydrogen-blowpipe (জ্বলন্ত অত্যুষ্ণ অগ্নিশিখা) উৎপন্ন হয়।

"যে অবস্থায় কর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ দুইই সম্ভবে; অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম।

"যা'রা সংসারী, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে র'য়েছে, তারা বলেছে সব 'অস্তি'; আবার মায়াবাদীরা বল্‌ছে,—'নাস্তি', বুদ্ধের অবস্থা এই 'অস্তি' নাস্তির পরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[বুদ্ধদেবের দয়া ও বৈরাগ্য ও নরেন্দ্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—ওদের (বুদ্ধদেবের) কি মত ?

নরেন্দ্র—ঈশ্বর আছেন কি না আছেন, এ সব কথা বুদ্ধ বল্‌তেন না! তবে দয়া নিয়ে ছিলেন।

"একটা বাজ পক্ষী শীকারকে ধ'রে তা'কে খেতে যাচ্ছিল, বুদ্ধ শীকারটির প্রাণে বাঁচাবার জন্য নিজের গায়ের মাংস তা'কে দিয়েছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র উৎসাহের সহিত বুদ্ধ-দেবের কথা আরও বলিতেছেন।

নরেন্দ্র—কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হ'য়ে সব ত্যাগ ক'র্‌লে! যা'দের কিছু নাই—কোনও ঐশ্বর্য্য নাই, তা'রা আর কি ত্যাগ করবে।

"যখন বুদ্ধ হ'য়ে, নির্ব্বাণ লাভ ক'রে বাড়ীতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে ছেলেকে—রাজ-বংশের অনেককে—বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বল্‌লেন। কি বৈরাগ্য! কিন্তু এ দিকে ব্যাসদেবের আচরণ দেখুন;—শুকদেবকে বারণ করে বলে, পুত্র! সংসার থেকে ধর্ম্ম কর।"

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। এখনও কোনও কথা বলিতেছেন না।

নরেন্দ্র—শক্তি ফক্তি কিছু (বুদ্ধ) মান্‌তেন না।—কেবল নির্ব্বাণ। কি বৈরাগ্য! গাছতলায় তপস্যা ক'র্‌তে ব'সলেন, আর বললেন—ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্‌।" অর্থাৎ যদি নির্ব্বাণলাভ না করি, তা, হলে আমার শরীর এইখানে শুকিয়ে যাক্‌,—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

শরীরই ত বদমাইস্‌!—ওকে জব্দ না করলে কি কিছু!—

শশী—তবে যে তুমি বল, মাংস খেলে সত্ত্বগুণ হয়।—মাংস খাওয়া উচিত, এ কথা ত বল।

নরেন্দ্র—যেমন মাংস খাই,—তেমনি (মাংস ত্যাগ করে) শুধু ভাতও খেতে পারি,—নুন না দিয়েও শুধু ভাত খেতে পারি।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। আবার বুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বুদ্ধদেবের) কি, মাথায় ঝুঁটি ?

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না; রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় কর্‌লে যা' হয়, সেই রকম মাথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চক্ষু ?

নরেন্দ্র—চক্ষু সমাধিস্থ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন—'আমিই সেই']

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। হঠাৎ তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। মণি হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আচ্ছা,—এখানে সব আছে; না ?—মাগাদ্‌ মুসুর ডাল; ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্য্যন্ত।

নরেন্দ্র—আপনি ও সব অবস্থা ভোগ ক'রে নীচে র'য়েছেন !—

মণি (স্বগত)—সব অবস্থা ভোগ করে, ভক্তের অবস্থায় !—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে যেন নীচে টেনে রেখেছে !

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির হাত হইতে পত্রখানি লইলেন এবং আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই পাখা যেমন দেখছি। সামনে—প্রত্যক্ষ—ঠিক অম্‌নি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি! আর দেখ্‌লাম—এই বলিয়া ঠাকুর নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন, আর নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "কি বল্লুম বল দেখি ?

নরেন্দ্র—বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল দেখি ?

নরেন্দ্র—ভাল শুনিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ইঙ্গিত করিতেছেন,—দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয়মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি।

নরেন্দ্র—হাঁ, হাঁ, সোঽহং।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে একটি রেখামাত্র আছে—('ভক্তর আমি' আছে) সম্ভোগের জন্য।

নরেন্দ্র (মাষ্টারকে)—মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হ'য়ে গিয়ে জীবের উদ্ধারের জন্য থাকেন,—অহঙ্কার নিয়ে থাকেন.—দেহের সুখ দুঃখ নিয়ে থাকেন।

নরেন্দ্র—যেমন মুটেগিরি; আমাদের মুটেগিরি on compulsion (কারে প'ড়ে)। মহাপুরুষ মুটেগিরি করেন সখ্ করে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরুকৃপা]

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। আপনি কে, এই তত্ত্ব নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে আবার বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)—ছাদ ত দেখা যায়!—কিন্তু ছাদে উঠা বড় শক্ত।

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে যদি কেউ উঠে থাকে, দড়ী ফেলে দিয়ে আর একজনকে তুলে নিতে পারে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি]

হৃষীকেশের সাধু এসেছিল। সে (আমাকে) বল্লে,—'কি আশ্চর্য্য! তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম!—

"কখন কপীবৎ;—দেহ বৃক্ষে বানরের ন্যায় মহাবায়ু যেন এ ডাল থেকে ও ডালে একেবারে লাফ্ দিয়ে উঠে, আর সমাধি হয়।

"কখন **মীনবৎ**;—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ ক'রে যায় আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চলতে থাকে আর সমাধি হয়।

"কখন বা **পক্ষীবৎ**;—দেহবৃক্ষে পাখীর ন্যায় কখনও এ ডালে কখনও ও ডালে।

"কখন **পিপিলিকাবৎ**;—মহাবায়ুর পিঁপড়ের মত একটু একটু করে ভিতরে উঠ্‌তে থাকে; তারপর সহস্রারে বায়ু উঠ্‌লে সমাধি হয়। কখন বা **তির্য্যক্‌বৎ**;—অর্থাৎ মহাবায়ু গতি সর্পের ন্যায় এঁকা ব্যাকা; তারপর সহস্রারে গিয়ে সমাধি।

রাখাল (ভক্তদের প্রতি)—থাক্ আর কথায়;—অনেক কথা হ'য়ে গল;—অসুখ কর্‌বে।

ষড়্‌বিংশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

বৈকাল বেলা, ৫টা ৬টা। সোমবার, চড়কসংক্রান্তি, বাসন্তি মহাষ্টমী পূজা। চৈত্র শুক্লাষ্টমী; ৩১শে চৈত্র, ১২ই এপ্রেল, ১৮৮৬।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সেই উপরের ঘরে শয্যার উপর বসিয়া আছেন। ঘরে শশী ও মণি। ঠাকুর মনিকে ইসারা করিতেছেন,—পাখা করিতে! তিনি পাখা করিতেছেন।

পাড়াতেই চড়ক হইতেছে। ঠাকুর একজন ভক্তকে চড়কের কিছু কিছু জিনিষ কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কি আন্‌লি?

ভক্ত—বাতাসা /৫ বঁটী—:১০,—হাতা :১০।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছুরি কই ?

ভক্ত—দু'পয়সায় দিলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যাগ্র হইয়া)—যা যা ছুরি আন।

মাষ্টার নীচে বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র ও তারক কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। গিরীশ ঘোষের বাড়ী ও অন্যান্য স্থানে গিয়াছিলেন।

তারক—আজ আমরা মাংস টাংস অনেক খেলুম।

নরেন্দ্র—আজ মন অনেকটা নেমে গেছে। তপস্যা লাগাও।

(মাষ্টারের প্রতি) কি Slavery (দাসত্ব) of body,—of mind! (শরীরের দাসত্ব—মনের দাসত্ব!) ঠিক যেন মুটের অবস্থা শরীর মন যেন আমার নয়, আর কারু!

সন্ধ্যা হইয়াছে ; উপরের ঘরে ও অন্যান্য স্থানে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর বিছানায় উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন ; জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফকির ঠাকুরের সম্মুখে অপরাধভঞ্জন স্তব পাঠ করিতেছেন। ফকির বলরামের পুরোহিতবংশীয়।

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব, চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চ্চিতোঽহং,
তেনাদ্যেঽকীর্ত্তিবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ,
স্থিত্বা জন্মান্তরে নো পুনরিহ ভবিতাক্বাশ্রয় ক্বাপি সেবা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে! ইত্যাদি।

ঘরে শশী, মণি, আরও দু একটি ভক্ত আছেন।

স্তব পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অতি ভক্তিভাবে হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিতেছেন।

মণি পাখা করিতেছেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, একটি পাথর বাটি আনবে। (এই বলিয়া পাথর বাটির গঠন অঙ্গুলি দিয়া আঁকিয়া দেখাইলেন।) একপো, অত দুধ্ ধরবে? শাদা পাথর।

মণি—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর সব বাটীতে ঝোল খেতে আঁস্‌টে লাগে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরকোটীর কি কর্ম্মফল, প্রারব্ধ আছে?

যোগবাশিষ্ঠ

পরদিন মঙ্গলবার, রামনবমী; ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রেল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। প্রাতঃকাল,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের ঘরে শয্যায় বসিয়া আছেন। বেলা ৮টা ৯টা হইবে। মণি রাত্রে ছিলেন, প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। রাম (দত্ত) সকালে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। রাম ফুলের মাল্য আনিয়াছেন ও ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ভক্তেরা অনেকেই নীচে বসিয়া আছেন। দুই একজন ঠাকুরের ঘরে আছেন। রাম ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—কি রকম দেখছ?

রাম—আপনার সবই আছে। এখনই রোগের সব কথা উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈষৎ হাস্য করিলেন ও সঙ্কেত করিয়া রামকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"রোগের কথাও উঠ্‌বে?"

ঠাকুরের চটী জুতা আছে, পায়ে লাগে ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত মাপ দিতে বলিয়াছেন,—তিনি ফরমাস্ দিয়া আনিবেন। ঠাকুরের পায়ের মাপ লওয়া হইল। এই পাদুকা এখন বেলুড়মঠে পূজা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, "কই, পাথরবাটি?" মণি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কলিকাতায় পাথরবাটি আনিতে যাইবেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, থাক্ থাক্ এখন।

মণি—আজ্ঞা না, এঁরা সব যাচ্চেন, এই সঙ্গেই যাই।

মণি নূতন বাজারের জোড়াশাঁকোর চৌমাথায় একটি দোকান হইতে একটি শাদা পাথরবাটি কিনিলেন! বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বাটিটি রাখিলেন। ঠাকুর শাদা বাটিটি হাতে করিয়া দেখিতেছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত, গীতাহস্তে শ্রীনাথ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাখাল হালদার, আরও

কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রাখাল, শশী, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন। ডাক্তারেরা পীড়া সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ লইলেন।

শ্রীনাথ ডাক্তার (বন্ধুদের প্রতি)—সকলেই প্রকৃতির অধীন। কর্ম্মফল কেউ এড়াতে পারে না। **প্রারব্ধ**!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন,—তাঁর নাম কর্‌লে, তাঁকে চিন্তা কর্‌লে, তাঁর শরণাগত হ'লে—

শ্রীনাথ—আজ্ঞে, প্রারব্ধ কোথা যাবে?—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**খানিকটা কর্ম্মভোগ** হয়। কিন্তু তাঁর নামের গুণে অনেক কর্ম্মপাশ কেটে যায়। একজন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দরুণ সাত জন্ম কাণা হ'ত; কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কানা সেই রকমই রইলো, কিন্তু আর যে ছ'জন্ম সেটা হ'ল না।

শ্রীনাথ—আজ্ঞে, শাস্ত্রে'ত আছে, কর্ম্মফল কারুরই এড়াইবার জো নাই। শ্রীনাথ ডাক্তার তর্ক করিতে উদ্যত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—বল না, ঈশ্বরকোটীর আর জীবকোটীর অনেক তফাৎ। ঈশ্বরকোটীর অপরাধ হয় না; বল না। মণি চুপ করিয়া আছেন;—মণি রাখালকে বলিতেছেন, তুমি বল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাখাল হলাদারের সহিত কথা কহিতেছেন।

হালদার—শ্রীনাথ ডাঃ বেদান্ত চর্চ্চা ক'রে—যোগবাশিষ্ট প'ড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী হ'য়ে, 'সব স্বপ্নবৎ'—এ সব মত ভাল নয়।

একজন ভক্ত—কালীদাস বলে সেই লোকটি—তিনিও বেদান্ত-চর্চ্চা কনের; কিন্তু মোকর্দ্দমা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সব মায়া—আবার মোকদ্দমা! (রাখালের প্রতি) জনাইয়ের মুখুজ্যে প্রথমে লম্বা লম্বা কথা বলছিল; তার পর শেষকালে বেশ বুঝে গেল! আমি যদি ভাল থাকতুম্ ওদের সঙ্গে আর খানিকটা কথা কইতাম। জ্ঞান জ্ঞান কি করলেই হয়?

কামজয় দৃষ্টে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রোমাঞ্চ

হালদার—অনেক জ্ঞান দেখা গেছে। একটু ভক্তি হ'লে বাঁচি। সে দিন একটা কথা মনে করে এসেছিলাম। তা আপনি মীমাংসা ক'রে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যগ্র হইয়া)—কি, কি ?

হালদার—আজ্ঞে, এই ছেলেটি এসে বল্লেন যে—জিতেন্দ্রিয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো, ওর (ছোট নরেনের) ভিতর বিষয়বুদ্ধি আদপে ঢোকে নাই ! ও বলে কাম কাকে ব'লে তা' জানি না !

(মণির প্রতি) হাত দিয়ে দেখ আমার রোমাঞ্চ হ'চ্চে !

কাম নাই, এই শুদ্ধ অবস্থা মনে করিয়া ঠাকুরের রোমাঞ্চ হইতেছে। যেখানে কাম নাই সেখানে ঈশ্বর বর্ত্তমান। এই কথা মনে করিয়া কি ঠাকুরের ঈশ্বর উদ্দীপন হইতেছে ? * * *

রাখাল হালদার বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ! পাগ্‌লী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই উপদ্রব করে। পাগ্‌লীর মধুর ভাব। বাগানে প্রায় আসে দৌড়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে। ভক্তেরা প্রহারও করেন,—কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্তি হয় না।

শশী—পাগ্‌লী এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (করুণামাখা স্বরে)—না, না। আস্‌বে, চলে যাবে।

রাখাল—আগে আগে অপর পাঁচ জন ওঁর কাছে এলে আমার হিংসে হ'ত। তার পর উনি কৃপা করে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন,—মদ্‌ গুরু শ্রীজগৎ গুরু !—উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন ?

শশী—তা নয় বটে, কিন্তু অসুখের সময় কেন ? আর, ও রকম উপদ্রব।

রাখাল—উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হ'য়ে ওঁর কাছে এসেছে ? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নাই ? নরেন্দ্র টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল, কত তর্ক কর্‌তো।

শশী—নরেন্দ্র যা মুখে ব'লতো, কাজেও তা ক'রতো।

রাখাল—ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে ব'লেছে ! ধর্‌তে গেলে কেহই নির্দ্দোষ নয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি, সস্নেহে)— কিছু খাবি ?

রাখাল—না,—খাবো এখন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, তুমি আজ এখানে খাবে ?

রাখাল—খান না, উনি বল্‌ছেন।

ঠাকুর পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় দিগম্বর হইয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে পাগ্‌লী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মণি (শশীকে,আস্তে আস্তে)—নমস্কার করে যেতে বল, কিছু ব'লে কাজ নাই। শশী পাগ্‌লীকে নামাইয়া দিলেন।

আজ নব বর্ষারম্ভ, মেয়ে ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইলেন। শ্রীযুক্ত বলরামের পরিবার, মণিমোহনের পরিবার, বাগবাজারের ব্রাহ্মণী ও অন্যান্য অনেক স্ত্রীলোক ভক্তেরা আসিয়াছেন। কেহ কেহ সন্তানাদি লইয়া আসিয়াছেন।—

তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উপরের ঘরে আসিলেন। কেহ কেহ ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্প ও আবীর দিলেন। ভক্তদের দুইটী ৯।১০ বর্ষের মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন।

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ॥

গান—হরি হরি বল রে বীণে।

গান—ঐ আসছে কিশোরী, ঐ দেখ এলো তোর নয়ন বাঁকা বংশীধারী।

গান—দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে উদ্ধার ?

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, "বেশ মা মা বল্‌ছে !"

ব্রাহ্মণী ছেলেমানুষের স্বভাব। ঠাকুর হাসিয়া রাখালকে ইঙ্গিত করিতেছেন, "ওকে গান গাইতে বল্‌না।" ব্রাহ্মণী গান গাইতেছে। ভক্তেরা হাসিতেছেন। "হরি খেল্‌বো আজ তোমার সনে, একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।"

মেয়েরা উপরের ঘর হইতে নীচে চলিয়া গেলেন।

বৈকাল বেলা। ঠাকুরের কাছে মণি ও দু একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেন, নরেন্দ্র যেন খাপ খোলা তলোয়ার লইয়া বেড়াইতেছেন॥

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও নরেন্দ্র]

নরেন্দ্র আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। ঠাকুরকে শুনাইয়া নরেন্দ্র মেয়েদের সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেছেন। মেয়েদের সঙ্গ ঈশ্বরলাভের ভয়ানক বিঘ্ন,—বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কথা কহিতেছেন না, সকলি শুনিতেছেন।

নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন,—আমি চাই **শান্তি**, আমি ঈশ্বর পর্য্যন্ত চাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। মুখে কোন কথা নাই। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে সুর করিয়া বলিতেছেন,—**সত্যম জ্ঞানমনন্তম**।

রাত্রি আট্‌টা। ঠাকুর শয্যাতে বসিয়া আছেন, দু একটি ভক্তও সম্মুখে বসিয়া। সুরেন্দ্র, আফিসের কার্য্য সারিয়া ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, হস্তে চারিটী কমলালেবু ও দুই ছড়া ফুলের মালা। সুরেন্দ্র ভক্তদের দিকে এক একবার, ও ঠাকুরের দিকে এক একবার তাকাইতেছেন; আর হৃদয়ের কথা সমস্ত বলিতেছেন।

সুরেন্দ্র (মণি প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া)—আফিসের কাজ সব সেরে এলাম। ভাবলাম দুই নৌকায় পা দিয়ে কি হ'বে, কাজ সেরে আসাই ভাল। আজ ১লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার; কালীঘাটে যাওয়া হ'লো না। ভাবলাম যিনি কালী—যিনি কালী ঠিক্ চিনেছেন,—তাঁকে দর্শন করলেই হবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

সুরেন্দ্র—গুরু দর্শনে, সাধুদর্শনে, শুনেছি ফুল ফল নিয়ে আস্‌তে হয়। তাই এইগুলি আনলাম। আপনার জন্য টাকা খরচ, তা ভগবান মন দেখেন। কেউ

একটী পয়সা দিতে কাতর, আবার কেউ বা হাজার টাকা খরচ ক'রতে কিছুই বোধ করে না। ভগবান মনের ভক্তি দেখেন তবে গ্রহণ করেন।

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন; তুমি ঠিক ব'লছো। সুরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, কাল আস্‌তে পারি নাই; সংক্রান্তি। আপনার ছবিকে ফুল দিয়ে সাজালুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, 'আহা কি ভক্তি!'

সুরেন্দ্র—আসছিলাম, এই দুগাছা মালা আন্‌লাম, ।০ দাম।

ভক্তেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মণিকে পায় হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন ও হাওয়া করিতে বলিতেছেন।

পরিশিষ্ট

বরাহনগর মঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ—নরেন্দ্রাদি ভক্তের বৈরাগ্য সাধন

বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত্র হইয়াছেন। সুরেন্দ্রর সাধু ইচ্ছায় বরাহনগরে তাঁহাদের থাকিবার একটী বাসস্থান হইয়াছে। সেই স্থান আজি মঠে পরিণত। ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা বলিলেন, আর সংসারে ফিরিব না; তিনি যে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন; আমরা কি করে আর বাড়ীতে ফিরিয়া যাই! শশী নিত্যপূজার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। নরেন্দ্র বলিলেন, সাধন করিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। তিনি নিজেও, ভাইরাও নানাবিধ সাধনা আরম্ভ করিলেন। বেদ পুরাণ ও তন্ত্রমতে মনের খেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও কখনও নির্জ্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্মশান মধ্যে, কখনও গঙ্গাতীরে, সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপ ধ্যানে দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। সকলেই বিশেষতঃ নরেন্দ্র ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল। কখনও বলেন, প্রায়োপবেশন কি করিব? কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করিব? লাটু, তারক ও বুড়গোপাল ইহাদের থাকিবার স্থান নাই; এঁদের নাম করিয়াই সুরেন্দ্র প্রথম মঠ করেন। সুরেন্দ্র বলিলেন, ভাই। তোমরা এই স্থানে ঠাকুরের গদি লইয়া থাকিবে, আর আমরা সকলে মাঝে মাঝে এখানে জুড়াইতে আসিব। দেখিতে দেখিতে কৌমারবৈরাগ্যবান্ ভক্তেরা যাতায়াত করিতে করিতে আর বাড়ীতে ফিরিলেন না। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম শরৎ, শশী, কালী রহিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে সুবোধ ও প্রসন্ন আসিলেন। যোগীন ও লাটু বৃন্দাবনে ছিলেন, এক বৎসর পরে আসিয়া

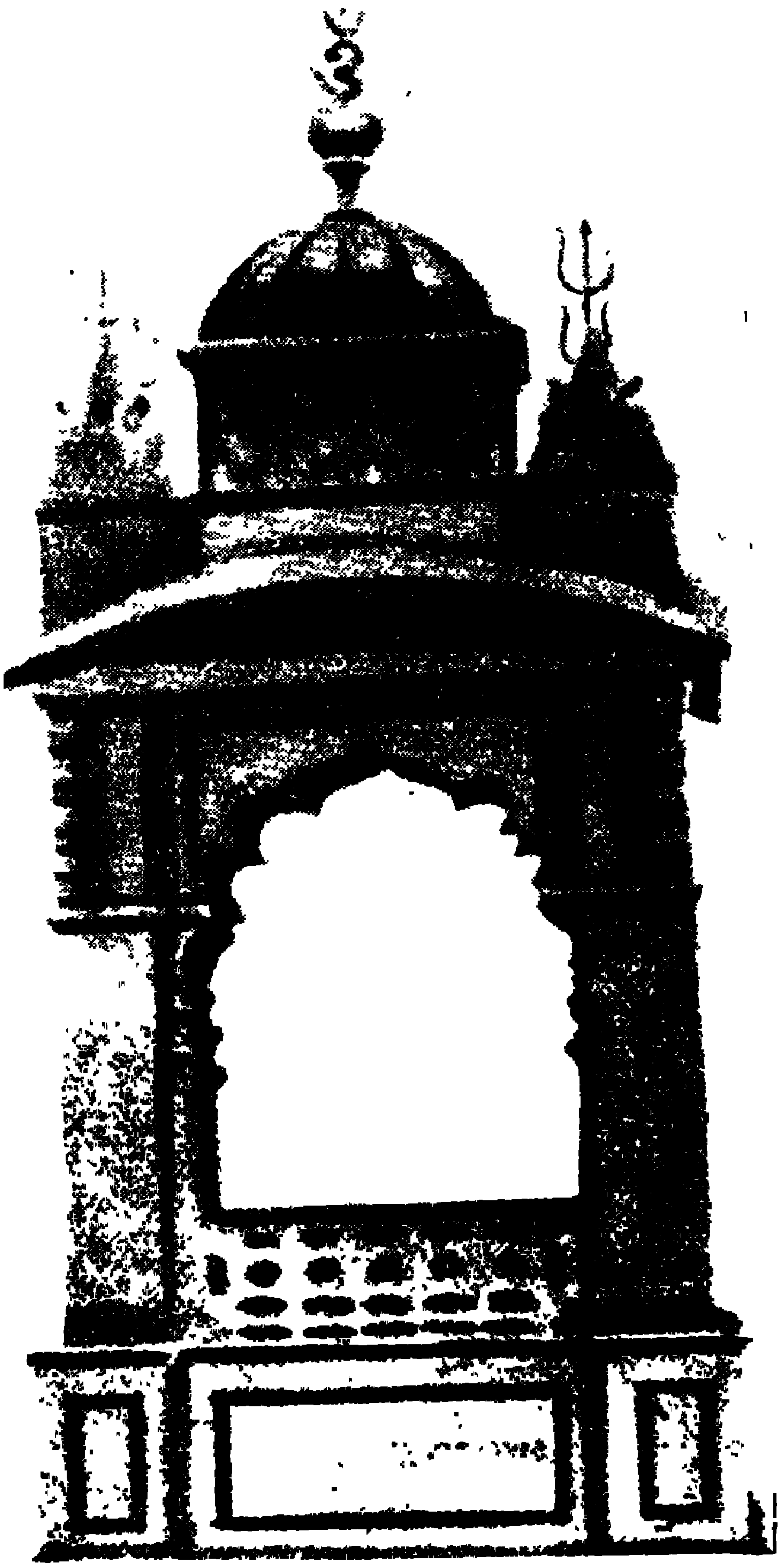

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

সমাধি মন্দির।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়)
সমাধি মন্দির।

জুটিলেন। গঙ্গাধর সর্ব্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন। নরেন্দ্রকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না। তিনি "জয় শিব ওঙ্কারঃ" এই আরতির স্তব আনিয়া দেন। মঠের ভাইরা "বা গুরুজি কি ফতে" এই জয় জয়কার ধ্বনি যে মাঝে মাঝে করিতেন, তাহাও গঙ্গাধর শিখাইয়াছিলেন। তিব্বত হইতে ফিরিবার পর তিনি মঠে রহিয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুরের আর দুটি ভক্ত হরি ও তুলসী, নরেন্দ্র ও তাঁহার মঠের ভাইদের, সর্ব্বদা দর্শন করিতে আসিতেন। কিছু দিন পরে অবশেষে তাঁহারা মঠে থাকিয়া যান।

নরেন্দ্রের পূর্ব্বকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা

আজ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ—মাষ্টার মঠের ভাইদের দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দেবেন্দ্রও আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রায় দর্শন করিতে আসেন ও কখন কখন থাকিয়া যান! গত শনিবারে আসিয়া শনি, রবি ও সোম তিন দিন ছিলেন। মঠের ভাইদের বিশেষতঃ নরেন্দ্রের এখন তীব্র বৈরাগ্য। তাই তিনি উৎসুক হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে আসেন।

রাত্রি হইয়াছে। আজ রাত্রি মাষ্টার থাকিবেন।

সন্ধ্যার পর শশী মধুর নাম করিতে করিতে ঠাকুরঘরে আলো জ্বালিলেন ও ধুনা দিলেন। সেই ধুনা লইয়া যত ঘরের যত পট আছে, প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রণাম করিতেছেন।

এইবার আরতি হইতেছে। শশী আরতি করিতেছেন। মঠের ভাইরা, মাষ্টার ও দেবেন্দ্র, সকলে হাত জোড় করিয়া আরতি দেখিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আরতির স্তব গাইতেছেন—"জয় শিব ওঙ্কার'! ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব। হর হর হর মহাদেব!"

নরেন্দ্র ও মাষ্টার দুইজনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া অবধি অনেক পূর্ব্বকথা মাষ্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্দ্রের এখন বয়স ২৪ বৎসর ২ মাস হইবে।

"প্রথম প্রথম যখন যাই, তখন এক দিন ভাবে বল্‌লেন, তুই এসেছিস্!

"আমি ভাবলাম, কি আশ্চর্য্য! ইনি যেন আমায় অনেক দিন থেকে চেনেন। তারপর বল্‌লেন, 'তুই কি একটা জ্যোতি দেখ্‌তে পাস?

"আমি বল্‌লাম, আজ্ঞা হাঁ। ঘুমাবার আগে কপালের কাছে কি যেন একটি জ্যোতি ঘুর্‌তে থাকে।

মাষ্টার—এখনও কি দেখ?

নরেন্দ্র—আগে খুব দেখ্‌তাম। যদু মল্লিকের রান্নাবাড়ীতে একদিন আমায় স্পর্শ করে কি মনে মনে বল্লেন, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম! সেই নেশায় অমন একমাস ছিলুম!

"আমার বিবাহ হবে শুনে মা কালীর পা ধরে কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলে-ছিলেন, মা ও সব ঘুরিয়ে দে মা। নরেন্দ্র যেন ডুবে না!

"যখন বাবা মরে গেলেন, মা ভাইরা খেতে পাচ্ছে না, তখন একদিন অন্নদা গুহর সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

"তিনি অন্নদা গুহকে বল্লেন, 'নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধু বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।"

"অন্নদা গুহ চলে গেলে আমি তাঁকে বক্‌তে লাগ্‌লাম। বল্লাম, কেন আপনি ওর কাছে ও সব কথা বল্লেন? তিনি তিরস্কৃত হয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন। ও বল্লেন 'ওরে তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রতে পারি।'

"তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন। আপনি কি বল্লেন?

মাষ্টার—অণুমাত্র সন্দেহ নাই! ওঁর অহেতুক ভালবাসা।

নরেন্দ্র—আমায় একদিন একলা একটী কথা বল্লেন! আর কেহ ছিল না। এ কথা আপনি (আমাদের ভিতরে) আর কারুকে বলবেন না?

মাষ্টার—না। কি বলেছিলেন?

নরেন্দ্র—তিনি বল্লেন, আমার ত সিদ্ধাই করবার যো নাই। তোর ভিতর দিয়ে করব, কি বলিস? বল্লাম—না, তা হবে না।

"ওঁর কথা উড়িয়ে দিতাম,—ওঁর কাছে শুনেছেন। ঈশ্বর রূপদর্শন করেন, এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ও সব মনের ভুল।

"তিনি বল্লেন, ওরে, আমি কুটীর উপর চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কোথায় কে ভক্ত আছিস আয়,—তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা বলেছিলেন, ভক্তেরা সব আসবে,—'তা দেখ্, সব ত মিলছে!

"আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম।

[নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর—নরেন্দ্রের অহংকার]

"এক দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন্দ্রবাবু ও গিরীশবাবুকে আমার বিষয় বলেছিলেন, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখ্‌বে না'।

মাষ্টার—হাঁ শুনেছি। আর আমাদের কাছেও অনেকবার বলেছেন! কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার সে অবস্থা হয়েছিল; না?

নরেন্দ্র—সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখটী দেখতে পাচ্ছি! ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নীচে ঐ অবস্থাটী হ'ল! আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম, বলতে লাগলাম, আমার কি হ'ল! বুড়ো গোপাল উপরে গিয়ে ঠাকুরকে বল্লেন, নরেন্দ্র কাঁদছে।'

"তার সঙ্গে দেখা হলে, তিনি বল্লেন, 'এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল!—আমি বল্লাম, আমার কি হল!

"তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বল্লেন, ও আপনাকে জানতে পারলে, দেহ রাখবে না। আমি ভুলিয়ে রেখেছি।

"একদিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস কৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে দেখতে পাস্। আমি বল্লাম, আমি কিষ্টফিষ্ট মানি না। (মাষ্টার ও নরেন্দ্রের হাস্য)

"আর একটা দেখেছি, এক একটী জায়গা, জিনিষ বা মানুষ দেখ্‌লে, বোধ হয় যেন আগে জন্মান্তরে দেখেছি। যেন চেনা চেনা। Amherst Streetএ যখন শরতের বাড়ীতে গেলাম, শরতকে একবারে বল্লাম, ঐ বাড়ী যেন আমার সব জানা! বাড়ীর ভিতরের পথগুলি, ঘরগুলি, যেন অনেক দিনের চেনা চেনা।

"আমি নিজের মতে কাজ কর্ত্তাম, তিনি (ঠাকুর) কিছু বললেন না। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Member হয়েছিলাম, জানেন্ তো?

মাষ্টার—হাঁ, তা জানি।

নরেন্দ্র—তিনি জানিতেন, ওখানে মেয়ে মানুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না; তাই নিন্দা করিতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন

না। একদিন শুধু বললেন, রাখালকে ও সব কথা কিছু বলিস নি,—যে তুই সমাজের Member হয়েছিস। ওরও, তা হলে, হতে ইচ্ছা যাবে।

মাষ্টার—তোমার বেশী মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই।

নরেন্দ্র—অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাষ্টার মশাই, আপনি দুঃখ কষ্ট পান নাই তাই ;—মানি দুঃখ কষ্ট না পেলে Resignation (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ) হয় না—Absolute Dependence on God.

নরেন্দ্র—আচ্ছা, * * এত নম্র ও নিরহঙ্কার ; কত বিনয়। আমায় বলতে পারেন, আমার কিসে বিনয় হয় ?

মাষ্টার—তিনি বলেছেন, তোমার অহঙ্কার সম্বন্ধে,—এ 'অহং' কার ?

নরেন্দ্র—এর মানে কি ?

মাষ্টার—অর্থাৎ রাধিকাকে একজন সখী বলছেন, তোর অহঙ্কার হয়েছে—তাই কৃষ্ণকে অপমান করিলি। আর এক সখী তার উত্তর দিছিল, হাঁ, অহঙ্কার শ্রীমতীর হয়েছিল বটে, কিন্তু এ 'অহং' কার ? অর্থাৎ, কৃষ্ণ আমার পতি—এই অহঙ্কার ;—কৃষ্ণই এ 'অহং' রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরের কথার মানে এই,—ঈশ্বরই এই অহঙ্কার তোমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন ; অনেক কাজ করিয়ে নেবেন এই জন্য।

নরেন্দ্র—কিন্তু আমি হাঁকডেকে বোলে আমার দুঃখ নাই।

মাষ্টার (সহাস্যে)—তবে সখ করে হাকডাক করো। (উভয়ের হাস্য)।

এইবার অন্য অন্য ভক্তদের কথা পড়িল—বিজয় গোস্বামী, প্রভৃতির।

নরেন্দ্র—তিনি বিজয় গোস্বামীর কথা বলেছিলেন, 'দ্বারে ঘা দিচ্চে'।

মাষ্টার—অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

"কিন্তু শ্যামপুকুর বাটীতে বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে।' তুমিও সেইখানে উপস্থিত ছিলে।

নরেন্দ্র—দেবেন্দ্রবাবু, রামবাবু, এরা সব সংসার ত্যাগ করবে—খুব চেষ্টা করছে। রামবাবু Privately বলেছে, দুই বছর পরে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার—দুই বছর পরে ? ছেলেমেয়েদের বন্দোবস্ত হলে বুঝি ?

নরেন্দ্র—আরও বাড়ীটা ভাড়া দেবে। আর একঠা ছোট বাড়ী কিনবে! মেয়ের বিয়ে টিয়ে ওরা বুঝবে।

মাষ্টার—গোপালের বেশ অবস্থা ; না?

নরেন্দ্র—কি অবস্থা!

মাষ্টার—এত ভাব, হরিনামে অশ্রু রোমাঞ্চ!

নরেন্দ্র—ভাব হলেই কি বড়লোক হয়ে গেল!

"কালী, শশী, সারদা এরা—গোপালের চেয়ে কত বড়লোক! এদের ত্যাগ কত! গোপাল তাঁকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানে কৈ?

মাষ্টার—তিনি বলেছিলেন দু.ট, ও এখানকার লোক নয়। তবে ঠাকুরকে তো খুব ভক্তি করতেন দেখেছি।

নরেন্দ্র—কি দেখেছেন?

মাষ্টার—যখন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের দরবার ভেঙ্গে গেলে পর, ঘরের বাহিরে এসে একদিন দেখলাম—গোপাল হাটু গেড়ে বাগানের লাল শুরকির পথে হাত জোড় করে আছেন—ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে। খুব চাঁদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরে যে বারাণ্ডাটী আছে, তারই ঠিক উত্তর গায়ে লাল শুরকির রাস্তা! সেখানে আর কেউ ছিল না! বোধ হ'ল যেন,—গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন!

নরেন্দ্র—আমি দেখি নাই।

মাষ্টার—আর মাঝে মাঝে বলতেন, ওর পরমহংস অবস্থা। তবে এও বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাঁকে মেয়েমানুষ ভক্তদের কাছে আনা গোনা করতে বারণ করেছিলেন। অনেকবার সাবধান করে দিছলেন।

নরেন্দ্র—আর তিনি আমার কাছে বলেছেন,—ওর যদি পরমহংস অবস্থা তবে টাকা কেন! আর বলেছেন, 'ও এখানকার লোক নহে। যারা আমার আপনার লোক তারা এখানে সর্ব্বদা আসবে।'

'তাইত—বাবুর উপর তিনি রাগ করতেন। সে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকত বলে। আর ঠাকুরের কাছে বেশী আসতো না।

"আমায় বলেছিলেন,—'গোপাল সিদ্ধ—হঠাৎ সিদ্ধ ; ও এখানকার লোক নয়। যদি আপনার হতো, ওকে দেখবার জন্য আমি কাঁদি নাই কেন ?

"কেউ কেউ ওঁকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করেছেন ! কিন্তু তিনি (ঠাকুর) কতবার বলেছেন, **আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ** একধারে তিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের পূর্ব্বকথা

মঠে কালী তপস্বীর ঘরে দুইটী ভক্ত বসিয়া আছেন। একটী ত্যাগী ও একটি গৃহী। উভয়েরই বয়স ২৪।২৫। দুই জনে কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিলেন। তিনি মঠে তিন দিন থাকিবেন।

আজ গুডফ্রাইডে ; ৮ই এপ্রেল ১৮৮৭, শুক্রবার ! এখন বেলা ৮টা হইবে। মাষ্টার আসিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তৎপরে নরেন্দ্র রাখাল ইত্যাদি ভক্তদের সহিত দেখা করিয়া ক্রমে এই ঘরে আসিয়া বসিলেন; ও ঐ দুইটী ভক্তকে সম্ভাষণ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন। গৃহী ভক্তটীর ইচ্ছা সংসার ত্যাগ করেন। মঠের ভাইটী তাঁহাকে বুঝাচ্ছেন, যাতে সে সংসার ত্যাগ না করে !

ত্যাগী ভক্ত—কিছু কর্ম্ম যা আছে—করে ফেল্ না। একটু কর্‌লেই তার পর শেষ হয়ে যাবে।

"একজন শুনেছিল তার নরক হবে। সে একজন বন্ধুকে বললে, নরক কি রকম গা ? বন্ধুটী একটু খড়ি নিয়ে নরক আঁকতে লাগলো। নরক যেই আঁকা হয়েছে অমনি ঐ লোকটী তাতে গড়াগড়ি দিয়ে ফেললে। আর বল্‌লে এইবার আমার নরক ভোগ হয়ে গেল।

গৃহী ভক্ত—আমার সংসার ভাল লাগে না, আহা তোমরা কেমন আছ !

ত্যাগীভক্ত—তুই অত বকিস্ কেন ? বেরিয়ে যাবি যাস্।—কেন, একবার সক করে ভোগ করে নে না।

নয়টার পর ঠাকুরঘরে শশী পূজা করিলেন।

প্রায় এগারটা বাজিল। মঠের ভাইরা ক্রমে ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন! স্নানের পর শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রত্যেকে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম ও তৎপরে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। মাষ্টারও সেই প্রসাদ পাইলেন।

সন্ধ্যা হইল। ধুনা দিবার পর ক্রমে আরতি হইল। দানাদের ঘরে রাখাল, শশী, বুড়োগোপাল ও হরীশ বসিয়া আছেন। মাষ্টারও আছেন। রাখাল ঠাকুরের খাবার খুব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন।

রাখাল (শশী প্রভৃতির প্রতি)—আমি একদিন তাঁর জলখাবার আগে খেয়েছিলাম। তিনি দেখে বল্‌লেন, "তোর দিকে চাইতে পারছি না! তুই কেন এ কর্ম্ম কর্‌লি!"—আমি কাঁদতে লাগলুম।

বুড়ো গোপাল—আমি কাশীপুরে তাঁর খাবারের উপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলেছিলুম, তখন তিনি বললেন, 'ও খাবার থাক্।'

বারাণ্ডার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি ত কিছুই মান্‌তুম না,—

মাষ্টার—কি, রূপ টুপ?

নরেন্দ্র—তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মান্‌তুম্ না। একদিন তিনি বলেছিলেন, তবে আসিস কেন?

"আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি; কথা শুন্‌তে নয়।"

মাষ্টার—তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি খুব খুসী হলেন।

পরদিন শনিবার। ৯ই এপ্রেল ১৮৮৭। ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একটু বিশ্রামও করিয়াছেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার মঠের পশ্চিম গায়ে যে বাগান আছে; তাহার একটি গাছতলায় বসিয়া নির্জ্জনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে যত পূর্ব্ব কথা বলিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স ২৪; মাষ্টারের ৩২ বৎসর।

মাষ্টার—প্রথম দেখার দিনটা তোমার বেশ স্মরণ পড়ে।

নরেন্দ্র—সে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে। তাঁহারই ঘরে। সেই দিনে এই দুটী গান গেয়েছিলাম।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে।
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ-নিবাসী জনে;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয় কুটীর দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥

মাষ্টার—গান শুনে কি বললেন?

নরেন্দ্র—তাঁর ভাব হয়ে গিছলো। রামবাবুদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ছেলেটী কে? আহা কি গান! আমায় আবার আসতে বললেন।

মাষ্টার—তার পর কোথায় দেখা হলো।

নরেন্দ্র—তার পর রাজমোহনের বাড়ী। তার পর আবার দক্ষিণেশ্বরে। সেবার আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব করে বলতে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য রূপ ধারণ করে এসেছ!"

"কিন্তু এ কথাগুলি কাহাকেও বলবেন না।

মাষ্টার—আর কি বললেন?

নরেন্দ্র—তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ। মাকে বলেছিলাম, 'মা আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব! মা, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকবো! বললেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি, আমি এসেছি।' আমি কিন্তু কিছু জানি না; কলিকাতার বাড়ীতে তোফা ঘুম মারছি।

মাষ্টার—অর্থাৎ তুমি এক সময়ে Presentও বটে, Absentও বটে; যেমন ঈশ্বর সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন!

নরেন্দ্র—কিন্তু এ কথা কারুকে বলবেন না।

[নরেন্দ্রের প্রতি লোক শিক্ষার আদেশ]

নরেন্দ্র—কাশীপুরে তিনি শক্তিসঞ্চার করে দিলেন।

মাষ্টার—যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জ্বেলে বসতে, না?

নরেন্দ্র—হাঁ। কালীকে বললাম আমার হাত ধর্ দেখি। কালী বললে, কি একটা shock তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।

"এ কথা (আমাদের মধ্যে) কাহাকেও বলবেন না—Promise করুন।"

মাষ্টার—তোমার উপর শক্তি সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। একদিন একখানা কাগজে লিখে বলে ছিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে।"

নরেন্দ্র—আমি কিন্তু বলেছিলাম, 'আমি ও সব পারব না।'

"তিনি বললেন 'তোর হাড় করবে!' শরতের ভার আমার উপর দিয়েছেন। ও এখন ব্যাকুল হয়েছে। ওর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে।

মাষ্টার—এখন পাতা না জমে। ঠাকুর বলতেন বোধ হয় মনে আছে যে, পুকুরের ভিতর মাছের গাডি হয় অর্থাৎ গর্ত্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাম করে। সে গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়ীতে মাছ এসে থাকে না।

[নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর]

নরেন্দ্র—নারায়ণ বলতেন।

মাষ্টার—তোমায় "নারায়ণ" বলতেন,—তা জানি।

নরেন্দ্র—তাঁর ব্যামোর সময় শোচাবার জল এগিয়ে দিতে দিতেন না। কাশীপুরে বললেন, 'চাবি আমার কাছে রইল; ও আপনাকে জান্‌তে পারলে দেহ ত্যাগ করবে।'

মাষ্টার—যখন তোমার এক দিন সেই অবস্থা হয়েছিল, না?

নরেন্দ্র—সেই সময় বোধ হয়েছিল, যেন আমার শরীর নাই, কেবল মুখটি আছে! বাড়ীতে আইন পড়েছিলুম, একজামিন দেবো বলে। তখন হঠাৎ মনে হলো, কি করছি!

মাষ্টার—যখন ঠাকুর কাশীপুরে আছেন?

নরেন্দ্র—হাঁ। পাগলের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি চাস?' আমি বল্‌লাম্‌, আমি সমাধিস্থ হয়ে থাক্‌ব।' তিনি বললেন, তুই ত বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা! সমাধি ত তুচ্ছ কথা!"

মাষ্টার—হাঁ, তিনি বলতেন, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে আনাগোনা করা।

নরেন্দ্র—কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কততে হয়? আগে ভক্তি পাকুক।

"আবার তারকবাবুকে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, ভাব ভক্তি কিছু শেষ নয়।

মাষ্টার—তোমার বিষয় আর কি কি বলেছেন বল।

নরেন্দ্র—আমার কথায় এতো বিশ্বাস যে যখন বললাম, আপনি রূপ টুপ যা দেখেন ও সব মনের ভুল, তখন মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা,

নরেন্দ্র এই সব কথা বলেছে, তবে এ সব কি ভুল?” তারপর আমাকে বললেন; মা বল্লে ও সব সত্য!

“বলতেন, বোধ হয় মনে আছে, ‘তোর গান শুন্‌লে (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস করে যেন ফণা ধ’রে স্থির হয়ে শুন্‌তে থাকেন!’

“কিন্তু মাষ্টার মহাশয়, এত তিনি বললেন, কই আমার কি হলো!”

মাষ্টার—এখন শিব সেজেছ, পয়সা নোবার যো নাই। ঠাকুরের গল্প তো মনে আছে?

নরেন্দ্র—কি, বলুন না একবার।

মাষ্টার—বহুরূপী শিব সেজেছিল। যাদের বাড়ী গিছল, তারা একটা টাকা দিতে এসেছিল; সে নেয় নি। বাড়ী থেকে হাত পা ধুয়ে এসে টাকা চাইলে। বাড়ীর লোকেরা বললে, “তখন যে নিলে না?’ সে বললে, তখন শিব সেজেছিলাম—সন্ন্যাসী—টাকা ছোঁবার যো নাই।’

এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

মাষ্টার—তুমি এখন রোজা সেজেছ। তোমার উপর সব ভার। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ ক’রবে।

নরেন্দ্র—সাধন টাধন যা আমরা করছি, এ সব তাঁর কথায়। কিন্তু strange (আশ্চর্য্যের বিষয়) এই যে, রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন। রামবাবু বলেন, তাঁকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি?

মাষ্টার—যার যেমন বিশ্বাস সে না হয় তাই করুক।

নরেন্দ্র—আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলেছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের ভালবাসার কথা আবার বলছেন।

নরেন্দ্র—আমার জন্য মার কাছে কত কথা বলেছেন। যখন খেতে পাচ্চি না—বাবার কাল হ’য়েছে—বাড়ীতে খুব কষ্ট—তখন আমার জন্য মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন।

মাষ্টার—তা জানি; তোমার কাছে শুনেছিলাম।

নরেন্দ্র—টাকা হলো না। তিনি বললেন, মা বলেছেন, মোটা ভাত মোটা কাপড় হ'তে পারে। ভাত ডাল হ'তে পারে।

"এতো আমাকে ভালবাসা,—কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন! অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখন কখন গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না; খানিকটা হাত উঠে আর উঠলো না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্য্যন্ত উঠে আর উঠলো না। বললেন, তোর এখনও হয় নাই।

"এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। বাবুরামদের বাড়ীতে কিছু নাই বোধ হলো। যেন ঈশ্বর টীশ্বর কিছুই নাই।

মাষ্টার—ঠাকুর তো বলতেন তাঁরও এরূপ অবস্থা এক একবার হ'তো।

দুজনে চুপ করে আছেন। মাষ্টার বলিতেছেন,—"ধন্য তোমরা! রাত দিন তাঁকে চিন্তা করছো!" নরেন্দ্র বলিলেন, "কই? তাঁকে দেখতে পাচ্চি না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা হ'চ্ছে কই?"

রাত্রি হইয়াছে। নিরঞ্জন ৺পুরীধাম হইতে কিয়ৎক্ষণ ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মঠের ভাইরা ও মাষ্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি পুরী যাত্রার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের বয়স এখন ২৫।২৬ হইবে। সন্ধ্যারতির পর কেহ কেহ ধ্যান করিতেছেন। নিরঞ্জন ফিরিয়াছেন বলিয়া অনেকে বড় ঘরে (দানাদের ঘরে) আসিয়া বসিলেন ও সদালাপ করিতে লাগিলেন। রাত ৯টার পর শশী ৺ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

মঠের ভাইরা নিরঞ্জনকে লইয়া রাত্রের আহার করিতে বসিলেন। খাদ্যের মধ্যে রুটি, একটা তরকারী ও একটু গুড়; আর ঠাকুরের যৎকিঞ্চিৎ সুজী পায়সাদি প্রসাদ।

Swami Vivekananda, to 'M'

Thanks ! 100000 Master ! You have hit Ramkristo in the right point. Few alas, few understand him !!

*Antpore,
২৬ মাঘ, 1889. *NARENDRANATH*

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

*Antpore is a village in the Hugly district,—the birthplace of Premananda. The Swamiji, M., and many of his fellow disciples were at this time, staying as guests at the house of Swami Premananda. When Swamijee wrote the above he was observing a vow of silence (মৌনব্রত) ;

OPINIONS.

Swami Vivekananda in a letter dated October 1897, C/o Lala Hansaraj, Rawalpindi, says :—

"Dear M. *Cest bon mon ami* Now you are doing just the thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Barvo that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet from. ** Never mind—pay or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many blessings on you and many more curses but বৈসাহি সদ কাল বনভা সাহেব। (That is always the way of the world, Sir.)

This is the time." *VIVEKANANDA*

Swami Vivekananda in a letter dated Dehra Dun, 24th November 1897, says. My dear "M" many thanks for your second leaflet, it is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the

public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in edequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it? Our teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently. With love and namaskar, Yours in the Lord,

VIVEKANANDA

"P.S. Socraitc dialogues are Plato all over You ore entirely hidden. Moreover, the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it, here or in the West." *VIVEKANANDA*

Srijut **Girish Chandra Ghosh** in a letter dated 22nd March 1900 says :—**"If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years. ** You deserve the gratitude of the whole human race to the end of days."

Swamy Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), Belur Math now of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct, 1904. says :—**"You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God."

শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত

THREE CLASSES OF EVIDENCES

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে, শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত অবলম্বন করিয়া, এইটি লিখিবার উপকরণ পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়।

১ম (Direct and Recorded on the same day) :—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত্র যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবা ভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diaryতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

২য় (Direct but unrecorded at the time of the master) :—

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারের প্রায় এই রূপই হইয়াছে। তবে চাব্বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।

৩য় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :—

ঠাকুরের সমসাময়িক ৺হৃদয় মুখোপাধ্যায় ৺রামচাটুয্যে প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, অথবা ৺কামারপুকুর, ৺জয়রামবাটী, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুর গোষ্ঠির ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই, সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়ন কালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম—প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রমথ শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখকথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে। ইতি কলিকাতা সন ১৩১৭, ইং ১৯১০।

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীপাদপদ্ম ভরসা

পূজা ও নিবেদন

নমস্তে ভুবনেশানি নমস্তে প্রণবাত্মকে, সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধে নমো হ্রীঁকারমূর্ত্তয়ে ॥

মা,

আশ্বিনের মহামহোৎসব উপস্থিত—আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার আশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথমভাগের চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। আমরা করজোড়ে আবার প্রার্থনা করিতেছি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বেদান্ত বাক্য চিন্তা করিয়া তাঁহার শ্রীমুখের কথামৃত পান করিয়া—তাঁহার ভক্তসঙ্গে বিহার, অলৌকিক চরিত্র, স্মরণ মনন করিয়া দেশে দেশে ও সর্ব্বকালে তোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি, আনন্দ, শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি ও অন্তে পরমপদ লাভ হয়।

মা, ৺ঠাকুরের কথা ও তাঁহার ভক্তদের কথা একই। আজ আমরা ঈশ্বর লাভের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য চিন্তা করি। আবার ৺বিদ্যাসাগর, শশধর, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের প্রতি তাঁহার আশ্বাসবাণী ও ভক্তিপথ প্রদর্শন চিন্তা করিব। যাঁহারা 'আমি পাপী আমার কি আর উদ্ধার হইবে' এইরূপে ভাবিতেছেন, তাহাদের প্রতি অভয়বাণী যেন আমরা না ভুলি। আর **'ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই'** এই মঙ্গলবাণী যেন আমাদের মূল মন্ত্র হয়। দেবীপক্ষ, আশ্বিন ১৩১৫। একান্তশরণাগত, তোমার প্রণত সন্তানগণ।